গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতা।

চতুর্থ ভাগ

শ্রীশশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী
সঙ্কলিত

১৩২৮

মূল্য ৪৲ টাকা

গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতা

শল্যস্থান

দ্বিত্রণীয় বিধি।

প্রথম অধ্যায়

একদা ভগবান পালকাপ্য অঙ্গপতিকে সস্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে নরেশ্বর, অতঃপর 'দ্বিত্রণীয় অধ্যায়' ব্যাখ্যা করিব শ্রবণ করুন। অনন্তর বিদ্বৎকুল বন্ধু অঙ্গপতি, তপঃপ্রভাব-সমুদ্ভাবিতকান্তি বারণগণের অসাধারণ সখা মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, ব্রণের লক্ষণ কতিবিধ? এবং মাতঙ্গগণের ব্রণ প্রতীকারের উপায়ই বা কি কি? গজায়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ব্রণোৎপত্তির নিদান এবং ব্রণচিকিৎসাই বা কত প্রকার? কি নিমিত্তই বা মাতঙ্গগণের ব্রণ প্রায়শঃ বিসর্পিত হয়? কি নিমিত্তই বা বারণ দেহে ক্ষুদ্র ব্রণটিও বদ্ধকোশ হইয়া বিস্তৃতি লাভ করে? কি কারণেই বা মাতঙ্গগণের মর্ম্মাদি ক্লেশপ্রদ স্থান সমূহে উৎপন্ন ব্রণ অবিলম্বে বর্দ্ধিত এবং পুনঃ পুনঃ দূষিত হইয়া থাকে? কি হেতুই বা আরণ্য বারণগণের অঙ্গে বাতপিত্তাদি দৈহিক উপাদানের বিকারজনিত ব্রণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না? কেনই বা চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকেই অরণ্যবাসী বারণগণের আগন্তুক ব্রণ প্রতিকৃত হইয়া থাকে?

মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—হে অঙ্গেশ্বর, শ্রবণ করুন বারণগণের ব্রণবিষয়ক তথ্য সমুদয় বর্ণনা করিতেছি—হে নরেশ্বর, মাতঙ্গগণের ব্রণের নিদান ত্রিবিধ, স্বরূপ ত্রিবিধ, বস্তু অষ্টবিধ, অধিষ্ঠান বা আশ্রয় দ্বিবিধ; আকৃতি দ্বিবিধ, স্রাব দ্বিবিধ; শল্য দ্বিবিধ উপক্রম ত্রিবিধ এবং উপক্রমের নিদান ও ত্রিবিধ, ইহাই গজায়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। হে নরনাথ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে বারণগণের ব্রণের যোনি বা নিদান ত্রিবিধ। উক্ত ব্রণনিদান বা যোনি উদ্গম বিক্ষত ও দাহ এই তিন প্রধান

ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে উদ্গম, মাতঙ্গগণের দৈহিক উপাদানের বিকার সম্ভূত এবং আগন্তুক এই দুই প্রকার। উল্লিখিত দোষজ ব্রণ ও সাধারণতঃ মাতঙ্গগণের দেহের উপাদান স্বরূপ বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও মেদের পৃথক পৃথক কিংবা যুগপদ্ বিকার সম্ভূতই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আগন্তুক ব্রণ সমুদয় বিষ-সংসর্গ, অভিঘাত প্রভৃতি বিবিধ কারণ বশতঃ নানাবিধই হইয়া থাকে। ব্রণের স্ফীতভাব ও বেদনা বায়ুর প্রভাব সম্ভূত, পাক পিত্তবিকার জনিত এবং বিসর্পণ বা বিস্তৃতি লাভ কফবিকার প্রসূত। যে ব্রণে যে দোষ বা বিকার সমধিক পরিমাণে প্রবল, সেই সেই ব্রণ, তত্তদ্দোষ সমুৎপন্ন, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রত্যেক ব্রণে ত্রিদোষের বিকারই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। ক্ষুদ্র গোলাকার কঠিন ব্রণকে 'গ্রন্থি' আখ্যা প্রদান করাইয়া থাকে এবং পৃথু, দীর্ঘ গজকুম্ভবৎ স্ফীত ব্রণকে বিদ্রধি নামে অভিহিত করা হয়।

অনন্তর বিক্ষত নামক ব্রণ নিদানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা কথিত হইতেছে। ঘর্ষণ দংশন ও ক্ষত ইহা বিক্ষত নিদানের লক্ষণ। তন্মধ্যে রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা ঘর্ষণ, সর্পাদি কর্ত্তৃক দংশন এবং মাতঙ্গগণের ব্রণকর তীক্ষ্ণ ভাবদ্বারা "ক্ষতের" উৎপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত ক্ষত নানাবিধ অস্ত্রাদি দ্বারা ছিন্ন, বিদ্ধ, অবকৃত্ত এবং অবসৃষ্ট এই চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে ছিন্ন অবান্তর ভেদে ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন, উৎসৃষ্ট, অবসৃষ্ট এবং দারিত এই পাঁচ বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গের অপবর্ত্তই ছিন্ন শব্দের অর্থ, প্রহার সন্নিপাত বিচ্ছিন্ন, কর্ণ, লাঙ্গুল ও শুণ্ডের দ্বিধাভাব দারিত, দেহের আধোভাগস্থ স্নায়ু অস্থি ও মাংস ভেদ অবকৃষ্ট এবং তাহারই বিপরীতটি উৎকৃষ্ট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেইরূপ বেধন ও অবান্তর ভেদে নিবিদ্ধ অনিবিদ্ধ, বিদ্ধ ও উৎক্রুণ্ডিত এই চতুর্ব্বিধ। শরদ্বারা মাংস পর্য্যন্ত বিদ্ধ হওয়াকে 'বিদ্ধ' শরকিঞ্চিৎ নিঃসৃত হওয়াকে 'অনিবিদ্ধ' সর্ব্বতো নিঃসৃত শরকে 'নিবিদ্ধ' এবং দেহ মাংস ভেদ করিয়া শর আরও অধিক দূর প্রবেশ লাভ করিলে তাহাকে 'উৎক্রুণ্ডিত' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। 'অবকৃত্ত' ও গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতে 'বিরক্ত' 'অবিরূঢ়' এবং 'অবপাটিত' ভেদে তিন প্রকার। ত্বক্ মাত্র ভেদকে 'বিরক্ত' মাংস পর্য্যন্ত ভেদকে 'অবপাটিত' এবং অস্থি পর্য্যন্ত ভিন্ন হইলে তাহাকে 'অবগাঢ়' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। সেইরূপ 'অবসৃষ্ট' ও 'ক্লিষ্টান্ত্র' এবং 'অবচ্ছিন্নান্ত্র' ভেদে দুই প্রকার। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, আমি তাহার শাস্ত্রানুমোদিত লক্ষণ সমুদয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন মাতঙ্গগণের অস্ত্রচ্ছেদ ঘটিলে—উহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদা দুঃখ ভারাক্রান্ত,

উদরাধ্মান, মলের সহিত রক্ত নিঃসরণ, আহারে অনিচ্ছা এবং প্রস্রাবপ্রভৃতি হইতে থাকে বিজ্ঞ চিকিৎসক, উল্লিখিত লক্ষণাবলী দর্শনে তাদৃশ মাতঙ্গের চিকিৎসায় বিরত হইবেন; কারণ তাহার জীবনের আশা অতি অল্প। পক্ষান্তরে মাতঙ্গগণের অন্ত্রক্লিষ্ট হইলে উহাদিগের জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, হিক্কা, দারুণ শ্বাস নাভিমূলে বেদনা, দুর্ম্মনস্কতা, মলের সহিত রক্ত নিঃসরণ, এবং আংশিক দেহস্থ বায়ুবিকার লক্ষিত হইয়া থাকে। এই রোগও প্রায় অসাধ্য, তবে যদি রুগ্ন মাতঙ্গের দেহে শক্তি এবং আহারে রুচি থাকে, তাহা হইলে তাহার উক্ত রোগ কৃচ্ছ্র সাধ্য হইয়া থাকে; সুতরাং এই দ্বিবিধ অস্ত্রাঘাত ও সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে চতুর্ব্বিধই হইল। ইহাই বারণগণের ব্রণরোগের বিক্ষতজ নিদান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

হে নরেশ্বর, অনন্তর মাতঙ্গীগণের দাহাত্মক নিদান কথিত হইতেছে। অগ্নি, আদিত্য, কদর্য্যবিষ, এবং বিদ্যুৎপাত প্রভৃতি দ্বারা মাতঙ্গ দেহে যে ব্রণের আবির্ভাব হয় তাহাকে দাহ নিদান সম্ভূত ব্রণ বলে। তন্মধ্যে অগ্নিদাহ হইতে যে দ্বিবিধ ব্রণের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহার এক প্রকার জ্বালাবিহীন এবং অপর প্রকার জ্বালাযুক্ত। বিদ্যুৎহত ও সূর্য্যতেজোদাহ জনিত ব্রণের বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তীক্ষ্ণ বিষ ও ঔষধ প্রভৃতি ব্রণজনক দাহ দ্বারাও মাতঙ্গদেহে ব্রণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে নরনাথ, ইহাই মাতঙ্গীগণের দাহাত্মক নিদান আপনার নিকটে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। ইহাই বারণগণের ত্রিবিধ নিদান।

অনন্তর বারণগণের ব্রণ রোগের অষ্টবিধ অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ের বিষয় কথিত হইতেছে। হে নরনাথ, ত্বক্, মাংস স্নায়ু ধমনী, শিরা, মজ্জা, অস্থি ও সন্ধি, গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতে ইহাই বারণগণের ব্রণ রোগের অধিষ্ঠান। যে স্রাব দ্বারা উল্লিখিত অষ্টবিধ আশ্রয়ের পৃথক পৃথক জ্ঞান জন্মে, এইক্ষণে তাহা বিস্তারিতরূপে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি। হে অঙ্গেশ্বর, মাতঙ্গগণের ব্রণের স্রাব শুদ্ধ ও দুষ্ট এই দুই প্রধান ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে দোষান্বিত স্রাবকে 'দুষ্ট' এবং দোষ বিবর্জ্জিত স্রাবকে 'শুদ্ধ' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। উক্ত স্রাব অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ভেদে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার কথিত হইয়াছে। তাহার, গজায়ুর্ব্বেদ-সম্মত পৃথক পৃথক লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—শুক্র, কৃষ্ণ হরিদ্রাভ শ্যাম-বর্ণ, মঞ্জিষ্ঠাবৎ লোহিতবর্ণ, কষায় সদৃশ, তৈলাভ, ঘৃতসদৃশ, ফেণতুল্য, পূয়, মলমূত্র, মস্তিষ্ক, ক্ষার, শুক্র বসা (চর্ব্বী), জল, মাংসধাবন—যূষ, যবনিষ্কাথ কিংবা

তিল কল্ক সদৃশ, সুরা মজ্জ, মেদঃকান্তি এবং পিচ্ছিল এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বিবিধ লক্ষণযুক্ত স্রাব বারণগণের ব্রণ হইতে নির্গত হইতে দেখা যায়! মাতঙ্গ-গণের যে ব্রণ হইতে পিচ্ছিল বিশদ ও স্বচ্ছ স্রাব প্রবৃত্ত হয় তাহাকে "ত্বকগত' ব্রণ বলে, যে ব্রণ হইতে মাংসধাবন-যূষ সদৃশ স্রাব নিঃসৃত হয় তাহাকে মাংসগত ব্রণ বলিয়া বুঝিতে হইবে, যে ব্রণ হইতে মঞ্জিষ্ঠা, শোণিত কিংবা কষায় তুল্য স্রাব নিঃসৃত হয় তাহাকে শিরাশ্রিত ব্রণ বলা হইয়া থাকে। যে ব্রণ হইতে যব নিষ্কাথ সদৃশ স্রাব নির্গত হয় তাহাকে স্নায়ু আশ্রিত ব্রণ বলা হইয়া থাকে। যে ব্রণ হইতে শুক্লবর্ণ পিচ্ছিল ও অল্প পরিমিত স্রাব নিঃসৃত হয় তাহাকে সন্ধিগত ব্রণ বলিয়া অবগত হইতে পারা যায়। যে ব্রণ হইতে জলফেণ সদৃশ স্রাব নিঃসৃত হয় তাহাকে ধমনীগত ব্রণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, যে ব্রণ হইতে তুষার সদৃশ কিংবা হরিদ্রাভ স্রাব নিঃসৃত হয় তাহাকে অস্থিগত ব্রণ বলিয়া বুঝিতে হইবে, যে ব্রণ হইতে তিলকল্ক, মদ্য বা তৈলাভ কিংবা মজ্জা মিশ্রিত স্রাব নির্গত হয় তাহাকে মজ্জাগত ব্রণ বলিয়া জানিতে হইবে তদ্ভিন্ন যে মর্ম্মের যেরূপ স্থান তাহার স্রাব ও তদাত্মক বুঝিতে হইবে। মজ্জাগত ব্রণের আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে উহাতে অত্যন্ত বেদনা বিদ্যমান থাকে। বারণগণের যে ইন্দ্রিয় যে ভাবাপন্ন, সেই ইন্দ্রিয় জাত ব্রণের স্রাব ও সেই ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

মাতঙ্গগণের পূর্ব্বোল্লিখিত অধিষ্ঠানকে 'দুরধিষ্ঠান' এবং 'স্বধিষ্ঠান ভেদে আর ও দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ দুরধিষ্ঠানের বিষয়ই বর্ণিত হইতেছে মাতঙ্গগণের শুণ্ডে, মর্ম্মস্থানে, কোষ্ঠে, ধমনীতে, অঙ্গ সন্ধিতে, শিরা সমূহে, স্নায়ু মণ্ডলীতে ও অস্থিমাত্রে উৎপন্ন ব্রণকে 'দুরধিষ্ঠানজ' ব্রণ বলে এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থান জাত ব্রণকে 'স্বধিষ্ঠান' ব্রণ আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত 'দুরধিষ্ঠানজ' ব্রণ সমূহকে কি নিমিত্ত তাদৃশ আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে অতঃপর তাহার কারণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন— হে নরনাথ, মর্ম্মাধিষ্ঠিত ব্রণ সমূহে অসংখ্য উপদ্রব বিদ্যমান থাকে, সুতরাং উহা একান্ত ক্লেশপ্রদ হয়। ধমনীজ ব্রণ, নিরন্তর অভ্যবহার নিবন্ধন দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। রক্তক্ষরণ নিবন্ধন শিরাজাতব্রণ ক্লেশপ্রদ এবং অঙ্গসঞ্চালনে একান্ত ক্লেশ হয় বলিয়া সন্ধিদেশ জাত ব্রণ কষ্টদায়ক হয়। স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে সামর্থ্যের অভাব নিবন্ধন শুণ্ডজাত ব্রণ বারণগণের সাতিশয় দুঃখকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্নায়ুজাল আকুল ভয়ে স্নায়ুজাত ব্রণ নিরতিশয় ক্লেশকর হইয়া থাকে। 'সমান' বায়ুর প্রকোপ বিদ্যমান থাকে বলিয়া কোষ্ঠজ ব্রণ দুশ্চিকিৎস্য। অস্থিজ ব্রণ;

মাংস ও স্নেহ (চর্ব্বী) বর্জ্জিত বলিয়া স্ফীত হইয়া উঠিতে পারেনা বটে কিন্তু একান্ত ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকে। সেইরূপ মাতঙ্গগণের মজ্জাশ্রিত ব্রণ হইতে অত্যন্ত মজ্জক্ষরণ হয় বলিয়া উহা ও দুঃখপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

হে নরেশ্বর, গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অনুসারে লক্ষণ সমূহদ্বারা মাতঙ্গদেহ জাত ব্রণের আত্মা বা স্বরূপ 'সুচিকিৎস্য' 'অচিকিৎস্য' 'এবং দুশ্চিকিৎস্য' ভেদে ত্রিবিধ নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে ব্রণ, পদ্ম পলাশের ন্যায় ঈষৎ রক্তাভ, লাজ (খৈ) গন্ধযুক্ত, ব্রণোপদ্রব বিহীন এবং স্বধিষ্ঠান (সুস্থানজাত), তাহা সুচিকিৎস্য। যে ব্রণ বাত পিত্তাদি দ্বারা দূষিত, কঠিন বৃহৎ, সশল্য, বিষকোশ ও অগ্নিসংস্থান, দুরধিষ্ঠান (মর্ম্মাদি স্থানজাত), অতিস্থূল কিংবা অতিকৃশ মাতঙ্গদেহে বিদ্যমান পরুষ, কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ তাহা দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে ব্রণে দুশ্চিকিৎস্য ব্রণের লক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকিয়া অপ্রীতিকর বা অপ্রশস্তগন্ধ বর্ত্তমান থাকে এবং যাহা নবোদিত সূর্য্য, ইন্দ্রধনু কিংবা ময়ূর-কণ্ঠবর্ণ, তাহা অচিকিৎস্য, কারণ তাহাতে কোন প্রকার চিকিৎসাই সফলতা দানে সমর্থ হয় না।

হে অঙ্গনাথ, মাতঙ্গগণের ব্রণগত শল্য ও গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে শারীর এবং বাহ্য ভেদে দ্বিবিধ, তাহার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ করুন-ব্রণের অভ্যন্তরে যে তৃণ কাষ্ঠ লৌহ প্রভৃতি বহিঃ পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে ব্রণাশ্রিত বাহ্য শল্য আখ্যা প্রদান করা যায় পক্ষান্তরে ব্রণের অভ্যন্তরে যে অস্থি, পূয়, রক্ত, মাংস (পচা) স্নায়ু ও শিরা বর্ত্তমান থাকে তাহাকে 'শারীর শল্য' আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

হে নরেশ্বর পূর্ব্বেই ব্রণ উপদ্রব নিদান ও পঞ্চবিধই পঠিত হইয়াছে। এই ক্ষণে বিভিন্নগন্ধ বর্ণ স্রাব ও আকৃতি দ্বারা বাতাদি বিভিন্ন শারীর উপাদানের বিকার নির্ণয়ের উপায় বর্ণিত হইতেছে—যে ব্রণে মল মূত্র বা বসার (চর্ব্বীর) গন্ধ বিদ্যমান থাকে, যাহা দেখিতে পরুষ ও কৃশ এবং যাহা হইতে প্রভূত পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ স্রাব নির্গত হয়, সেই ব্রণ বাত-প্রকোপ জনিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে ব্রণের বর্ণ, শুষ্কহরিদ্রা কাচ কিংবা ময়ূর কণ্ঠের বর্ণের অনুরূপ, যাহা হইতে তাদৃশ বর্ণযুক্ত কিংবা কষায় গৈরিক তুল্য স্রাব নির্গত হয়, যাহা সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, যাহাতে অত্যন্ত বেদনা এবং তিক্ত অম্ল ও দূষিত শবের গন্ধ বিদ্যমান থাকে, তাহা পিত্ত বিকার জনিত ক্ষত বলিয়া জানিবেন। যে ব্রণ, স্ফীত স্তব্ধ গুরু শীতল এবং অভ্যন্তরে পিটকা (স্ফোট,) বা

(ফোঁড়া) যুক্ত, যাহা হইতে পিচ্ছিল জলবৎ স্রাব কিংবা পূয় নির্গত হয়, যাহাতে গভীর বেদনা প্রভূত তাপ ও কণ্ডূ (চুলকানি) ও তাহার অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকে এবং যাহার গন্ধ গলিত মৎস্য ও মাংসের গন্ধের অনুরূপ তাহা কফ বিকার জনিত ক্ষত বলিয়া জানিতে হইবে। যে ব্রণ হইতে কুলথ (কুর্ত্তিকালাই) কিংবা গভীর রক্তবর্ণ স্রাব অথবা গৈরিকবৎ রক্তাভ বসা নিঃসৃত হয়, যাহাতে সন্তাপ দাহ ও গভীর বেদনা বর্ত্তমান থাকে, তাহা রক্ত বিকারজ ব্রণ বলিয়া জানিতে পারা যায়। যে ব্রণে দৈহিক উপাদান বাত পিত্তাদির বিকারের স্ব স্ব লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তাহাকে সন্নিপাত বিকার জনিত ব্রণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে ব্রণ, শুক্লবর্ণ শীতল ও মৃদু যাহা হইতে বসা কিংবা মজ্জাস্রাব নিঃসৃত হয় এবং যাহাতে পক্ষি-নীড় গন্ধ বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে মেদো বিকার জনিত ব্রণ বলে। হে নরনাথ, ইহাই বাত পিত্তাদি ষড়্‌বিধ দৈহিক উপাদানের বিকার জনিত ব্রণের লক্ষণ কথিত হইল।

হে অঙ্গেশ্বর, আমি অতঃপর আরোহীর ত্রুটিবশতঃ মাতঙ্গদেহে উৎপন্ন ব্রণ রোগের নিদান বর্ণনা করিব। হে নরেশ্বর, যখন আরোহী, মাত্রা অতিক্রম পূর্ব্বক আরূঢ় মাতঙ্গকে কর্ম্মে নিয়োগ করেন কিংবা আরোহীর অজ্ঞান বশতঃ অথবা অস্বাভাবিক ব্যায়াম নিবন্ধনও বারণগণের দেহে ব্রণের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়।

অনন্তর বারণ দেহে হস্তি-চিকিৎসকের অপরাধ জনিত ব্রণোৎপত্তির নিদান বর্ণিত হইতেছে। হে নরনাথ, যখন চিকিৎসক অজ্ঞান কিংবা অসাবধানতা বশতঃ ব্রণ চিকিৎসায় দূষিত রস রক্তাদি নিঃসৃত হইবার অগ্রেই ব্রণের প্রতীকার করিয়া থাকেন কিংবা রুগ্ন মাতঙ্গ স্বয়ংই কাম, ক্রোধ বা ভয় বশতঃ ত্রুটি করিয়া বসে তখন তাদৃশ ত্রুটির ফলে মাতঙ্গ দেহে অভিনব ব্রণের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়।

অতঃপর প্রতিপালকের ত্রুটিবশতঃ বারণ দেহে ব্রণোৎপত্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। হে অঙ্গনাথ, যখন প্রতিপালক, অজ্ঞান বা মোহবশতঃ সাতিশয় শীতাতপ তুষারাদি মধ্যে আহারাদি সংগ্রহের নিমিত্ত বারণগণকে একান্ত পরিশ্রমে নিয়োগ করে তখন তাদৃশ ত্রুটির ফলে বারণগণের দেহে উপাদানের বিকার বশতঃ ব্রণের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়।

হে নরনাথ, চিকিৎসক এবং মাহুতের ত্রুটিবশতঃ মাতঙ্গদেহে বিভিন্ন প্রকার উপাদানের বিকার বশতঃ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃত্ত চতুষ্কোণ প্রভৃতি বিবিধপ্রকার ব্রণের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। হে অঙ্গেশ্বর, যে কারণে মাতঙ্গগণের স্বাধীনতার লীলাভূমি অরণ্য প্রদেশে ব্রণাদি রোগের উৎপত্তি হয় না, তাহা আমি

বনানুচরিত অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি। আগন্তুক কারণে আরণ্য বারণগণের দেহে ব্রণোৎপত্তি হইলেও স্বভাব, আজন্ম সিদ্ধ অভ্যাস, জলপান, ধূলিক্রীড়া প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকেই তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে। মাতঙ্গগণের দেহমাংস সচ্ছিদ্র, কোমল এবং মেদোযুক্ত এই নিমিত্ত উহাদিগের দেহে ব্রণ জন্মিলে তাহা সহজেই প্রায়শঃ বিস্তীর্ণ ও কোশ বদ্ধ হইয়া থাকে। 'দন্তনাড়ী' বা নালী চিকিৎসার উপক্রমে তাহার বিস্তৃত হেতু সমুদয় বর্ণনা করিব।

হে অঙ্গনাথ, বারণগণের ব্রণ, শুদ্ধ, অশুদ্ধ ও সংরূঢ় প্রধানতঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে জিহ্বাতল সদৃশ কিংবা পদ্মপলাশাভ লাজগন্ধযুক্ত ব্রণোপদ্রব বিহীন ব্রণকে 'শুদ্ধ ব্রণ' বলে। পক্ষান্তরে যে ব্রণ 'শুদ্ধ' ব্রণের বিপরীত গুণ-গন্ধ-বর্ণ স্রাব ও আকৃতিযুক্ত তাহাই 'অশুদ্ধ' ব্রণ বলিয়া জানিতে হইবে এবং মাতঙ্গগণের যে ব্রণ প্রতীকারোন্মুখ, নিরুপদ্রব, ঈষৎসঞ্জাত লোমাবলী ও বিশুদ্ধ ত্বক্‌সদৃশ-বর্ণ বিশিষ্ট তাহাকে 'সংরূঢ় ব্রণ' আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। হে নরেশ্বর, ত্রিবিধ স্বরূপ বিশিষ্ট ব্রণের উপক্রমও শোধন, রোপণ এবং সবর্ণীকরণ এই ত্রিবিধই জানিবেন—তন্মধ্যে 'অশুদ্ধ স্বরূপ' ব্রণ শোধন যোগ্য, শুদ্ধস্বরূপ ব্রণ রোপণ দ্বারা প্রতিকার্য্য এবং সংরূঢ় ব্রণ সবর্ণীকরণ দ্বারা নিঃশেবিত হইয়া থাকে।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, ব্রণ প্রতীকারার্থ অবলম্বনীয় উপায়ের প্রকৃতি ও আয়সী, ঔষধী এবং নির্ব্বাপণী এই ত্রিবিধ। তন্মধ্যে প্রথমোল্লিখিত আয়সী প্রতিক্রিয়া, শাস্ত্র যন্ত্র এষণী এবং সূচিভেদে চতুর্ব্বিধ। উল্লিখিত আয়সী প্রতিক্রিয়া চতুষ্টয়ের মধ্যে শস্ত্রকর্ম্ম, ছেদন, ভেদন, লেখন, বিস্রাবণ এবং দালন এই পঞ্চ প্রকার। এষণী দ্বারা ব্রণ অন্বেষণ ও ব্রণের বিবিধ স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। সূচি, গজদন্তাকৃতি গোলাকৃতি ও ত্রিকোণ এই ত্রিবিধ শস্ত্রাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; নাগদন্ত সূচিদ্বারা অস্থি আশ্রিত ব্রণ, ত্রিকোণ সূচি দ্বারা মাংসজ ব্রণ এবং বৃত্ত বা গোলাকৃতি সূচিদ্বারা, ত্বক্‌স্নায়ু ও ধমনীস্থ ব্রণের সীবনাদি সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। কার্পাসাদি সূত্র স্নায়ু ও শণ প্রভৃতি দ্বারা সাধারণতঃ সীবন কার্য্য (শেলাই) করা হয়। যন্ত্র নানাবিধ। 'বৃদ্ধিপত্র' যন্ত্রদ্বারা বারণগণের ব্রণ ছেদন ও ভেদন কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, 'মণ্ডলাগ্র' যন্ত্রদ্বারা বারণগণের ব্রণ লেখন করা কর্ত্তব্য, এবং 'ব্রীহিমুখ' যন্ত্রদ্বারা মাতঙ্গগণের ব্রণ পাটন ও স্রাবণ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বারণগণের ব্রণের 'এষণী' সাধারণতঃ দৃঢ়া যথাসম্ভব মৃদু, গণ্ডূষাদ-মুখী এবং ত্রিংশত অঙ্গুলি পরিমিত হওয়া উচিত। উহা সুবর্ণ রজত তাম্র লৌহ কিংবা শৃঙ্গনির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক, দন্ত অস্থি বেণু কিংবা কাষ্ঠ নির্ম্মিত এষণী একান্ত বিপত্তিজনক বলিয়া

কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে অঙ্গনাথ, ইহাই বারণগণের পৃথক পৃথক অষ্টবিধ ব্রণোপক্রম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

হে নরেশ্বর, বারণগণের ব্রণের যাদৃশ অবস্থায় 'আয়সী' প্রতিক্রিয়া (শস্ত্রোপচার) আবশ্যক তাহা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুণ— মাতঙ্গগণের যে ব্রণ বা স্ফীতস্থান প্রলেপদ্বারা প্রতিকৃত না হয়, তাহা হইতে রক্তস্রাবণ এবং পক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিদারণ, বিষমপাকে দালন এবং বহুলোষ্ট ব্রণের লেখন করা বিধেয়। তদ্ভিন্ন গণ্ড দেশজাত উদ্‌গত ব্রণের সর্ব্বত্র আচ্ছেদনই হিতকর। বিজ্ঞ চিকিৎসক, এইরূপ বিচারপূর্ব্বক যাদৃশ অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া বিহিত হইল সেই অবস্থায় তাদৃশ প্রতীকার অবলম্বন করিবেন কিন্তু দ্বিবিধ শল্যের যন্ত্রদ্বারা আহরণ করা কর্ত্তব্য। মাতঙ্গগণের যে কোনও অঙ্গ হইতেই হউক না কেন সদ্যো বিদীর্ণ হইয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ সূচি দ্বারা সেইস্থান সম্যক্ রূপে সীবন করা কর্ত্তব্য। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ, বক্র এবং ঊর্দ্ধভাবে অস্থিগত ব্রণে, শিরা ও মর্ম্মগতব্রণে অসাবধানভাবে কদাপি শাস্ত্রোপচার করিবেন না। যন্ত্রাঘাত শরাঘাত কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের দন্তাঘাত দ্বারা মাতঙ্গগণের দেহ মাংস মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ব্রণ উৎপন্ন হয় তাহা কিঞ্চিৎ মর্ম্মগত হইলে, প্রয়োজন বোধ করিলে বিজ্ঞ চিকিৎসক মর্ম্ম সংরক্ষণ পূর্ব্বক অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন। হে নরেশ্বর, ইহাই মাতঙ্গগণের ব্রণ প্রতীকারের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট উপায়।

হে অঙ্গনাথ, আয়সী (অস্ত্র) চিকিৎসার প্রারম্ভে বলি হোম পূজা প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত শান্তি কার্য্য যথাবিধি সম্পাদন পূর্ব্বক শস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত। ব্রণ শোধন ও রোপণ ওষধি দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে উক্ত শোধন ও রোপণ ক্রিয়া বর্ত্তি, কাষায়, কল্ক ঘৃত তৈল রস চূর্ণ ধূপ প্রভৃতি পৃথক অষ্টবিধ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুরূপ অপর আর এক প্রকার উপক্রমবিধি অতঃপর বর্ণনা করিব।

ঔষধের সাহায্যে বারণগণের ব্রণ প্রতীকারের উপায় ত্রয়োবিংশতি প্রকার যথা বিলায়ন, পাবন, ভেদন, পীড়ন, সাদন, উৎপাদন, কৃমিহনন, লেপ স্বেদ অগদ প্রয়োগ, ক্ষার প্রয়োগ, মৃদুকরণ বিদারণ, বৃংহণ, অপকর্ষ, সন্ধান, শিশির ক্রিয়া শোণিত স্থাপন, কণ্ডূহনন ধাবন, প্রসাদন, সবর্ণী করণ ও বন্ধকল্প এই ত্রয়োবিংশতি প্রকার। মাতঙ্গগণের ব্রণের যাদৃশ অবস্থা ভেদে যে প্রকার প্রতিক্রিয়া কর্ত্তব্য তাহা অতঃপর লিখিত হইতেছে। বারণগণের স্ফীত স্থানে দাহ বিদ্যমান না থাকিলে প্রলেপাদি দ্বারা তাহা বিলীন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পক্ষান্তরে যদি স্ফীতস্থানে দাহ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে ব্রণ পাকিবার উদ্দেশ্যে ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং পাক সুনিশ্চিত হইলে তাহা বিদারণ, শোধন ও রোপণ করা কর্ত্তব্য। স্বাভাবিক দেহবর্ণযুক্ত, কঠিন পরুষ, অল্প সন্তাপযুক্ত এবং স্তব্ধ ব্রণকে আম বা অপক্ক বলিয়া জানিতে হইবে। বিবর্ণ অনতি কঠিন সন্তাপ ও বেদনাযুক্ত ব্রণকে বিজ্ঞ চিকিৎসক, দাহযুক্ত বলিয়া জানিবেন। সর্ব্বাংশে মৃদুতা, শীতলতা, পাণ্ডুতা, শীর্ণ রোমতা এবং বেদনা নিবৃত্তিই পক্ক ব্রণের লক্ষণ। দুষ্ট, কৃশ অতিভীরু মাতঙ্গের সংবৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গজাত সূক্ষ্ম কিংবা অনতিপক্ক ব্রণ সমুদয় ভেদনীয় এবং ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। শিরা মর্ম্ম সমাশ্রিত কিংবা সন্ধিজ ভীষণ বেদনাযুক্ত ব্রণের পীড়ন বিধানে প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। অল্প দোষযুক্ত যে ব্রণ সন্ধান প্রাপ্ত না হয়, কেবল তাহারই সন্ধানীয় উপক্রম দ্বারা সন্ধান করা কর্ত্তব্য। যে ব্রণ, অস্থি কিংবা স্নায়ুগত দোষক্ষীণ, ক্ষুদ্র মুখ, গতিশীল এবং অবক্র, বর্ত্তিশোধন দ্বারা তাদৃশ ব্রণের শোধন করা কর্ত্তব্য। পিচ্ছিল বিস্তৃত, ছিন্ন, দুর্গন্ধযুক্ত, গলিত প্রবল পূতি মাংসযুক্ত ব্রণকে বিজ্ঞভিষক কষায় দ্বারা শোধন করিবেন। পূতিমাংস দ্বারা আবৃত, স্নায়ু-জাল সমাকুল, প্লোতযুক্ত (যাহার মাংস কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়া বাহিরে থাকে) এবং অবদীর্ণ ব্রণের শোধন কল্ক দ্বারা করা কর্ত্তব্য। সেইরূপ অতি প্রকোপ-যুক্ত, গভীর সাতিশয় বেদনাযুক্ত, সংবৃত রক্তস্রাবযুক্ত ব্রণের শোধন গব্য ঘৃত দ্বারা হইয়া থাকে। যে ব্রণ ক্ষীণদোষ, অল্প বেদনাযুক্ত মৃদু হইয়া সহসা সম্পূর্ণরূপে প্রতিকৃত না হয়, তিল তৈল দ্বারা তাহার শোধন করা আবশ্যক। মাতঙ্গগণের যে ব্রণে প্রাগ্‌দুষ্ট স্নায়ু কিংবা মাংস অপনীত করা না হয়, তাদৃশ ব্রণের কষায় দ্বারা বা চূর্ণ শোধন করা কর্ত্তব্য। মাতঙ্গগণের যে ব্রণ পূতিমাংস, স্রাবযুক্ত ও উত্তান, রসপ্রক্রিয়া দ্বারা তাহার শোধন করা কর্ত্তব্য। মাতঙ্গ-গণের যে সকল ব্রণের স্রাব বহু দোষযুক্ত, তাহার পুনঃপুনঃ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য এবং যে ব্রণে অত্যন্ত কণ্ডূ বিদ্যমান থাকে, তাহাতে কণ্ডূনাশিকা প্রক্রিয়া করা বিধেয়। মাতঙ্গগণের যে ব্রণ গতিশীল কঠিন দূষিত-মাংসাঙ্কুর-যুক্ত এবং যাহাতে সর্ব্বদা ভেদ ও কণ্ডূ বিদ্যমান থাকে ক্ষারোপচার দ্বারা তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। যে ব্রণ হইতে সমধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহার শোণিত স্থাপন প্রতিক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং যে ব্রণে কৃমি সমুদয় বিদ্যমান থাকিয়া ক্ষত মধ্যে দংশন করিতে থাকে, কৃমিনাশক ঔষধ-দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করা উচিত। সেইরূপ বারণগণের উৎসন্ন ক্ষত রোগের

"সাদ" প্রতিক্রিয়া এবং 'সন্ন' ক্ষতরোগের উৎসাদন প্রতিক্রিয়া একান্ত বিধেয়। সেইরূপ মৃদুব্রণের কাঠিন্য এবং কঠিনব্রণের কোমলতা, উষ্ণদোষযুক্ত ব্রণের শীতলতা এবং শৈত্য দোষযুক্ত ব্রণের স্বেদ বিধানে চিকিৎসা করা একান্ত বিধেয়।

হে নরেশ্বর, মাতঙ্গগণের দেহ মাংস অত্যন্ত মেদোযুক্ত এই নিমিত্ত সহসা উহাদিগের দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়া থাকে এবং যখন বায়ু প্রকোপযুক্ত স্থানে জাতব্রণ কিছুতে অন্তর্হিত না হয়, তখন যথাবিধি ধূমদান প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার প্রতীকার করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্থূল দেহ বারণগণের মাংস বহুল দেহে ব্রণ উৎপন্ন হইলে তাহা সহসা প্রতিকৃত হয় না এই নিমিত্ত তাহাদিগের ব্রণমাংস অপকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে ক্ষীণদেহ বারণগণের শরীরে ব্রণ উৎপন্ন হইলে তাহা সহসা প্রকটিত হয় না এই নিমিত্ত যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার বৃংহণ (উপচয় বা বৃদ্ধি) করা কর্ত্তব্য। মাতঙ্গগণের যে সকল ব্রণ বায়ু বিকারাদি ষড়বিধ দোষ, বিবর্জ্জিত এবং জিহ্বাতল সদৃশ, তাদৃশ শুদ্ধ ব্রণের চিকিৎসা, বিজ্ঞচিকিৎসক 'রোপণ' বিধানে করিবেন। তন্মধ্যে অল্পদোষযুক্ত অল্পস্রাবযুক্ত গতিশীল বেদনা বিহীন উদ্‌গতব্রণের চিকিৎসা 'বর্ত্তি' সংরোপণ' বিধানেই করা কর্ত্তব্য। বারণগণের যে ব্রণ, কোমল মাংসে অবস্থিত, নিম্ন অসমতল অল্প ও বেদনা বিহীন এবং যাহা দীর্ঘকালেও নিঃশেষিত না হয়, কষায় দ্বারা তাদৃশ ব্রণের প্রতিবিধান করিবে। যে ক্ষুদ্র ব্রণ, পাকিতে পাকিতে বিস্তার লাভ করে এবং বসার (দেহস্থ চর্ব্বীর) প্রাচুর্য্য নিবন্ধন প্রশমিত না হয়, তাদৃশ ব্রণ মাংসেই হউক বা চর্ম্মেই হউক কল্কদ্বারা তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। যে ব্রণ, নিম্ন ঈষৎ স্রাবযুক্ত কিঞ্চিৎ পিত্ত সমন্বিত এবং যাহা কাঠিন্য নিবন্ধন সুদীর্ঘকালেও প্রশমিত না হয়, ঘৃতদ্বারা তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। বারণগণের যে ব্রণে কোন ও প্রকার উপদ্রব বিদ্যমান না থাকে, যাহা স্নিগ্ধ এবং অতি স্নেহ (চর্ব্বী) নিবন্ধন প্রশমিত না হয়, তাদৃশ কঠিন মাংস-যুক্ত ব্রণের প্রতীকারার্থ চূর্ণক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। মাতঙ্গগণের অঙ্গ-সন্ধিজাত, মৃদু-মাংসযুক্ত যে ব্রণ, রসাধিক্য নিবন্ধন দীর্ঘকালেও প্রশমিত না হয়, তাদৃশ ব্রণের চিকিৎসা রসক্রিয়া দ্বারা করা কর্ত্তব্য। হে অঙ্গেশ্বর, মাতঙ্গগণের যে ব্রণ বাত ও শ্লেষ্মার প্রাবল্য নিবন্ধন সর্ব্বদা ক্লেদযুক্ত থাকে, তাদৃশ ব্রণের প্রতীকারার্থ বাত ও শ্লেষ্মার পৃথক্ পৃথক্ বিকার-প্রতিকারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হে, নরনাথ, শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ, মাতঙ্গগণের উভয় বিধ ব্রণেই পূর্ব্বোক্ত অষ্টবর্গে উল্লিখিত ঔষধ কিংবা বর্ত্তি প্রভৃতি যথা যথভাবে প্রয়োগ করিবে।

হে নরেশ্বর, মাতঙ্গগণের শিরা-অস্থি-স্নায়ু-কোষ্ঠ এবং অঙ্গসন্ধি সমূহে যে সকল ব্রণ উৎপন্ন হইয়া গম্ভীর স্থূল অসমতল এবং অবগাঢ় হয়, তাদৃশ ব্রণের প্রতীকারার্থ বন্ধনাদি করা আবশ্যক ; কারণ বন্ধনদ্বারা ব্রণ শোধিত হইয়া থাকে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, মাতঙ্গগণের ব্রণ বন্ধন, সম, গাঢ় ও শিথিল ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে কণ্ঠে মেঢ্রে নাভিদেশে, পার্ষ্ণিদেশে (পায়েরগোড়ালীতে), গ্রীবায়, উভয় পার্শ্বে এবং উদরে সম বন্ধন করা আবশ্যক, মস্তকে 'গাঢ়' বন্ধন কর্ত্তব্য, কটিদেশে, কক্ষে পিণ্ডকে (জানুর নিম্নস্থ মাংস পিণ্ডে), চিবুকে, পৃষ্ঠদেশে, মলদ্বারে, কণ্ঠে, উভয় বাহুতে, স্কন্ধে এবং মেরুদণ্ডে ও গাঢ় বন্ধন করা আবশ্যক। যে ব্রণ, সন্তাপযুক্ত ও রক্তপিত্তের প্রাবল্য নিবন্ধন দূষিত, বিষ দূষিত কিংবা বিসর্পী তাহাতে বন্ধন প্রশস্ত নহে। যে বিচক্ষণ চিকিৎসক 'বন্ধ' ও 'অববন্ধ' সম্যকরূপে অবগত আছেন, তিনিই বারণগণের ক্ষতবন্ধন করিবেন। ফলতঃ ক্ষতবন্ধন একান্ত শিথিল কিংবা একান্ত দৃঢ় হওয়া উচিত নহে; কারণ দৃঢ়বন্ধন দ্বারা পীড়ন না করিলে তাদৃশ ক্ষত সহজেই শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে দৃঢ়বন্ধন দ্বারা ক্ষত মধ্যে দূষিত পিত্ত সঞ্চিত হয়। সম্যক্ বন্ধন দ্বারা ক্ষত মধ্যে ঔষধ দীর্ঘকাল রাখিতে পারা যায় এবং ক্ষতমুখে অবস্থিত বাত ও শ্লেষ্মা প্রশমিত হয়। মাতঙ্গগণের ক্ষত সায়ংকালে শোধন পূর্ব্বক তাহা রোপণ ও প্রতিকারক ঔষধ দ্বারা বন্ধন করিলে সম্যক্ ফল দর্শে। হেমন্ত, শীত ও বসন্তকালে মাতঙ্গগণের দাহজ ক্ষত মুক্ত করিয়া রাখা উচিত। কিন্তু গ্রীষ্ম বর্ষা ও শরৎ ঋতুতে দুই তিন দিন পরে পরে ক্ষত মুক্ত করিয়া দিবে। বন্ধন-বিচক্ষণ চিকিৎসক, কার্পাস বস্ত্র, ক্ষৌম বস্ত্র, কৌষেয় বস্ত্র, তরুত্বক্, তাম্রপাত, লৌহপাত প্রভৃতি যথালাভ দ্রব্য দ্বারা মাতঙ্গগণের ব্রণ বন্ধন করিবেন। যে যে দ্রব্য দ্বারা মাতঙ্গগণের যে যে ক্ষত যাদৃশ বন্ধন দ্বারা বাঁধা কর্ত্তব্য বিজ্ঞ- চিকিৎসক, তাদৃশ বন্ধন দ্বারা সেই সেই ক্ষত বন্ধন করিবেন। হে অঙ্গেশ্বর ইহাই মাতঙ্গগণের ক্ষতবন্ধন বিধি আপনার নিকটে কীর্ত্তিত হইল। মাতঙ্গগণ স্বভাবতঃই শীত সেবায় অভ্যস্ত, সুতরাং বন্ধন তাপে উহাদিগের সচ্ছিদ্র মাংস জাত ব্রণ প্রতীকারের পরিবর্ত্তে বিস্তৃতি লাভই করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ, মাতঙ্গগণের স্বেদ সাধ্য ব্রণ সমুদয়ই বন্ধন করিয়া থাকেন। শুষ্কতা প্রাপ্ত কিংবা প্রতিকৃত হইয়া ও যে ব্রণ, বাতাদির প্রকোপ বশতঃ বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হয়, চিকিৎসকগণ, ঔষধ দ্বারা তাদৃশ ব্রণের বর্ণ স্বাভাবিক করিতে যত্ন করিবেন। হে নর নাথ, গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহাই মাতঙ্গগণের ব্রণ প্রতীকারের উপায় অবধারিত হইয়াছে।

ব্রণ বিলাক্কন-চিকিৎসা।

হে নরেশ্বর, উল্লিখিত উপক্রম বা উপায় সমুদয়ের মধ্যে যে উপায় সুপ্রযুক্ত হইলে যাদৃশ ক্ষত প্রতিকৃত হইয়া থাকে, তাহা বিভাগ ক্রমে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুণ ঃ—

১। কাকাদনী (কালিয়া কড়া)
২। শুকনাশা (আলকুশী)
৩। অপামার্গ তণ্ডুল (আপাঙ্ বীজের শাস)
৪। রোহিষ (কতৃণ)
৫। অহিংস্রা (কুলে খাড়াগাছ)
৬। বরণ (বর্ণ্যা) ছাল
৭। বিল্বছাল
৮। কুষ্ঠ (কুড়)
৯। পুনর্ণবা
১০। শার্ঙ্গষ্টা (কাকমাচী, গুড়কামাই)
১১। আরগ্বধ (শোণাল) ছাল
১২। কালা (কালজ.রা)
১৩। বৃহতী
১৪। দেবদারু
১৫। কপিত্থ (কদ্‌বেল গাছের ছাল)
১৬। চিত্রক বা (চিতৃক)
১৭। তগর (তগর পাদুকা লতা)
১৮। অশ্মন্তক (অম্লকুচাই)
১৯। অক্ষিক (রঞ্জন পুষ্পবৃক্ষ, আঁচ ফুলের গাছের ছাল)
২০। মেদা
২১। কৃষ্ণ গন্ধা (সাজিনা ছাল)
২২। হরিদ্রা
২৩। তাল পত্রিকা (তাল মূল)
২৪। ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়া)
২৫। নীল পুষ্পী
২৬। শতপুষ্পা (শল্‌ফা)
২৭। ত্রিকণ্টক (তেকাঁটা)
২৮। কদর (পাপ্‌ড়িখয়ের)
২৯। সোমল্ক (বাবলাছাল)
৩০। কুবেরাক্ষী (পেটারী গাছ)
৩১। অস্থিরোহিণী (হাড়জোড়া)
৩২। তালপত্রী (ইন্দুরকাণী)
৩৩। নিচুল (স্থূল বেতস)

উল্লিখিত ত্রয়স্ত্রিংশদ বিধ ঔষধ দ্রব্যের মধ্যে যথা লাভ দ্রব্য দ্বারা প্রলেপ দিলে মাতঙ্গগণের মন্দোদ্‌গত ব্রণ কিংবা স্ফীতস্থান বিলয় প্রাপ্ত হয়।

ব্রণ পাচন চিকিৎসা।

(পাকার ঔষধ)

(১)

১। কুলথ (কুর্ত্তিকলাই) ৮। এরণ্ড বীজ
২। যব ৯। শণ বীজ
৩। গোধুম (গম) ১০। কার্পাস বীজ
৪। মাষ ১১। মূলক বীজ (মূলার বীজ)
৫। কিণ্ব (মদের সিটা) ১২। সর্ষপ
৬। অতসী (তিসি)
৭। তিল ২ মাত্রা

জলসহ উত্তমরূপে বাটিয়া জ্বাল করিবে এবং তদ্দ্বারা ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিলে বারণগণের ব্রণ অবিলম্বে পাকিয়া উঠে।

১। কিণীহি (আপাঙ) ৫। তগর (তগর পাদুকা)
২। চিত্রক (চিতা) ৬। মাতুলঙ্গ (ছোলঙ্গ জাম্বুরা)
৩। নিকুম্ভ (দন্তী) ৭। ত্রিবৃতা (তেউড়ী লতা)
৪। দেবদারু ৮। গো মূত্র

প্রথমোক্ত অষ্টবিধ ঔষধ দ্রব্য গো মূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মাতঙ্গগণের স্ফীত স্থান পাকিয়া উঠে।

১। করবীর মূল ৪। লাঙ্গলী (বিষ লাঙ্গলা)
২। উচ্চটা মূল ৫। হরিতাল
৩। ধূস্তুর মূল (ধুতরার মূল) ৬। শুক্র গো মূত্র

প্রথমোক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্য (৬ষ্ঠ) গো-মূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বারণগণের স্ফীতস্থান পাকিয়া উঠে।

১। চিত্রক (চিতা) ৮। স্বুবর্ণ ক্ষীরিণী (শেয়াল কাঁটা)
২। চিরবিল্ব (নক্তমাল, করঞ্জ) ৯। স্নুহী ক্ষীর (মনসা সিজের আঁটা)
৩। কোশাতকী ফল ১০। অর্ক ক্ষীর (আকন্দের আঁটা)
৪। মুষ্কক (ঘণ্টাপারুল) ছাল ১১। পীলুক (পীলু ছাল)
৫ শৃঙ্গবের (আদা) ১২। সুধা (চূণ)
৬। লাঙ্গলকী (বিষ লাঙ্গলা) ১৩। সুবর্চ্চিকা (সাচ লবণ)
৭। অক্ষ (সৌবর্চ্চল লবণ) ১৪। তুরঙ্গী (অশ্বগন্ধা)

১৫। কট শর্ক্করা (নটে শাক)
১৬। কপোত বিষ্ঠা
১৭। ইন্দুর বিষ্ঠা
১৮। গৃধ্র বিষ্ঠা
১৯। পারাবত (গৃহপালিত)"
২০। অগ্নিক (ভেলা)
২১। গৃহ ধূম (রান্নাঘরের ঝুল)

উল্লিখিত একবিংশতি প্রকার ঔষধ দ্রব্যের প্রত্যেকটিই মাতঙ্গগণের ব্রণ বেধন কার্য্যে পর্য্যাপ্ত। তদ্ভিন্ন কাকনাসা ক্ষার কিংবা বিট খদির (গুঁয়ে বাবলার) ক্ষার দ্বারা শস্ত্র প্রয়োগ ব্যতিরেকেও বারণগণের ব্রণ বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

১। শল্লকী (শিমুল) ছাল
২। শল্লকী ছাল
৩। গোজী (শ্যাওরা গাছের) ছাল
৪। কণিকার ছাল
৫। ধন্বন (ধামনি গাছের) ছাল
৬। মধূক (মহুয়া)
৭। অশ্মন্ত (অম্ল কুচাই)
৮। কাকোলী
৯। রোহিষ (কতৃণ)
১০। ধাতকী (ধাইফুল)
১১। মধুক (যষ্টিমধু)
১২। মধুপর্ণী
১৩। জীবক
১৪। ঋষভক
১৫। বলা (বেড়েলা)
১৬। বিদারী (ভূমি কুষ্মাণ্ড)
১৭। মঞ্জিষ্ঠা

উল্লিখিত সপ্তদশবিধ দ্রব্যের মধ্যে যথালাভ ঔষধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পেষণ পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে বারণগণের ক্ষতের অভ্যন্তরবর্ত্তী দূষিত রক্ত পূয়াদি নিঃসৃত হইয়া থাকে।

ব্রণ সন্ধান চিকিৎসা

হে নরেশ্বর, মাতঙ্গগণের ব্রণ সন্ধানের দ্বিবিধ উপায়, তন্মধ্যে যে যে ঔষধ দ্বারা ব্রণ সন্ধান হইয়া থাকে (জোড়ালাগে) তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন।

১। প্রপৌণ্ডরীক (পুণ্ডরিয়া গাছ)
২। মধুক (যষ্টিমধু)
৩। মঞ্জিষ্ঠা
৪। লোধ
৫। প্রিয়ঙ্গু
৬। কজ্জলী
৭। বোয় ? (ব্যোষ, ত্রিকটু)
৮। পতঙ্গ (রক্ত চন্দন)

এই অষ্টবিধ ঔষধ দ্রব্য দ্বারা ব্রণ সন্ধান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ব্রণ শোধন চিকিৎসা।

(১)

১। দন্তী
২। শ্যামা লতা
৩। যবক্ষার
৪। স্বর্জ্জিকা (সাচিক্ষার)
৫। চিত্রক (চিতা)
৬। সুধা (চূণ)
৭। ক্ষবক (অপামার্গ, আপাঙ্)
৮। শঙ্খিকা (চোর কাঁটা)
৯। কিণ্ব (মদের সিটা)
১০। স্নুহী ক্ষীর (মনসা সিজের আঠা)
১১। অর্ক ক্ষীর (আকন্দ বৃক্ষের আঠা)
১২। লাঙ্গলিকী (বিষ লাঙ্গলা)
১৩। আক্ষিক (রঞ্জন পুষ্প বৃক্ষ, আচ ফুলের গাছের মূল)
১৪। পিপ্পলী

উল্লিখিত চতুর্দ্দশবিধ ঔষধ দ্রব্য মধুসহ প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের ব্রণ বিকার নিঃসৃত হইয়া থাকে।

(২)

১। কৃষ্ণমুষ্কক পত্র (কাল ঘণ্টা-পারুলের পাতা)
২। মহাবৃক্ষত্বক্ (স্নুহীবৃক্ষের ছাল)
৩। দন্তীমূল
৪। অর্কমূল (আকন্দমূল)
৫। লবণ
৬। মকচ্ছমূত্র *
৭। হরিতাশ্মচূর্ণ (তুঁতেরগুড়া)

এই পঞ্চবিধ ঔষধদ্রব্য মকচ্ছমূত্রে বাটিয়া তাহার সহিত তুত্থিয়ার চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের দূষিত ব্রণ শোধিত হইয়া থাকে।

(৩)

১। শোভাঞ্জনমূল (লাল সাজীনারমূল)
২। তিলক্ষার
৩। ইক্ষুরক ক্ষার
৪। ভল্লাতক (ভেলার ক্ষার
৫। যবক্ষার
৬। কুষ্ঠ (কুড়)
৭। অতিবিষা (আতইষ)
৮। দন্তী
৯। কটুকী
১০। তেজোবতী (চৈ)
১১। হরিদ্রা
১২। দারুহরিদ্রা
১৩। সৈন্ধব চূর্ণ

প্রথমোক্ত দ্বাদশ বিধ দ্রব্য ছেঁচিয়া তাহার সহিত ১৩শ সৈন্ধবচূর্ণ মিশ্রিত করিবে এবং মাতঙ্গগণের ক্ষতে প্রয়োগ করিলে তাহার শোধন হইয়া থাকে।

---

* লবণং মকচ্ছমূত্র পেষিতং মূল।

(৪)

১। বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড)
২। করবীরছাল
৩। নক্তমাল
৪। মার্কব ?
৫। সুরসা (তুলসী)
৬। খদির (খয়েরকাষ্ঠ)
৭। দ্বিবিধ নিমছাল
৮। ভাণ্ডী (মঞ্জিষ্ঠা)
৯। জাতী (মালতী ফুলগাছের ছাল)
১০। বট ছাল
১১। তর্কারী (জয়ন্তী) ছাল
১২। আঙ্কোল্ল
১৩। শঙ্খিনী (চোর পুষ্পীলতা
১৪। সপ্তপর্ণ (ছাতিয়ানছাল)
১৫। হরীতকী
১৬। হরিদ্রা
১৭। অশ্বগন্ধা

উল্লিখিত সপ্তদশবিধ ঔষধ দ্রব্যের ক্বাথ মাতঙ্গগণের উত্তম ব্রণ শোধক

(৫)

১। চিত্রক (চিতা)
২। ত্রিবৃতা (তেউড়ী লতা)
৩। দন্তী
৪। শ্যামা (লতা)
৫। লাঙ্গলকা (বিষলাঙ্গলা)
৬। পটোলী (পটোললতা)
৭। কাকজঙ্ঘা
৮। দ্রবন্তী
৯। কৃতবেধনা
১০। হরিদ্রা
১১। নিম্বপত্র
১২। কটুকী
১৩। অজশৃঙ্গী
১৪। অশ্বত্থপত্র
১৫। গব্যঘৃত

(৬)

প্রথমোক্ত চতুর্দ্দশ প্রকার ঔষধ দ্রব্য ছেচিয়া তাহাতে ১৫শ গব্যঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং এই ঔষধ মাতঙ্গদেহস্থ ব্রণের 'কল্ক' শোধন স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১। ত্রিবৃতা
২। শৃঙ্গবের (আদা)
৩। স্নুহী ক্ষীর (মনসা সিজের আঁটা)
৪। অর্ক ক্ষীর (আকন্দের আঁটা)
৫। তেজোবতী (চৈ)
৬। লাঙ্গলকী
৭। কুষ্ঠ (কুড়)
৮। হিংস্রা
৯। চিত্রক
১০। রজনী (হরিদ্রা)

সম্ভবতঃ কাকজঙ্ঘা তাহার ব্রণ নাশকতা গুণ আছে।

১১। সৈন্ধব	১৩। পিপ্পলী মূল
১২। কটুকী	১৪। গব্যঘৃত

প্রথমোক্ত ত্রয়োদশবিধ ঔষধ দ্রব্যের ক্বাথের সহিত ১৪শ গব্যঘৃত পাক করিয়া মাতঙ্গগণের ক্ষত মধ্যে প্রয়োগ করিলে উহা হইতে দূষিত রস রক্তাদি নির্গত হইয়া ক্ষত পরিষ্কৃত হয় এবং উহাকেই 'সর্পিঃশোধন' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে।

১। বৃহতী	৮। সর্ষপ
২। কটুকা (কট্‌কী)	৯। রজনী (হলুদ)
৩। লোধ	১০। পিপ্পলী
৪। মদন ফল	১১। অশ্বগন্ধা
৫। কোশাতকী ফল	১২। মূর্ব্বা লতা
৬। ত্রপুসী (বড় মাকাল ফলের লতা	১৩। পোতা
অভাবে রাখাল শশা)	১৪। চিত্রক
৭। কালা (কালজীরা)	১৫। তিল তৈল

প্রথমোক্ত চতুর্দ্দশবিধ কল্ক দ্রব্যসহ ১৫শ তিল তৈল পাক করিবে এবং এই তৈল প্রয়োগ করিলে বারণগণের দূষিত ব্রণ সমুদয় বিশোধিত হইয়া থাকে।

(ক্বাথ্য দ্রব্য)	৮। কার্পাসী পত্র (কাপাস পাতা)
১। ত্রিফলা	৯। শ্বেত করবী পুষ্প
২। তগর	(প্রক্ষেপ দ্রব্য)
৩। উশীর	১১। কাসীস (হীরাকস চূর্ণ)
৪। হরিদ্রা	১২। মধু
৫। তাল পত্রিকা (মুরামংশী)	১৩। গোমূত্র
৬। মুস্তা (মুথা)	১৪। গোলমরিচ চূর্ণ
৭। দারু হরিদ্রা	

কৃষ্ণ লৌহপাত্রে প্রথমোক্ত দশবিধ দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ১১—১৪শ পর্য্যন্ত ঔষধ প্রক্ষেপ প্রদান করিয়া সুসিদ্ধ করিবে এবং মাতঙ্গগণের ক্ষত মধ্যে প্রদান করিলে উহা বিশোধিত হইয়া থাকে। ইহাকে 'রসক্রিয়া শোধন' বলে।

১। এরণ্ডপত্র	৩। তিল
২। লবণ	৪। ত্রিবৃতা (তেউড়ীলতা)

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য একযোগে প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের বাত দূষি ক্ষত বিশোধিত হইয়া থাকে।

১। হরিদ্রা
২। মধুক (যষ্টিমধু)
৩। তিল
৪। ত্রিবৃতা (তেউড়ী)

এই চতুর্ব্বিধ ঔষধ দ্রব্য একযোগে প্রয়োগ করিলে বারণগণের রক্ত ও পিত্ত দোষ জনিত ক্ষত বিশোধিত হইয়া থাকে।

১। সৈবন্ধব
২। হরিদ্রা
৩। দারু হরিদ্রা
৪। তিল
৫। ত্রিবৃতা [তেউড়ী]
৬। মধুক [যষ্টিমধু]
৭। নিম্বপত্র

এই সপ্তবিধ ঔষধ দ্রব্য একযোগে প্রয়োগ করিলে বারণগণের শ্লেষ্মদূষি ক্ষত বিশোধিত হইয়া থাকে।

১। হরিতাল
২। কিণ্ব (মেদেব সিটা)
৩। স্বর্জ্জিকা [সাচিক্ষার]
৪। মনঃশিলা [মনছাল]
৫। রসাঞ্জন [কজ্জলী]
৬। দন্তী
৭। নিকুম্ভা
৮। অতিবিষা [আতইষ]
৯। ঐরাবণিকা মূল †
১০। লাঙ্গলিকা [বিষলাঙ্গলা মূল]

তুল্যাংশ উল্লিখিত দশবিধ দ্রব্যের চূর্ণ বারণগণের ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে উহা বিশোধিত হইয়া থাকে। ইহাকে 'চূর্ণ শোধন' বলে।

হে অঙ্গেশ্বর, মাতঙ্গগণের ব্রণ লেখনে সাধারণতঃ সৈন্ধব লবণ, ক্ষৌমসূত্র এবং শস্ত্র এই ত্রিবিধ দ্রব্যই অবলম্বিত হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে যাদৃশ ব্রণের প্রতীকারার্থ যাদৃশ লেখন-দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুণ। মাতঙ্গগণের যে ব্রণ কিঞ্চিৎ স্ফীত এবং যাহার প্রান্ত ভাগ কঠিন, শস্ত্রদ্বারা তাদৃশ ব্রণের লেখন ক্রিয়া করিবে ; যে ব্রণ শ্যামবর্ণ কিংবা নীলাভ, সৈন্ধব লবণ-দ্বারা তাহার লেখন ক্রিয়া সম্পাদন করিবে এবং যে ব্রণ মৃদু ও বেদনাযুক্ত, কোমল ক্ষৌম সূত্রদ্বারা তাহার লেখন ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। হে নরনাথ, ইহাই মাতঙ্গগণের ত্রিবিধ ব্রণ লেখন।

† কোনও অভিধানে পাওয়া গেলনা। 'ঐরাবতিকা' পাঠে 'হাতীশুড়ার মূল।

খুজলী চিকিৎসা।

১। সর্ষপ
২। রশুন
৩। বার্ত্তাকী
৪। সৌরস
৫। রস (কজ্জলী)
৬। নাগর
৭। গৃহ ধূম
৮। ফণিজ্জক (ক্ষুদ্রপত্র তুলসীর রস)
৯। গো মূত্র
১০। লবণ

এই দশবিধ ঔষধ দ্রব্য প্রয়োগ করিলে বারণগণের কণ্ডূ বিলয় প্রাপ্ত হয়।

চর্ম্ম কীট চিকিৎসা।

১। গোলমরিচ
২। অজশৃঙ্গী
৩। সর্ষপ
৪। ফণিজ্জক
৫। সৈন্ধব
৬। রশুন

এই ষড়্‌বিধ দ্রব্য একযোগে প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের চর্ম্মকীট বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্রব্রণ বিদারণ।

যথাবিধি কষায় প্রলেপ, চূর্ণপ্রয়োগ, কষায়বৃক্ষ চূর্ণ, গোময়ভস্ম প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা বারণগণের মৃদু মাংসযুক্ত ব্রণ সমুদয়ের বিদারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ব্রণ উৎপাদন।

তাপিকা, কাল, জাম্বোষ্ঠ † তপ্ততৈল দ্বারা কিংবা অধোলিখিত ঔষধ দ্বারা বারণগণের ব্রণ 'উৎপাদন' হইয়া থাকে। ঔষধ যথা—

১। তালপত্রী
২। বিড়ঙ্গ
৩। মঞ্জিষ্ঠা
৪। যষ্টিমধু
৫। হরিদ্রা
৬। মধুপর্ণী
৭। অপামার্গ তণ্ডুল (আপাঙের বীজ)
৮। গব্যঘৃত

প্রথমোক্ত সপ্তবিধ দ্রব্য জলসহ বাটিয়া তাহাতে গব্যঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং উত্তমরূপে প্রলেপ দিলে মাতঙ্গগণের 'ব্রণ উৎপাদন ক্রিয়া' সম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্য আর একপ্রকার ব্রণ উৎপাদন যথা—

† 'জাম্ববৌষ্ঠ' (ব্রণ বিশোধন শলাকা বিশেষ) হইলে ভাল হয়

(২)

১। কাকাদনী
২। শুকনাসা
৩। সুবহা
৪। তালপত্রিকা
৫। কাকোলী
৬। ক্ষীরকাকোলী
৭। জীবক
৮। ঋষভক
৯। মাসপর্ণী (মাষাণী)
১০। অশ্বগন্ধা
১১। মুদ্গপর্ণী
১২। গব্যঘৃত

প্রথমোক্ত একাদশ বিধ দ্রব্য জলসহ উত্তমরূপে বাটিয়া ১২শ গব্যঘৃতসহ মিশ্রিত করিবে এবং তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বারণগণের ব্রণ উৎপাদন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১। গব্যঘৃত
২। সকল প্রকার মাংসরস
৩। গো দুগ্ধ
৪। চাউল (চূর্ণ)

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য এক যোগে পাক করিয়া প্রলেপ দিলে বারণগণের ব্রণ কোমলতা প্রাপ্ত হয়।

শীতাতুর ব্রণে ঈষৎ উষ্ণ উল্লিখিত দ্রব্য সমুদয় দ্বারা স্বেদ প্রদানে কিংবা ছাগী দুগ্ধে পক্ক পায়স দ্বারা ব্রণ স্বেদনে উপকার দর্শে।

বিষদূষিত ব্রণ শোধন।

(১)

১। বচ
২। বিষঘ্ন (বিষকাটালী)
৩। কুড়
৪। তিলকল্ক
৫। সৈন্ধব

এই পঞ্চবিধ দ্রব্য জলসহ একযোগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মাতঙ্গগণের বিষ দূষিত ব্রণ বিশোধিত হইয়া থাকে।

(২)

১। নলমূল
২। বেতসমূল
৩। চন্দন
৪। উশীর
৫। শারীবা (অনন্তমূল)
৬। মৃণাল
৭। উৎপলপত্র (শুঁদিনালের পাপড়ী)
৮। পদ্মিনীকর্দ্দম (পদ্মমূলের কাঁদা)
৯। পীতধান্য
১০। গব্যঘৃত

প্রথমোক্ত নয়প্রকার দ্রব্য একযোগে জলসহ বাটিয়া তাহাতে ১০ম গব্যঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বারণগণের বিষদূষিত ব্রণ বিশোধিত হইয়া থাকে।

ব্রণ শোধক ক্ষার প্রয়োগ।

১। পাটলা বৃক্ষ ভস্ম
২। অরিমেদ „ „
৩। স্ফূর্জ্জক „ „
৪। ধব (ধাউ বা ঝাউ)
৫। মুষ্কক „ „
(ঘণ্টাপারুল গাছ)
৬। করবীর বৃক্ষ ভস্ম
৭। কদম্ব „ „
৮। মধুক (মহুয়া)
৯। সাঁল „ „
১০। সৈন্ধব লবণ
১১। বিট লবণ

উল্লিখিত একাদশ বিধ দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গ-গণের ব্রণ শোধিত হইয়া থাকে। অবশ্য বলা বাহুল্য যে ব্রণের সন্তাপ নিবৃত্তি হইলে উল্লিখিত ক্ষার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ব্রণ রোপণ ধূপন ক্রিয়া।

(১)

১। খদির (খয়ের)
২। শিংশপা বৃক্ষসার
৩। নির্ম্মলা
৪। প্রিয়ঙ্গু
৫। ভদ্রমুস্তা
৬। বিড়ঙ্গ
৭। তগর
৮। চন্দন
৯। অগুরু
১০। অলক্তক আল
১১। নাগপুষ্প
১২। অশোক
১৩। রোহিনী
১৪। শতপুষ্প (শল্‌ফা)
১৫। শিলাপুষ্প
১৬। পটোলপত্র (পল্‌তা)
১৭। নিমছাল
১৮। শ্রীবেষ্টক (গুগ্গুল)
১৯। সর্জ্জরস (ধূনা)
২০। স্থৌনেয় (গেঁঠেলা)
২১। নলদ বীরণমূল)

জলদঙ্গার মধ্যে উল্লিখিত একবিংশতি প্রকার দ্রব্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মাতঙ্গগণের ব্রণ ধূপিত (প্রধূমিত) করা যায়। এই প্রকার ধূপন ক্রিয়াদ্বারা ব্রণ শুষ্ক হইয়া থাকে।

(২)

১। ভূমিকুষ্মাণ্ড মূলচূর্ণ
২। ক্ষৌম সূত্র
(রেশমেরসূতা বা কাপড়)
৩। গব্যঘৃত

এই ত্রিবিধ দ্রব্য একযোগে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মাতঙ্গগণের ব্রণ মধ্যে তাহার ধূম প্রদান করিলে তাহা শুকাইয়া থাকে।

ব্রণ রোপণ কল্ক চিকিৎসা।

১। বলা
২। অতি বলা
৩। কুশমূল
৪। উচ্চটা (ভুকূরা) মূল
৫। মধুগন্ধ (বকুল) ছাল
৬। অশ্বগন্ধা
৭। রোহিনী (মঞ্জিষ্ঠা)

এই সপ্তবিধ দ্রব্য বাটিয়া প্রয়োগ করিলে বারণগণের ব্রণ দোষ নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

(২)

১। জীবন্তীলতা
২। অশ্বকর্ণ
৩ কুম্ভী (শল্লকী) ছাল
৪। কাক্ষীব (সাজনা) ছাল
৫। বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড) মূল
৬। অরিমেদ (গুঁয়ে বাব্‌লা)
৭। পলাশ ছাল
৮। কিণিহী (আপাঙ্‌ পাতা)
৯। ধব (ধাউ বা ঝাউ) ছাল
১০। আরগ্বধ (সোনাল) ছাল
১১। ত্রিণ্টুক ?
১২। মঞ্জিষ্ঠা
১৩। মধুক (যষ্টিমধু)
১৪। অশ্বগন্ধা ছাল
১৫। গোজী (সেওড়া গাছ)
১৬। বট ছাল
১৭। গব্যঘৃত

প্রথমোক্ত ত্রয়োদশ বিধ দ্রব্য বাটিয়া তাহাতে গব্যঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং মাতঙ্গগণের ক্ষত মধ্যে তাহা প্রয়োগ করিলে উহা শুষ্ক হইয়া থাকে।

ব্রণ রোপণ কষায় চিকিৎসা।

১। শল্লকী ছাল
২। ক্ষীরিবৃক্ষ (বট গাছ) ছাল
৩। মধূক (মহুয়া)
৪। অশ্মন্তক (পাথর চূর্ণ)
৫। আসন (শাল)
৬। জীবন্তীলতা
৭। অরিমেদ (গুয়েঁবাবলা)
৮। কুন্তী
৯। কাক্ষীব
১০। আদারী
১১। অশ্বকর্ণ
১২। পলাশ ছাল
১৩। কুটজ ছাল

উল্লিখিত ত্রয়োদশ বিধ দ্রব্যের কাথ দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রক্ষালন করিলে মাতঙ্গগণের ব্রণ শুষ্ক হইয়া থাকে।

ব্রণ রোপণ ঘৃত ও তৈল।

(১) ঘৃত

১। ভার্গী (বামুন হাটী বা ব্রহ্মযষ্টি)	১ কর্ষ	৫। দারু হরিদ্রা	১ কর্ষ
২। সর্ষপগন্ধা	১ "	৬। আত্মগুপ্তা	১
৩। মঞ্জিষ্ঠা	১ "	৭। পাঠা (আকনাদি)	১ কর্ষ
৪। হরিদ্রা	১ "	৮। গব্যঘৃত	১ প্রস্থ
		৯। জল	১ আঢ়ক

প্রথমোক্ত সপ্তবিধ দ্রব্য কিঞ্চিৎ ছেচিয়া তাহা জল ও গব্যঘৃত সহ মন্দ জ্বালে পাক করিবে। পরে ঘৃত পাক বিধানে পাক হইয়াছে জানিয়া অবতারণ পূর্ব্বক শীতল হইলে তাহা ক্ষত মধ্যে প্রয়োগ করিবে। এই ঘৃত ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, এবং বিষ দূষিত ব্রণ বেধো জনিত ক্ষতের উত্তম শোধক ও প্রতীকারক বলিয়া জানিবেন।

(২) তৈল।

১। চন্দন
২। অগুরু
৩। মঞ্জিষ্ঠা
৪। শতপুষ্পা
৫। প্রিয়ঙ্গু
৬। বলা
৭। কালানুসারী
৮। হরেণু
৯। তালীসপত্র
১০। তগর
১১। লোধ্র
১২। ব্যাঘ্র নখ
১৩। ভদ্রদারু
১৪। এলাচ

১৫। হরিদ্রা
১৬। দারু হরিদ্রা
১৭। পূনর্ণবা
১৮। কুষ্ঠ (কুড়)
১৯। প্রপৌণ্ডরীক
২০। অঞ্জন
২১। মধুক (যষ্টিমধু)
২২। মধু
২৩। মধুচ্ছিষ্ট (মোম)
২৪। তিল তৈল

প্রথমোক্ত বিংশতি প্রকার দ্রব্যের কল্কসহ তিল তৈল পাক করিয়া ২০।২১।২২ ও ২৩ ঔষধ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে ব্রণ মধ্যে প্রয়োগ করিবে। তাহাতে মাতঙ্গগণের ব্রণ ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

(৩) তৈল।

১। নিম্বপত্র
২। অর্কপত্র
৩। রজনী (হলুদ্)
৪। মৃগাক্ষী মূল
৫। শিংশপাসার
৬। তিল তৈল

প্রথমোক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্যের কল্ক সহ (৬ ষষ্ঠ) তিল তৈল পাক করিয়া ক্ষত মধ্যে প্রয়োগ করিলে বারণগণের দুষ্ট ব্রণ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ব্রণ রোপণ চূর্ণ প্রয়োগ।

১। প্রিয়ঙ্গুকা
২। সর্জ্জরস
৩। পুষ্প ?
৪। কাসীস (হিরাকস)
৫। অঞ্জন
৬। গোরোচনা
৭। যষ্টিমধু
৮। লোধ

উল্লিখিত অষ্টবিধ ঔষধ দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ক্ষত মধ্যে প্রয়োগ করিলে বারণগণের ব্রণ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ব্রণ রোপনী রস-ক্রিয়া।

১। তিনিস (গাব) ছাল
২। অর্জ্জুন ছাল
৩। সাল ছাল
৪। শিংশপা ছাল
৫। সোম বল্ক (গুঁয়েবাবলা) ছাল
৬। খদির ছাল
৭। নিম ছাল

উল্লিখিত সপ্তবিধ ঔষধ দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে—

৮। রসাঞ্জন (কজ্জলী)
৯। রোহিণী (মঞ্জিষ্ঠা) চূর্ণ
১০। মাতুলঙ্গ রস (গোঁড়া নেবু)
১১। কাসীস (হীরাকস) চূর্ণ
১২। হরিতাল চূর্ণ

এই পঞ্চবিধ ঔষধ প্রক্ষেপ প্রদান পূর্ব্বক অবতারণ করিবে এবং মাতঙ্গগণের ক্ষত মধ্যে প্রয়োগ করিবে। ইহাকে ব্রণ রোপণী রসক্রিয়া বলে।

ক্ষীণকায় ক্ষত রোগাক্রান্ত মাতঙ্গগণের বৃংহণ।

ক্ষীণ মাতঙ্গগণের আজন্মসিদ্ধ অভ্যাস, বয়ঃক্রম, এবং অগ্নিবলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্রণ দোষের অবিরোধীভাবে 'বৃংহণক্রিয়া' করা আবশ্যক।

স্থূলকায় ক্ষত রোগাক্রান্ত মাতঙ্গগণের হ্রাসন ক্রিয়া।

১। গৌরী (প্রিয়ঙ্গু)
২। হরিদ্রা
৩। দারু হরিদ্রা
৪। যষ্টিমধু
৫। মঞ্জিষ্ঠা (২ মাত্রা)
৬। নীলোৎপল
৭। পটোল পত্র
৮। অরিষ্ট পত্র (রীঠা করঞ্জের পাতা)
৯। মালতী পত্র
১০। নক্তমাল পত্র
১১। ঘোণ্টাফল ত্বক্ (খোসা)
১২। ফলিনী (প্রিয়ঙ্গু)
১৩। লোধ

ক্রমপ্রযুক্ত উল্লিখিত ঔষধ সমূহ দ্বারা ক্ষত রোগাক্রান্ত স্থূলকায় মাতঙ্গগণের দেহের স্থূলতা বিনষ্ট হয়।

ব্রণ বর্ণ প্রসাদন ঔষধ।

(১)

১। লোম বদ্ধ প্রবাল (শুঁয়ে বাবলার পল্লব)
২। মদয়ন্তী ?
৩। মনঃশিলা (মনছাল)
৪। যষ্টিমধু

এই চতুর্ব্বিধ ঔষধ দ্রব্য প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের শুষ্ক ব্রণের উপরিভাগের বর্ণ স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

(২)

১। যষ্টিমধু
২। মধু
৩। মঞ্জিষ্ঠা
৪। ছোট এলাচ

৫। গোময়
৬। গবাঘৃত
৭। দূর্ব্বা
৮। সকট শর্ক্করা ?

এই অষ্টবিধ দ্রব্যের প্রলেপ প্রদান করিলে মাতঙ্গগণের শুষ্ক ব্রণের উপরি-ভাগস্থ চর্ম্মের বর্ণ স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন মহানুভব অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য তাঁহাকে দ্বিত্রণীয় অধ্যায় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সদ্যঃক্ষত চিকিৎসা।

একদা সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সমতেজাঃ অঙ্গপতি রোমপাদ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তপো মহিমান্বিত মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন, আপনি, অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক মাতঙ্গগণের দ্বিবিধ ব্রণের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া আমার উদ্দীপ্ত কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুণ। বাক্‌প্রয়োগ নিপুণ ঋষি প্রবর পালকাপ্য শিষ্যভাবাপন্ন অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে লাগিলেন—হে নরেশ্বর, আমি অনন্তর মাতঙ্গগণের চিকিৎসা প্রসঙ্গে সদ্যঃক্ষত অধ্যায় বর্ণনা করিব শ্রবণ করুন

হে নরনাথ, পৃথিবীতে বহু মাতঙ্গ শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, কুঠার, বিষাণ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ও ব্যাঘ্র সিংহাদি হিংস্র জন্তুর দন্ত নখরাদি দ্বারা আহত হইতে এবং উহাদিগের ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়, তাহাদিগের ব্রণাভিক্ষত লক্ষণ এবং স্থানগতি সংস্থান প্রমাণ বিশেষ সম্যকরূপে বর্ণনা করিব।

হে অঙ্গনাথ, মাতঙ্গ দেহস্থ ব্রণের আত্মা বা স্বরূপ, আগন্তুক ও শরীর-সমুত্থিত ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে আগন্তুকমাত্র এক প্রকার এবং তাহা নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রাভিঘাত নিবন্ধন নানাবিধ আকৃতি সম্পন্নই হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আকৃষ্ট শরাসন হইতে বিমুক্ত শরের গতি বিকার সাধারণতঃ বিদ্ধ, তুণ্ডিত, অতিবিদ্ধ এবং নির্ব্বিদ্ধ এই চতুর্ব্বিধ হইতে দেখা যায়। তন্মধ্যে শরকী শর প্রভৃতি দ্বারা মাতঙ্গদেহে উৎপন্ন সদ্যঃ ক্ষতকে 'বিদ্ধ' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। শরাদি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা মাতঙ্গগণের চর্ম্মের উপরিভাগে অল্পমাত্র, অপরিসর এবং অভ্যন্তর ভাগে, গম্ভীর ও বক্র ভাবাপন্ন সদ্যঃ ক্ষতকে "উত্তুণ্ডিত"; বা তুণ্ডিত উভয় পার্শ্ব বিদ্ধ হইয়া যে ক্ষত জন্মে তাহাকে "অতিবিদ্ধ" এবং মাতঙ্গদেহ সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ হইয়া শরাদি পার হইয়া গেলে যে ক্ষত উৎপন্ন হয় তাহাকে 'নির্ব্বিদ্ধ' বলা হইয়া থাকে। প্রায়শঃ অল্প শক্তি সম্পন্ন মানব হস্তে মহাকায় মাতঙ্গদেহে উত্তুণ্ডিত, অতিবিদ্ধ নির্ব্বিদ্ধ এই বিবিধ ক্ষত জন্মিতে দেখা যায় না।

উদ্‌ভ্রান্ত বিপ্লুত অতিবিদ্ধ নিঃসৃত প্রভৃতি বিবিধ প্রকার গতি প্রাপ্ত বারণ-দেহস্থ ব্রণের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দারিত অবনষ্ট ও উন্নষ্ট এই পঞ্চবিধ স্থূল বিভাগ করা

যাইতে পারে। তন্মধ্যে যে অঙ্গ কুঠার পট্টিশ করপত্র (করাত) প্রভৃতি শস্ত্রদ্বারা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হয়, তাহাকে ছিন্ন, সর্ব্বাঙ্গে বা বহু অঙ্গে যে ঈষদ্ বক্র আঘাত (কর্ত্তন চিহ্ন) লক্ষিত হয়, তাহাকে বিচ্ছিন্ন, অঙ্গুলি সমুদয়ের অগ্রভাগে, নখে, এবং কর্ণদ্বয়ে যে দ্বিধাভাব লক্ষিত হয়, তাহাকে বিদারিত, লোমমূল হইতে অস্থি পর্য্যন্ত মাংস মেদ শিরা ও স্নায়ুবেধকে 'অবনষ্ট' এবং প্রতি লোমভাবে জাত অবনষ্টকেই 'উন্নষ্ট' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে।

গভীরভাবে অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং বিপুলমুখ এই দুই প্রধান ভেদে 'অবমৃষ্ট' কে ও দ্বিবিধ বলা যাইতে পারে। কখন কখনও মাতঙ্গগণের ব্রণ ব্যবচ্ছেদের ফলে উহাদিগের অন্ত্র পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং তাদৃশ আক্রমণের ফলে যখন মাতঙ্গগণের প্রস্রাব দ্বার হইতে রক্ত স্রাব, সকল প্রকার শস্ত্র দর্শনে অত্যন্ত উদ্‌বেগ বোধ, উষ্ণ অশ্রু ত্যাগ, উদরাধ্মান, ভূতলে পতন এবং মুহুর্মুহু স্বীয় শুণ্ড গ্রহণ প্রভৃতি লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ পায়, তখন উহাদিগের অন্ত্রচ্ছেদ হইয়াছে বুঝিতে হয় এবং ইহার বিপরীত লক্ষণাবলী প্রকাশিত হইলে তাহাকে 'ক্লিষ্টান্ত্র' বলিয়া জানা যায়। 'ক্লিষ্টান্ত্রের'ই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

সেইরূপ আচার্য্যগণ, 'অবকৃত্ত'কে বিরক্ত, অবপাটিত ও অবগাঢ় এই ত্রিবিধ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অন্তর্লোহিত মাংস পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ সঞ্চিতমাংস ব্রণকে বিরক্ত, অণ্ডকোষ, বস্তি, উদরদেশ, মলদ্বার, পার্শ্বদ্বয় মস্তক এবং দেহের পশ্চাদ্‌ভাগে মাংস পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট যে ক্ষত তাহাকে 'অবপাটিত' এবং কুঠার পট্টিশ করপত্র (করাত) প্রভৃতি শস্ত্রের আঘাতে মাতঙ্গদেহে অস্থি পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট ক্ষতকে 'অবগাঢ়' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

শৃঙ্খল কিংবা রজ্জুদ্বারা গলদেশে অথবা চরণাদি অধোদিগবর্ত্তী অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে ক্ষত হইয়া থাকে তাহা 'নিঘৃষ্ট' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

বজ্রপাত, উত্তপ্ত জতু মোম গুড় বসা প্রভৃতি দ্বারা দাহ কিংবা সর্পবিষ ও জলদঙ্গরাদি দ্বারা দাহই 'দগ্ধ' নামে অভিহিত হয়; কিন্তু পূর্ব্ব আচার্য্যগণ, জ্বালা, অঙ্গার পরম্পরা পাম্প এবং সন্তাপ এই পঞ্চবিধ দাহকে 'দগ্ধ' আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন পিপাসা ত্বক্ শোষ কম্প স্ফীতভাব প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণগুলি সকল প্রকার 'দগ্ধতেই বিদ্যমান থাকে তন্মধ্যে চর্ম্মগত দাহে উত্তাপ অভ্যন্তরভাগ গত হইয়া অল্প বেদনাযুক্ত স্ফোট উৎপাদন করে। দাহ মাংস গত হইলে মাংসের সঙ্কুচিতভাব এবং রক্তের দ্রুতগতি লক্ষিত হয়। ত্বক্ ও মাংস অতিক্রম পূর্ব্বক দাহ শিরা ও স্নায়ু গত হইলে প্রথমতঃ মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়

এবং পরে ব্রণ উৎপন্ন হইয়া শিরা স্নায়ু প্রভৃতিকে সঙ্কুচিত করে। ত্বক্ মাংস শিরা স্নায়ু অতিক্রমপূর্ব্বক যখন দাহ, আরও অভ্যন্তরবর্ত্তী হয়, তখন মাতঙ্গগণের দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, কম্প মোহ প্রভৃতি এবং শরাস্নায়ু দাহের লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, মর্ম্মগত হইলে মর্ম্মের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয় এবং দাহের পরিমাণ অধিক হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

নগর দ্বার অট্টালিকা প্রভৃতি আক্রমণ কালে যখন বারণগণের দেহ, অগ্নি-শিখায় দগ্ধ হয়, তখন কেবল উহাদিগের লোমাবলীও দেহ চর্ম্মই কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইয়া থাকে মাত্র। জলদঙ্গার উত্তপ্ত গুড় বসা মোম এবং জতু প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ দ্বারা দগ্ধ হইলে মাতঙ্গগণের দেহ পুনঃ পুনঃ শ্যামবর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ-পরম্পরা দাহ তরল ও কঠিন পদার্থ ভেদে দুই প্রকার বলিয়া থাকেন। উল্লিখিত দ্বিবিধ পরম্পরা দাহেরই লক্ষণ সাম্য

অভিহিত মাতঙ্গগণের মধ্যে কোন কোনওটির বজ্রপাতের ভীষণ রব শ্রবণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া থাকে, কোনটির চিরবধিরতা জন্মিয়া থাকে, কোনওটি বা বজ্রাঘাতে দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অবিশ্রান্তভাবে সুদূর পথ গমনকালে সুতীক্ষ্ণ রবিকর দাহের প্রভাবে দগ্ধ দেহ বারণগণের মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব পিপাসা ত্বক্‌সঙ্কোচ উরুস্তম্ভ শুণ্ড চরণ চতুষ্টয় কর্ণযুগল লাঙ্গুল ও পুংচিহ্নের শিথিলতা লক্ষিত হয়। যখন কোন আরণ্য গজ-যূথ-পতি, তীক্ষ্ণ সৌর কর দগ্ধ অবস্থায় ধৃত হইয়া লোকালয়ে আনীত হয়, তখন উহাদিগের প্রবল মনস্তাপ ঘাসগ্রাস পদ্মমৃণাল প্রভৃতি শীতবীর্য্য দ্রব্য ভোজন করিয়াও স্বীয় ত্বক্ মাংসাদির দাহ অনুভব করিয়া থাকে। তাদৃশ সন্তাপ দগ্ধ মাতঙ্গ যূথপতির শরীরে তীব্র বেদনা ও কৃষ্ণপ্রান্ত শ্বেতবর্ণ স্ফোট সমুদয়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাই সন্তাপ দগ্ধ মাতঙ্গের লক্ষণ।

তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পগণের পুনঃ পুনঃ নিশ্বাসাদি সম্পর্কে মহাকায় বলিষ্ঠ মাতঙ্গ-গণেরও দেহস্থ বাত পিত্তাদি যুগপৎ কুপিত হইয়া থাকে এবং তাদৃশ সান্নিপাতিক বিকার সম্ভূত মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন সমুদয় মাতঙ্গদেহে আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। উহাতে প্রিয়ঙ্গু তণ্ডুলের তুল্য বর্ণ বিশিষ্ট স্ফোট সমুদয় প্রকাশিত হইতে থাকে। তখনও উহার প্রতীকার না করিলে মাংস স্খলন পিপাসা অল্প এবং পুনঃ পুনঃ বমন হইতে থাকে। ইহাই বিষ দগ্ধ মাতঙ্গের লক্ষণ আপনার নিকটে বিস্তারিত-রূপে বর্ণনা করিলাম। ব্রণ সমুদয় কিঞ্চিৎকাল মাত্র আগন্তুক থাকিয়া পরে

দেহের উপাদান স্বরূপ বাত পিত্তাদির অন্যতমকে বিকৃত করে এবং তাহার সংস্পর্শে আসিয়া প্রথমে আগন্তুক হইলেও পরে 'দোষজ' রূপে পরিণত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত ব্রণের লক্ষণ দ্বারা নিদান স্বরূপ ও তত্তদ্দোষের বিকার লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতীকার করা আবশ্যক।

চিকিৎসা।—ঈদৃশ অবস্থায় মাতঙ্গগণের সদ্যঃক্ষত তুল্যভাগ মধু, ঘৃত-সিক্ত করিয়া ক্ষতযুক্ত মাতঙ্গকে তিনদিন প্রয়োজন হইলে পরেও শীতল জলে অবগাহন করাইবে। অনন্তর ক্লেদযুক্ত ব্রণের অভ্যন্তরে পূতিমাংস গজাইলে 'এষণী' অস্ত্রদ্বারা অন্বেষণ করিয়া যতদূর সম্ভব দূষিত মাংস সমুদয় তুলিয়া ফেলিবে। তাহাতে ক্ষত মধ্যবর্ত্তী জলও অন্তর্হিত হইবে। এইরূপ জল অপনয়নের সহিত পূয় হ্রাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ক্ষার সদ্যঃক্ষতাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট জলই রক্তের সহিত মিলিত হইয়া বায়ুর প্রভাবে উচ্ছ্রিত ভাব ও পূয় ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং পূয় ও দৈহিক উপাদান পিত্ত রক্তাদি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া গতি প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ অবস্থায় উক্ত ক্ষত

১। গব্যঘৃত সিক্ত করিয়া ৩। লবণ

২। কিণ্ব (মদের সিটা)

এই ত্রিবিধ দ্রব্য একযোগে জলসহ বটিয়া ক্ষতমধ্যে প্রলেপ দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

মাসার্দ্ধকাল ঔষধ প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের সর্ব্ববিধ সদ্যঃক্ষত প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রতীকার না হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রক্ষালনার্থ ঔষধ-ক্কাথ দ্বারা ব্রন প্রক্ষালন করিয়া শোধনাদি কল্ক দ্বারা শোধন ও রোপণ করিবে।

এতাদৃশ অবস্থায় গব্যঘৃত পান, গব্যঘৃতযুক্ত মুদ্গযূষ মিশ্রিত শালিধান্যের অন্ন উত্তম পথ্য।

দুরদৃষ্টবশতঃ বারণগণ সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রকৃতি জন্তুর নখ ও দন্ত দ্বারা আহত হইলে উহাদিগের ক্ষতস্থান শতধৌত ঘৃত দ্বারা সিক্তকরিয়া প্রথমতঃ পঞ্চ কষায় দ্বারা প্রক্ষালন করিবে এবং পরে শীতল জলে ধৌত করিবে। অনন্তর গব্যঘৃত মিশ্রিত শীতল প্রলেপ দ্বারা লিপ্ত করিয়া রাখিবে। ইহাতে প্রতীকার না হইলে ব্রণ চিকিৎসা বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

মাতঙ্গ দেহে অগ্নিদাহ জনিত ব্রণ উৎপন্ন হইলে, প্রথমতঃ তাহাতে শতধৌত গব্যঘৃত প্রদান করিয়া নির্ব্বাপণার্থ গো দুগ্ধ, মদ্য কিংবা অধোলিখিত শীতল প্রলেপ প্রদান করিবে।

১। মঞ্জিষ্ঠা	১২। প্লক্ষ ছাল
২। যষ্টিমধু	১৩। বট ছাল
৩। চন্দন	১৪। নালিকা (নাড়ীক শাক)
৪। উশীর	১৫। জলজ পদ্ম মৃণাল
৫। পদ্মফুলের পাপড়ী	১৬। উৎপল
৬। নল মূল	১৭। পদ্ম মূলের কাঁদা
৭। বেতস মূল	১৮। ভদ্র মুস্তা (মুথা)
৮। শালি মূল	১৯। তৃণ শূণ্য (মল্লিকা, বেল
৯। অনন্ত মূল	২০। মদ্য
১০। অর্জ্জুন ছাল	২১। দধি
১১। যজ্ঞ ডুমুর ছাল	২২। ঘৃত

উল্লিখিত দ্বাবিংশতি প্রকার ঔষধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দগ্ধ স্থান শীতল হয় এবং দাহের উপশম হইয়া থাকে।

সূর্য্যতাপ ও বিদ্যুৎ সন্তাপ দগ্ধ মাতঙ্গগণের চিকিৎসা * * * * তুল্য করিতে হইবে। সূর্য্যতাপ দগ্ধ মাতঙ্গগণের চিকিৎসা বিশেষরূপে সময় ও অভ্যাসের অবিরোধী আহার দ্বারাই করা কর্ত্তব্য। ঘৃতযুক্ত মুগের যূষ মিশ্রিত শালিধান্যের অন্ন তাদৃশ অবস্থায় একান্ত হিতকর পথ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত ক্ষারকর্ম্মে উল্লিখিত বিধান ক্রমে 'ক্ষার দগ্ধ' মাতঙ্গের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ক্ষার দগ্ধ স্থান সমভাগ

১। মধু	২। গব্যঘৃত

দ্বারা সিক্ত করিয়া উল্লিখিত শীতল প্রলেপ দিলেই সবিশেষ উপকার দর্শে।

বিষদগ্ধ মাতঙ্গগণের চিকিৎসা শস্ত্রোপচারাদি দ্বারাই করা কর্ত্তব্য। তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পের নিশ্বাস দ্বারা দগ্ধ মাতঙ্গগণকে শত ধৌত গব্যঘৃত দ্বারা সিক্ত করিয়া মাতঙ্গগণের ভুক্ত বিষের প্রতীকারার্থ যে প্রলেপের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই প্রলেপ প্রদান করিবে। গব্যঘৃত পান ও শীতল জল সেক এবং বিষ ভোজনে উল্লিখিত পথ্য এতাদৃশ অবস্থায় হিতকর। এবিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—

যে চিকিৎসক, ক্ষতযুক্ত ও সন্তাপাদি দগ্ধ মাতঙ্গের চিকিৎসা করিতে সমর্থ, তিনি মাতঙ্গ পতি নরপতির নিকটে দান মানাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইবার যোগ্য।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্য স্থানে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

সদ্যঃক্ষত চিকিৎসা।

একদা উদারকীর্ত্তি মহানুভব অঙ্গপতি, বিবিধ কলকণ্ঠ বিহগকুল মুখরিত নন্দনকানন সদৃশ মহর্ষিগণ সেবিত স্বীয় পবিত্র নগরোদ্যানে উপবিষ্ট হুতাগ্নিহোত্র জ্বলদনল সদৃশ তেজস্বী মহর্ষি পালকাপ্যকে আনত মস্তকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন, আপনি অনুকম্পা প্রকাশে মাতঙ্গগণের সদ্যঃ ক্ষত চিকিৎসা বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নিবিদ্ধ অবনষ্ট অবদারিত উত্তুণ্ডিত অতিবিদ্ধ অবমৃষ্ট দগ্ধ দূষীবিষ দূষিত প্রভৃতি মাতঙ্গগণের বিবিধ প্রকার সদ্যঃ ক্ষত প্রতীকারার্থ যাদৃশ বিধান অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহা সবিস্তর বর্ণনা করিয়া আমার জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তি করুন। মহাপ্রভাবশালী অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন। হে নরনাথ, আপনি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন আপনার সংশয় অপনয়ন করিতেছি। অতিদীর্ঘ সদ্যোব্রণের চিকিৎসা বর্ণনা করিব; এই ক্ষণে সদ্যোজাত ক্ষুদ্র ব্রণের চিকিৎসা বলিতেছি

১। পতঙ্গ † ২। মধু

৩। গব্যঘৃত

একযোগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মাতঙ্গগণের সদ্যঃক্ষত মিলিয়া যায়।

মাতঙ্গ দেহে যে সকল সদ্যঃক্ষত অপেক্ষাকৃত গভীর হয় তাদৃশ সকল ক্ষত হইতেই এষণী দ্বারা রক্ত নিঃসারণ হিতকর; কিন্তু যে সকল ক্ষত শ্বেতাভ তাহা হইতে রক্ত মোক্ষণ নিষিদ্ধ। মাতঙ্গগণের বৃক্ষোত্তঙ্গী নামক ব্রণ হইতে সমধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসারণ করিলে তাহা দূষিত ও স্ফীত হইয়া থাকে, কখন ও বা অত্যন্ত সন্তাপ এবং পরিণামে পাক আনয়ন করে। এই নিমিত্ত তাদৃশ ব্রণ শোধন করিয়া তাহা গব্যঘৃত দ্বারা সিক্ত করিবে এবং তাহাতে ঘৃত মধুযুক্ত বর্ত্তি (নেকড়া) প্রবেশ করাইয়া দিবে। অনন্তর উল্লিখিত বর্ত্তি নিঃসারণ পূর্ব্বক অধোলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে

১। কুমুদ ফুলের পাপড়ী ৩। হ্রীবের

২। উৎপল দল (সুঁদি নালের পাপড়ী) ৪। কুটন্নট (কৈবর্ত্ত মুথা)

---

† জলমোয়া বা শালিধান্য বিশেষ।

৫। করবীর পত্র
৬। ক্ষীর বৃক্ষত্বক্ (বটছাল)
৭। তিল
৮। কৃষ্ণ মৃত্তিকা
৯। শতধৌত গব্যঘৃত

প্রথমোক্ত অষ্টবিধ দ্রব্য জল সহ বাটিয়া শত ধৌত গব্যঘৃত সহ উত্তম রূপে মিশ্রিত করিবে এবং তাহা মাতঙ্গগণের সদ্যঃক্ষত মধ্যে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। এই প্রকার অন্য শীতক্রিয়া যথাবিধি করা যাইতে পারে।

১। পদ্মমৃণাল কন্দ
২। ক্ষীর বৃক্ষত্বক্ (বটাদির ছাল)

এই দ্বিবিধ দ্রব্য জল সহ বাটিয়া তাহা শীতল জলে মিশ্রিত করিবে এবং সদ্যঃ ক্ষতযুক্ত মাতঙ্গকে ছায়ায় স্থাপন পূর্ব্বক তাহার ক্ষত মধ্যে উক্ত জলের ধারা প্রদান করিবে। অভ্যঙ্গ (সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন), শীতল পরিষেক এবং গব্যঘৃত পান সদ্যঃক্ষতযুক্ত বারণগণের একান্ত প্রীতিকর ও হিতকর, কারণ উহাতে সদ্যঃ ক্ষতযুক্ত বারণগণ শান্তি অনুভব করে অথচ উহাদিগের দৈহিক উপাদান বাত পিত্তাদি ও কুপিত হয় না।

অভিঘাত নিবন্ধন কিংবা বিষ প্রভাবে মাতঙ্গ দেহের কোনও অংশ স্ফীত হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক অধোলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবেন

১। চন্দন
২। পদ্মের পাপড়ী
৩। শৈবাল (শেওলা)
৪। সুনিষণ্ণক (সুসুনি শাক)
৫। কাঁচা দুধ
৬। গব্যঘৃত

প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ দ্রব্য ৫ম গো-দুগ্ধে বাটিয়া তাহার সহিত ৬ষ্ঠ গব্যঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং তদ্দ্বারা বারণগণের উল্লিখিত স্ফীতস্থানে প্রলেপ দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। কেবল গব্যঘৃত মর্দ্দন ও তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলেও উপকার হইয়া থাকে।

যদি উল্লিখিত প্রতিবিধান দ্বারা প্রতীকার না হয় তাহা হইলে কুঠারাকৃতি শস্ত্রদ্বারা অতি সাবধানে শিরাধমণী মর্ম্ম প্রভৃতি রক্ষা করিয়া স্ফীত স্থান বিদীর্ণ করিয়া দিবে। উক্ত বিদারণ যেন অতি গাঢ় অতি লঘু অতি ঘন কিংবা অতি বিরল না হয়। অনন্তর—

১। জাম গাছের ছাল
২। উশীর
৩। পলাশ বৃক্ষের ছাল
৪। পদ্ম মূলের কাঁদা
৫। গব্য ঘৃত

প্রথমোক্ত ত্রিবিধ দ্রব্য শীতল জলে বাটিয়া তাহার সহিত ৪র্থ ও ৫ম ঔষধ মিশ্রিত করিতে এবং তদ্দ্বারা স্ফীত স্থানে প্রলেপ দিলে মাতঙ্গ সুখী হইয়া থাকে।

ঈষৎ কষায় মধুর রসযুক্ত দ্রব্য, কেবল কষায় রসযুক্ত দ্রব্য এবং তিল এই সকল দ্রব্যের কল্ক রক্ত, পিত্ত ও বাত নাশ করিতে প্রশস্ত; কারণ এতাদৃশ কল্ক, কষায় রস নিবন্ধন শ্লেষ্ম নাশক মধুর রসযুক্ত বলিয়া পিত্ত নাশক এবং স্নেহ পদার্থযুক্ত বলিয়া বাত নাশ করিয়া থাকে। মাতঙ্গ দেহে ঘর্ষণ জনিত দংশনজনিত কিংবা দাহ জনিত সদ্যঃক্ষত, ক্ষীরবৃক্ষ ত্বক্‌যুক্ত প্রলেপ দ্বারা অচিরে প্রশমিত হইয়া থাকে।

হে নরেশ্বর, যদি মাতঙ্গগণের যে কোনও প্রকার ব্রণ মর্ম্মাশ্রিত হয়, তাহা হইলে তাহা সুপক্ক জানিয়াই বিদারণ করিবে নচেৎ করিবে না; কিন্তু সর্ব্বদাই মর্ম্ম রক্ষায় ঔদাসীন্য একান্ত পরিহার্য্য যতদুর পর্য্যন্ত বিদারণ করিলে ব্রণ নির্দ্দোষ হইতে পারে ততটুকুমাত্র বিদারণ করা কর্ত্তব্য; কারণ মর্ম্মস্থান আহত হইলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। আহত হইলে মরণ ঘটায় বলিয়া মর্ম্ম আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে এবং যেহেতু বিবিধ নিমিত্ত দ্বারা মাতঙ্গ দেহ বিবৃত করে সেই নিমিত্ত উহাকে 'ব্রণ' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ব্রণ উদ্‌গত হইলে ও যেহেতু ব্রণের উপাদান বা নিদান তিরোভূত হয় না এই নিমিত্ত দেহ বদ্ধ হইবার পূর্ব্বেও তাহাকে (ব্রণের উপাদান কারণকে) 'ব্রণ' নামেই উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

অর্ব্বুদ গলগণ্ড প্রভৃতি বারণগণের যে সকল ব্রণ অঙ্গ সন্ধিতে জন্মে, ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রতীকার করিবে, কদাপি তাহাতে শস্ত্রপাত করিবে না। প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের ভীষণ দন্তাঘাতে কিংবা অসি, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের আঘাতে যদি মাতঙ্গগণের মর্ম্মস্থান কিংবা শিরাছিন্ন হইয়া সমধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকে তাহা হইলে বারণগণের মূর্চ্ছা, ক্ষয় এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ও ঘটিতে পারে; তাদৃশ অবস্থায় অধোলিখিত বিধানে শোণিতপাত নিবৃত্তি করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কষায় বৃক্ষ চূর্ণ, গোময় ভস্ম কিংবা তন্তুনির্ম্মিত কম্বল বস্ত্রাদির ভস্ম ক্ষত মধ্যে প্রদান করিলে রক্ত নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন শীতল পানীয় পানে কিংবা শীতল জল সেকে ও তাদৃশ রক্ত পাত নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যদি উল্লিখিত উপায়ে রক্তপাত নিবৃত্তি না হয় তাহা হইলে অগ্নিকর্ম্ম কিংবা ক্ষার প্রদান করা কর্ত্তব্য। যেমন বিশ্ব নিয়ন্তার নিয়মাধীন সাগর স্বীয় তীরভূমি অতিক্রম করিতে অসমর্থ, তেমনি মাতঙ্গদেহস্থ শোণিত প্রবাহ অগ্নিকর্ম্মের ও ক্ষারদাহের প্রভাব লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ; অত্যধিক পরিমাণে অম্ল কিংবা লবন ভোজন, উষ্ণদ্রব্য আহার

এবং প্রভূত জলপান প্রভৃতি কারণে বারণগণের দীর্ঘকাল যাবৎ রুদ্ধ শোণিত প্রবাহ ও পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; এই নিমিত্ত তাদৃশ অবস্থায় বারণগণকে ঐ সকল দ্রব্য ভোজন ও পান করিতে দিবে না।

অভিঘাতের ফলে মাতঙ্গগণের দেহস্থ বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত বারণগণের সন্ত্বঃক্ষতে গব্যঘৃত হিতকর ঔষধ স্বরূপ হইয়া থাকে। পঞ্চাহ কিংবা সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত বারণগণের সন্ত্বঃক্ষতে গব্যঘৃত প্রদান করিবে অনন্তর ক্ষত দোষমুক্ত জানিয়া রুগ্ন মাতঙ্গের প্রকৃতি ও অভ্যাস অনুরূপ ঔষধ প্রয়োগ ও পানার্থ দুগ্ধপ্রদান করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর মহানুভব জিজ্ঞাসু অঙ্গপতি পুনরায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহর্ষি পালকাপ্যকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন, কি নিমিত্ত সদ্যোব্রণ যুক্ত মাতঙ্গগণকে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। অঙ্গেশ্বরের ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন হে মহারাজ, আপনি এবং ঋষিগণ সকলেই শ্রবণ করুণ সন্ত্বঃক্ষতযুক্ত মাতঙ্গগণকে দুগ্ধ পান করিতে দিবার কারণ বর্ণনা করিতেছি। হে নরনাথ, যে মাতঙ্গের সন্ত্বঃক্ষত হইতে সমধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব হয় তাহাকে গব্যঘৃত মিশ্রিত গোদুগ্ধ পান করিতে দিবে। আজন্ম সিদ্ধ অভ্যাস বশতঃ মাতঙ্গগণের জাঠরানল বর্দ্ধিত করা একান্ত প্রয়োজন, দুগ্ধ ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্য সকল অবস্থাতেই বলকর শোণিত প্রসাদজনক, রসায়ন, সুপেয়, শুক্রবর্দ্ধক, বাতরোগ নাশক জীবনী শক্তি বর্দ্ধক এবং পরম হিতকর। অত্যন্ত রক্তস্রাব নিবন্ধন মাতঙ্গগণের দেহস্থ সপ্তধাতুরই ক্ষয় হইয়া থাকে ; কারণ রক্তই দেহস্থ সপ্তধাতুর মূল সুতরাং শোণিত ক্ষয়ে মৃত্যু পর্য্যন্তও দুর্ঘট নহে ; এই নিমিত্ত সকল মধুর গণোক্ত দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সন্ত্বঃক্ষতযুক্ত মাতঙ্গকে পান করিতে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। হে মহারাজ, ইহাই সন্ত্বঃক্ষতযুক্ত মাতঙ্গকে দুগ্ধ পান করিতে দিবার কারণ।

অতঃপর ব্রণোপক্রম হেতু বলিতেছি শ্রবণ করুণ যখন মাতঙ্গগণের দেহস্থ রক্ত, প্রহার দ্বারা তাপ বিহীন হইয়া একস্থানে অবস্থান করে, তখন 'দ্বিব্রনীয়' অধ্যায়ে উল্লিখিত বিধান ক্রমে শোধনাদি করিবে। উত্তম ঘাস, মদ্যাদি পান স্নেহ (তৈল ঘৃতাদি) যুক্তদ্রব্য ভোজন প্রভৃতি দ্বারা যখন মাতঙ্গগণের জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত এবং সপ্তধাতু পরিপুষ্ট হয়, তখন স্নেহ পান বিধান অনুসারে নির্ম্মল স্নেহ পান করিতে দিবে। এরণ্ডাদিতৈল পানদ্বারা পক্কাশয় সুপরিষ্কৃত না হইলে বস্তিকর্ম্ম করা (পিচকারী প্রদান) ই প্রশস্ত। স্নেহপানদ্বারা পক্কাশয় বিশোধিত হইয়াছে

বুঝিতে পারিলে তাহা নিবৃত্তি করিবে। হে নরেশ্বর, এরণ্ডতৈলাদি পানদ্বারা পক্কাশয় শোধিত না হইলে যে সকল দোষ ঘটে তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুণ। তাদৃশ অবস্থায় মাতঙ্গগণের আক্ষেপ, অতীসার, অরুচি ভীষণ জ্বর এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটা বিচিত্র নহে। পক্কাশয় সুপরিষ্কৃত না হইয়া দূষিত থাকিলে এই সকল দোষ এবং এইরূপ অন্যান্য দোষ ও ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে পক্কাশয় সুপরিষ্কৃত হইলে বারণগণের বল ও তেজঃ বর্দ্ধিত হয়। স্নেহদান বিধিও বস্তিদান প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে তত্তৎপ্রকরণে কীর্ত্তন করিব। হে নিষ্পাপ নরেশ্বর, আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন. আমি তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিলাম, আপনার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে জিজ্ঞাসা করুণ, আমি সর্ব্বদাই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

অনন্তর মহামনা অঙ্গেশ্বর পুনরায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন হে তপোধন, আমি, 'কল্প' এবং 'অকল্প' এই দ্বিবিধ মাতঙ্গেরই অরিষ্ট লক্ষণ ও দূত লক্ষণ † জানিতে ইচ্ছা করি। অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলিতে লাগিলেন হে নরেশ্বর, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুণ। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, যে মাতঙ্গের অন্তঃকরণ দুঃখভারাক্রান্ত সর্ব্বাঙ্গ অসংখ্য মক্ষিকাদ্বারা আবৃত এবং যে প্রেতের ন্যায় সংজ্ঞাহীন তাদৃশ অরিষ্ট লক্ষণযুক্ত মাতঙ্গের আসন্ন মৃত্যু বলিয়া বুঝিতে হইবে। ছায়াতে গমনকালে যে মাতঙ্গের শিরোদেশ দৃষ্ট হয় না তাদৃশ মাতঙ্গের মৃত্যু অচিরভাবী জানিতে হইবে। যে রুগ্ন মাতঙ্গের প্রতীকারযোগ্য রোগের প্রতীকারার্থ চিকিৎসাক্রিয়া সম্যক প্রযুক্ত হইয়াও নিষ্ফল হয়, তাদৃশ বারণগণকে অরিষ্ট লক্ষণ যুক্ত সুতরাং অল্পায়ু বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। হে অঙ্গনাথ, চিকিৎসক আহ্বানকারী দূতের লক্ষণ দ্বারা শুভাশুভ ফল জ্ঞান সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যে মুক্তকেশ একবস্ত্র দূত, বিচিত্র পুষ্পমালা ধারণ রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান এবং স্বীয় নখ স্পর্শপূর্ব্বক কাতর বচনে চিকিৎসককে আহ্বান করে, নিমিত্তজ্ঞ চিকিৎসক তাদৃশ দূতের আহ্বানে কদাহপি গমন করিবে না; অন্যথা তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে না। পক্ষান্তরে আম মাংস, সবৎসা ধেনু শুক্লবস্ত্র পরিহিত ব্রাহ্মণ, উদ্ধৃত মৃত্তিকা, উত্থিত বরাহচক্র, শ্বেতচ্ছত্র শ্বেতপতাকা শ্বেতবৃষ দণ্ডায়মান মাতঙ্গ, পূর্ণকুম্ভ এবং ভগ্নদধি যাত্রাকালে এই সকল শুভ নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে দৃষ্টিপথে পতিত হইলে

† চিকিৎসক আহ্বানকারী ভৃত্যের লক্ষণ।

কেবল চিকিৎসক কেন যে কোনও ব্যক্তিরই সফলতা অচিরে অবশ্যম্ভাবিনী। শুভশব্দ, অনুকূল বায়ু গমনোন্মুখ যে কোনও ব্যক্তির সুনিশ্চিত সদ্যঃসিদ্ধিপ্রদ।

অতঃপর অঙ্গপতি পুনরায় সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক যথাসময়ে সঞ্চিত ঔষধাদি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হইয়াও রুগ্ন মাতঙ্গগণের চিকিৎসা ক্রিয়া কি নিমিত্ত ফলপ্রসূ হয় না? তাহা বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুণ। অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পুনরায় বলিতে লাগিলেন হে নরনাথ, অপ্রশস্ত তিথিতে পক্ষচ্ছিদ্রে অর্দ্রা পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বভাদ্রপদ পূর্ব্বাষাঢ়া ভরণী এবং মঘা নক্ষত্রে মাতঙ্গগণের প্রথম রোগাভির্ভাবে সেই রোগের প্রতীকারার্থ প্রযুক্ত কোন ক্রিয়াই ফলবতী হয় না। তদ্ভিন্ন কৃত্তিকা অশ্লেষা ও মূলা নক্ষত্রে বারণগণের প্রথম রোগাক্রমণে প্রায়শঃ উহারা রক্ষোগণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া থাকে এই নিমিত্ত শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক যথা সময়ে চিকিৎসা ক্রিয়া সম্যক্ প্রযুক্ত হইলেও তাহা তাদৃশ ফলপ্রসূ হয় না, এই নিমিত্ত তাদৃশ মাতঙ্গদিগকে বর্জ্জন করিবে।

হে পৃথিবীশ্বর, মাতঙ্গগণের ক্ষত অপক্ক অবস্থায় ব্যবচ্ছেদ করিলে যে সকল কারণে যে সকল দোষ ঘটে তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুণ—তাদৃশ ব্যবচ্ছেদের ফলে বারণগণের দেহ-শোণিত দাবানলের ন্যায় কুপিত হইয়া পিত্ত দূষিত করে এবং দূষিত পিত্তের সংস্রবে আসিয়া উহাদিগের ত্বক্ ও মাংস দূষিত হয়। অনন্তর উহা বায়ু সংস্পৃষ্ট হইয়া শ্বয়থু ফোঁড়া বা শোথ দাহও ভীষণ বেদনা সৃষ্টি করে এবং অতিশয় দাহের প্রভাবে ‘বিসর্প’ রোগের অবির্ভাব হয়। তখন নীল পীত অরুণ বর্ণ স্ফোটক সমুদয় প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে। স্নায়ুচ্ছেদ ঘটিলে অত্যন্ত পরিমাণে শোণিতক্ষয় হয় স্থান বিশেষে স্নায়ুচ্ছেদ ঘটিলে মাতঙ্গ স্কন্দ রোগাক্রান্ত এমন কি খঞ্জ পর্য্যন্তও হইতে পারে। এই নিমিত্ত অপক্ক অবস্থায় বারণগণের ব্রণ ব্যবচ্ছেদ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। যেমন চতুর্দ্দন্ত ভুজঙ্গ দংশনের চিকিৎসা নাই তেমনই মাতঙ্গগণের তাদৃশ রক্ত প্রকোপেরও কোন ঔষধ নাই।

অতঃপর মাতঙ্গগণের জাঠরানলের স্থান ও ক্রিয়াদি বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুণ—হে নরেশ্বর, মাতঙ্গগণের জাঠরানল নাভি দেশে অবস্থিত থাকিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করিয়া থাকে। যেমন বহিঃস্থ প্রদীপ্ত অনল স্থালী দগ্ধ না করিয়া তত্রস্থ জল ও তণ্ডুল পাক করে তেমনি মাতঙ্গগণের নাভিদেশে প্রতিষ্ঠিত জাঠরানল দেহস্থ বায়ু-প্রণোদিত হইয়া সকল প্রকার ভুক্ত দ্রব্য পাক করিয়া থাকে। বারণগণের পূর্ণ আহার সম্যক্ পরিপক্ক হইয়া কোষ্ঠ-

শুদ্ধি হইলে উহাদিগের বল ও বর্ণ বর্দ্ধিত এবং বাতপিত্ত রক্তমাংস প্রভৃতি দৈহিক উপাদানের সাম্য রক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে ভুক্ত দ্রব্যের অসম্পূর্ণ পরিপাক কিংবা বিকার নিঃসংসয়ে উহার বিপরীত দোষ আনয়ন করে। হে নরনাথ, মাতঙ্গগণকে উদর পূর্ণ করিয়া আহার এবং আহারান্তে পর্য্যাপ্ত স্বচ্ছ সলিল পান নিয়মিতরূপে করিতে দিলেই আহার প্রদানের উদ্দেশ্য যথার্থ সফল হয়; এই নিমিত্ত উহাদিগকে বিচিত্র ঘাস কুবলয় তরুপল্লব প্রভৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং উহাদিগকে কঠোর নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাণিগণের শুক্র সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে এই নিমিত্ত ও উল্লিখিত তরল ধাতু বা দৈহিক উপাদান রক্তের সারাংশদ্বারা বর্দ্ধিত এবং দ্রব হইয়া থাকে।

ঈষৎ ক্ষারগুণ সম্পন্ন যে ক্ষার তাহাই বস্তুতঃ উত্তম ক্ষার। তাদৃশ ক্ষারই স্থাবর ও জঙ্গমের দাহ ক্রিয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; পক্ষান্তরে শীতল ও তীক্ষ্ণবীর্য্য ক্ষার মাতঙ্গগণের দহন ক্রিয়ায় প্রযুক্ত হইলে তাহা অহিতকর হয়। মাতঙ্গগণের যে ব্রণ অঙ্গসন্ধি সমূহে উৎপন্ন, যাহাতে রক্ত নাই, যাহাতে তাপ সহ্য করিতে পারে না, যাহা সর্ব্বদা দূষিত এবং রক্তহীন, তাদৃশ ব্রণে সতর্কতার সহিত ক্ষার প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা দেবগণের সহিত সম্মিলিত ঋষিগণের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। স্বয়ং স্রষ্টা মাতঙ্গদেহের তাদৃশ ক্ষত প্রতিকারার্থ তুষাররূপ ক্ষারের সৃষ্টি করিয়াছেন। ক্ষারদ্বারা অগ্নিকার্য্য সম্পন্ন হয় অথচ রুগ্ন মাতঙ্গের অগ্নিকর্ম্মজনিত ভয়েরও কোন কারণ থাকে না। মাতঙ্গগণ আরণ্য পশু এই কারণে লোকালয়ে স্বভাবতঃই শঙ্কিত চিত্তে অবস্থান করে; এই নিমিত্ত উহাদিগের ভীতিপ্রদ অগ্নিকর্ম্মের পরিবর্ত্তে ক্ষার প্রয়োগ কল্পিত হইল। বিশ্বস্রষ্টা জগতের মঙ্গলের জন্য ক্ষাররূপ শীতল অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন। ষড়্‌বিধ রস ভস্মীভূত হইয়া ক্ষরিত হয় বলিয়াই উহাকে “ক্ষার” আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে।

সদ্যঃক্ষতযুক্ত মাতঙ্গের অবগাহন স্নান কিংবা সুশীতল জলসেক বর্জ্জনীয়, নির্ব্বাত প্রদেশে পর্ণশয্যা হিতকরী। হে শত্রুতাপন অঙ্গেশ্বর, আপনি আমাকে মাতঙ্গগণের যে সদ্যঃক্ষত চিকিৎসার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনার নিকটে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ষড়ভ্যস্ত্রোপচার বিধি।

একদা তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন অঙ্গরাজ, ঋষিশ্রেষ্ঠ পালকাপ্যকে যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, মাতঙ্গগণের শিরাচ্ছেদ, স্নায়ুচ্ছেদ, অস্থিচ্ছেদ, সন্ধিচ্ছেদ, বক্রভাবেচ্ছেদ কিংবা পক্ক ব্রণের ছেদাভাবে কি কি দোষ ঘটিতে পারে, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করিয়া আমার সন্দেহ দূরীভূত করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে অঙ্গেশ্বর, চিকিৎসকের অজ্ঞতা প্রযুক্ত হীন কিংবা অতিরিক্ত এই দ্বিবিধ শস্ত্রোপচারই শাস্ত্রানুসারে বিশেষরূপে গর্হিত। যে চিকিৎসক স্বয়ং কখনও শস্ত্র প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করেন নাই। কেবল অধ্যয়ন লব্ধ জ্ঞান মাত্র লইয়া শস্ত্র প্রয়োগ করেন, তিনি কখন অনভিজ্ঞতা বশতঃ ব্রণের গভীরতা অপেক্ষা অধিক গভীর ভাবে, কখনও বা অল্প পরিমাণে ব্রণ ছেদ করিয়া অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূয় জনিত পীড়া যেমন দাহ যুক্ত হয়, শস্ত্র প্রয়োগের আধিক্য বা গভীরতা নিবন্ধন আম মাংস ছেদেও তেমনি মাতঙ্গ গণের দাহ ময় ক্লেশ হইয়া থাকে। অনভিজ্ঞ চিকিৎসক বিচার না করিয়া যখন অল্পমাত্র গভীর ক্ষত বিদারণে বল পূর্ব্বক অতি গভীর ভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করেন, তখন তিনি রুগ্ন মাতঙ্গের জীবন দান না করিয়া তাহাকে হত্যাই করিয়া থাকেন। তাদৃশ শস্ত্র প্রয়োগের ফলে রুগ্ন মাতঙ্গের ক্ষত স্থান সহসা স্ফীত হয়; তখন উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে কম্প শোথ হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি রোগের যে কোনও একটি প্রায়শঃ অবিলম্বে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়; স্নায়ু ছেদে উহারা খঞ্জ কিংবা মন্দগতি হইয়া থাকে; কখনও বা মৃণাল-মুখাকৃতি ব্রণের আবির্ভাব হইতে দেখাযায় এবং সেই ক্ষত দীর্ঘকাল পূয় স্রাবের পরেও শুষ্ক হয় না।

হে নরনাথ, মাতঙ্গদেহে বক্রভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে যে দোষ ঘটে অতঃপর তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—তাদৃশ শস্ত্র প্রয়োগের ফলে মাতঙ্গগণের ব্রণে তীব্র দাহ অবশভাব রক্তিমা এবং পূয়াদিস্রাব বিদ্যমান থাকে এবং ক্ষত বিবিধ প্রকার ঔষধ প্রয়োগ সত্ত্বেও শুষ্ক হয় না; পক্ষান্তরে অপক্ক ব্রণ ছেদের ফলে মাতঙ্গ দেহস্থ রক্ত দাবানলের ন্যায় কুপিত হইয়া দেহের অন্যতম উপাদান স্বরূপ পিত্তকে কুপিত ও রক্তমাংস দূষিত করে এবং বায়ুর সহযোগে ব্রণযুক্ত স্থান অত্যন্ত স্ফীত করিয়া তাহাতে তীব্র দাহ জন্মায়; সমধিক দাহের প্রভাবে ক্ষত অবিলম্বে বিসর্পে পরিণত হইয়া এবং তাহার চতুর্দ্দিকে নীল অরুণ ও পীত বর্ণ পীড়কা

(স্ফোট) সকল আবির্ভূত হইয়া থাকে। স্নায়ুচ্ছেদে অত্যধিক রক্তপাত হয়। হে অঙ্গনাথ, মাতঙ্গগণের সন্ধিচ্ছেদে অসংখ্য দোষ ঘটে; তাদৃশ অবস্থায় জলৌকা (জোঁক) দ্বারা সন্ধিস্থল হইতে শোণিত মোক্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ দূষিত রক্তমুক্ত না হইয়া বরং বায়ুদ্বারা ঘণীভূত হইয়া থাকে এবং বলপূর্ব্বক বাত পিত্তকে বিকৃত করিয়া পাকিয়া উঠে। হে মহারাজ, দূষিত ক্ষতের শোণিত-স্রাবের অভাবে এই সকল দোষ ঘটে পক্ষান্তরে নির্দ্দোষ ক্ষত হইতে শোণিতস্রাব ঘটিলে যে সকল দোষ ঘটে তাহা অতঃপর বর্ণনা করিব শ্রবণ করুন। গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে একান্ত অনভিজ্ঞ কেবল দৃষ্টকর্ম্মা, মাতঙ্গগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্থ শিরাসন্ধি প্রভৃতির সংস্থানজ্ঞান বিহীন চিকিৎসকগণ অনেক সময়ে শস্ত্র প্রয়োগ করিতে গিয়া মাতঙ্গগণের শিরাচ্ছেদন করিয়া বসেন। তখন ক্ষত হইতে জলযন্ত্রের ন্যায় শোণিতস্রাব হইতে থাকে এবং তাদৃশ রক্তক্ষয়ের ফলে মাতঙ্গগণের দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়া উহাদিগের মর্ম্ম সকল চ্ছেদন করে। অনন্তর নীরক্ত শিরা সমূহ বাতাভিভূত হইয়া স্বয়ং বিদীর্ণ হয় এবং হৃৎপিণ্ডকে ও অত্যন্ত পীড়ন করে। তাদৃশ পীড়নের ফলে মাতঙ্গ তৃষ্ণার্ত্ত শোণিতক্ষয় নিবন্ধন পাণ্ডুবর্ণ বিমর্ষ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই নিমিত্ত মাতঙ্গগণের শিরাচ্ছেদ সর্ব্বদা গর্হিত।

হে অঙ্গেশ্বর, মাতঙ্গগণের পক্কব্রণ যথাসময়েবিদারণ না করিলে যে দোষ ঘটে তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—তাদৃশ ব্রণ বিদীর্ণ করিয়া না দিলে ব্রণ মধ্যে সঞ্চিত দূষিত বাত পিত্তাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জলদগ্নির ন্যায় মাতঙ্গকে দগ্ধ করিতে থাকে এবং দীর্ঘকাল উপেক্ষার ফলে অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া উহাদিগের মাংস মেদ শিরা স্নায়ু প্রভৃতি আক্রমণ পূর্ব্বক বিনষ্ট করে। হে নরনাথ, ইহাই যথা সময়ে মাতঙ্গ দেহস্থ ব্রণের অবিদারণের দুঃখময় পরিণাম। * * * মহর্ষিপালকাপ্য এইরূপে ষড়ত্যয়োপচার যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন হে পৃথিবীশ্বর, মাতঙ্গ দেহে কখনও তির্য্যগ্ভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করিবে না কিংবা শিরা অস্থি মর্ম্ম ও সন্ধির অবকাশে শস্ত্র প্রয়োগ করাও একান্ত নিষিদ্ধ; কারণ শিরা কিংবা দেহস্থ যন্ত্র সমুদয় আহত হইলে বারণগণের প্রাণপর্য্যন্ত হরণ করিতে পারে। প্রথমতঃ ব্রষণী অস্ত্রের সাহায্যে বিশেষরূপে অন্বেষণ করিয়া পরে অনুকূল ভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করিবে। আসন ভাগে কলাভাগে ক্ষয়ে বংশে কিংবা কটে বৃত্তাকার শস্ত্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং অবশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কখনও বৃত্তাকারে শস্ত্র প্রয়োগ করিবে না। যখন প্রয়োজন বশতঃ বহু শাখাযুক্ত শস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক হয় তখন কাকপদ চিহ্ন সদৃশ কিংবা বহু পদযুক্ত শস্ত্রপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। তাদৃশ ক্ষেত্রে দুই

তিন চারি পাঁচ কিংবা নয় অঙ্গুলি অন্তর শস্ত্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞতা পূর্ব্বক শস্ত্র প্রয়োগে সফলতা লাভ অপেক্ষা বিজ্ঞান সম্মত শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা বিপত্তিও বাঞ্ছিততর। নাতি শীতল নাতিউষ্ণ শীর্ণলোম পিণ্ডিত পক্ব যজ্ঞডুমুর সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট স্ফীত স্থান পক্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। শস্ত্র প্রয়োগে অভিজ্ঞ চিকিৎসক, শাণিত 'বৃদ্ধিপত্র' শস্ত্রদ্বারা পক্ব ব্রণ ছেদন করিবেন। তাদৃশ অবস্থায় মাতঙ্গকে প্রতিদিন স্নেহ পান, স্নেহ সেক গব্য ঘৃত যুক্ত আহার প্রদান• উহাদিগের একান্ত হিতকর। এতাদৃশ চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ফলে ব্রণযুক্ত মাতঙ্গ পুনরায় স্বাস্থ্য সুখের অধিকারী হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্য স্থানে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রণোপক্রম লক্ষণোপক্রম বিধি।

একদা মহানুভব রোমপাদ নরপতি প্রণিপাত পূর্ব্বক মহর্ষি পালকাপ্যকে সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, আপনি মাতঙ্গগণের আগন্তুক ব্রণ সমুদয়ের লক্ষণাদি বর্ণনা করিয়াছেন এইক্ষণে মাতঙ্গগণের শারীর ব্রণ উৎপত্তির পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণাদি প্রকাশ পায় তাহা বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। মহাপ্রভাবশালী অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য সংস্কার যুক্ত বিচিত্র ভাষায় হেতু নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মাতঙ্গগণের শারীর ব্রণের তথ্য সমুদয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন;—হে নরনাথ, আমি মাতঙ্গগণের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্রণ উৎপত্তির পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণাদি প্রকাশ পায় তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুণ।

বাতজ ব্রণোৎপত্তির নিদান;—

যে সকল অল্প বয়স্ক মাতঙ্গ, নিরন্তর কুবলয় পদ্মবাদি শীতল ও কোমল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয় থাকে, তাহারা উত্তাপ মধ্যে সুদূর পথ গমন করিলে তাহাদিগের দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। তখন উহারা শীতার্ত্ত হইয়া শুষ্কওষ্ঠে-ভূতলে নিপতিত হয় এবং ধূলি কর্দ্দম পঙ্কিল জল প্রভৃতি যাহা প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা স্বীয় শরীর সিক্ত করিতে থাকে। তাদৃশ ব্যবহারের ফলে উহাদিগের কুপিত বায়ু কুপিততর হইয়া পিত্ত রক্তাদিকেও কুপিত করে এবং প্রায়শঃ উহাদিগের চর্ম্ম, চরণ, শুণ্ড ও কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিবিধ প্রকার ব্রণ উৎপদান করে। ঐ সকল ব্রণ কর্কশ, [সফেণ-পিচ্ছিল-স্রাবযুক্ত, সময়ে সময়ে এমন গভীর হয় যে তাহা ত্বক্ মাংসাদি ভেদ করিয়া অস্থি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া থাকে। মাতঙ্গগণের তাদৃশ ব্রণকে 'বাত :ব্রণ' বা বায়ু বিকার জনিত ব্রণ বলে।

পিত্তজ ব্রণোৎপত্তির নিদান;—হে অঙ্গেশ্বর, বর্ষা ঋতুতে স্বভাবতঃই তরু লতা তৃণ প্রভৃতি উদ্‌ভিজ্জের গুণ উহাদিগের ত্বক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। অম্লরস-বহুল তরু-লতাদি ভোজন নিবন্ধন মাতঙ্গগণের অন্যতম দৈহিক উপাদান পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অনন্তর শরদ্ ঋতুতে প্রখর

সূর্য্যকরে ক্লান্তদেহ তাদৃশ মাতঙ্গগণ, সুজাত ঘাস কিংবা কুবলয়াদি শীতবীর্য্য আহার গ্রহণ, প্রচুর সলিলপান প্রভৃতি পিত্ত বর্দ্ধক পান ভোজন করিতে থাকিলে উহাদিগের দেহস্থ পিত্ত কুপিত হইয়া দেহে নানাবিধ ব্রণ উৎপাদন করে। তাদৃশ ব্রণ অল্পকাল মধ্যেই পাকিয়া তাহা হইতে গলিত শব-গন্ধযুক্ত প্রভৃত স্রাব নির্গত হইতে থাকে। হরিদ্রাভ কিংবা কপোতাভ স্রাব দ্বারা মাতঙ্গগণের ত্বক্ মাংস শিরা স্নায়ু প্রভৃতি আক্রান্ত হয় এবং ব্রণে অত্যন্ত দাহ বিদ্যমান থাকে; ইহাই পিত্ত বিকারজ ব্রণের নিদান ও লক্ষণ।

গ্রীষ্মকালে অনভ্যস্ত রসযুক্ত দ্রব্য সেবন, প্রচুর পান ভোজন অল্প পরি-ভ্রমণ কিংবা অতি মাত্রায় ভোজন বিশেষতঃ দিবা নিদ্রা প্রভৃতি কারণে মাতঙ্গ দেহে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং বসন্তকালে প্রতিদিন এক প্রকার রস সেবন কিংবা শীতবীর্য্য পিচ্ছিল মধুর রস বহুল পান ভোজনের ফলে মাতঙ্গগণের হস্ত পাদ গুল্‌ফ অঙ্গসন্ধি এবং পর্ব্বদেশে শ্লেষ্মা অতি মাত্র কুপিত হয়। তাদৃশ শ্লেষ্ম প্রকোপের ফলে মাতঙ্গগণের সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ দেহের অগ্রভাগে ব্রণের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত ব্রণে অত্যন্ত কণ্ডূ (চুল্‌কানি) বিদ্যমান থাকে। কণ্ডূ বিদ্যমান থাকায় মাতঙ্গগণ বৃক্ষ প্রস্তর মৃত্তিকা প্রভৃতি যাহা কিছু সম্মুখে দর্শন করে, তাহাতেই ক্ষত স্থান এত অধিক পরিমাণে ঘর্ষণ করে যে উহা হইতে রক্ত পাত হইতে থাকে এবং সেই রক্ত পাতের ফলে পুনরায় কণ্ডূর আবির্ভাব হয়; ইহাকেই বারণগণের শ্লেষ্ম 'বিকারজ ব্রণ' বলে। উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার ত্রিদোষ জনিত ব্রণের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে 'সান্নিপাতিকব্রণ' বলে।

অনন্তর দোষজ ব্রণ সমুদয়ের বিভিন্ন আকৃতির বিষয় লিখিত হইতেছে— বারণগণের উল্লিখিত বাতপিত্ত কফ ও সন্নিপাতজ ব্রণসমুদয়ের আকৃতি ও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কোনটি সরল উন্নত, কোনটি নিম্ন ত্রিপুট, কোনটি চতুষ্কোণ, কোনটি কুটিল কোনটি মণ্ডলাকৃতি কোনটি দীর্ঘ কোনটি অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কোনটি ত্রিকোণ কোনটি বক্ররেখাগত কোনটি বাণাকৃতি কোনটি বল্মীকাকৃতি কোনটি শরাবাকৃতি কোনটি নিম্নমণ্ডল বিশিষ্ট কোনটি উন্নত মণ্ডল বিশিষ্ট কোনটি পিপীলিকা গৃহ সদৃশ কোনটি ঢক্কার মধ্য ভাগের তুল্য কোনটি যোনি মণ্ডল সদৃশ এবং কোনওটি বা বৃহৎ মুখ বিশিষ্ট এই উনবিংশতি প্রকার আকৃতি প্রায়শঃ দৃষ্টি গোচর হয়। মাতঙ্গগণের উল্লিখিত উনবিংশতি প্রকার ব্রণেরই ত্বক্ মাংস ও মর্ম্ম আশ্রয়

স্বরূপ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ত্বক্ আশ্রিত ব্রণ সূক্ষ্ম ওস্থূল এই দ্বিবিধ, মর্ম্মভাগাশ্রিত ব্রণ মর্ম্মজ মর্ম্মসন্ধিজ এবং মর্ম্মাতিগ এই তিন প্রকার। তন্মধ্যে মর্ম্মভাগাশ্রিত ব্রণ আবার দুই প্রকার।

অতঃপর আমি মর্ম্ম নির্দ্দেশ ভাগ এবং আহার আচার ব্যবায় ও ব্যায়াম প্রভৃতি বিভিন্ন নিদান সম্ভূত অপক্ক পক্ক ও পচ্যমান এই ত্রিবিধ ব্রণের প্রত্যেকের লক্ষণ উপদেশ করিব। এই প্রকারে এই সকল বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মার পৃথক্ পৃথক্ কিংবা যুগপদ্ বিকারজনিত উচ্চ ভাবাপন্ন গ্রন্থি বা ব্রণ পাকিয়া উঠে। তাদৃশ অবস্থায় যথেচ্ছ আহার বিহারের ফলে উহাদিগের শোণিত শ্লেষ্মার সহিত সম্মিলিত হয় এবং তাহাতে শুণ্ড চরণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেবাত কুপিততর হইয়া উল্লিখিত গ্রন্থি বা ব্রণকে আরও স্ফীততর করে। উক্ত ব্রণের বিস্তার বর্দ্ধিত হওয়াতে উহা প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ়কান্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহার বর্ণ দেহের অন্যান্য স্থানের বর্ণের তুল্য থাকে বটে কিন্তু আকৃতি কর্ক্কশ হয় এবং তাহাতে বেদনা অল্প থাকে; ইহাই অপক্ক গ্রন্থির লক্ষণ। পক্ষান্তরে যদি তাদৃশ গ্রন্থিতে দাহ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে উহাতে তীব্র বেদনাও অবশ্যম্ভাবী। তখন বারণগণ তাদৃশ বেদনায় একান্ত কাতর হইয়া ভূতলে শুণ্ড ঘর্ষণ করিতে থাকে কখনও বা স্বীয় স্ফীত স্থান স্পর্শ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন বদনে ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। ইহাই দাহযুক্ত গ্রন্থির লক্ষণ।

তাদৃশ গ্রন্থির ও পক্ক অবস্থার লক্ষণ অন্যান্য পক্কব্রণের লক্ষণেরই সুসদৃশ। তাহা এই যে যখন উল্লিখিত গ্রন্থিতে অত্যন্ত দাহ বিদ্যমান থাকে, তখন উহাতে তীব্র বেদনা ও বর্ত্তমান থাকে এবং উহা ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ কিংবা রক্ত বর্ণ হইতে থাকে। এই প্রকারে কয়েক দিবস অতীত হইলে উহা একান্ত বিবর্ণ ও স্পর্শে অসহনীয় হইয়া উঠে। তাদৃশ অবস্থাতে ও প্রলেপাদি দ্বারা চিকিৎসা করা যাইতে পারে; কিন্তু তাপ বিদ্যমান থাকায় ঘৃতাদি মর্দ্দন করিলে তাহা অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া ক্ষরিত হইয়া যায়। তখন উহারা কুবলয়াদি প্রিয় খাদ্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং উহাদিগের পিপাসা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হয়; উহারা পুনঃ পুনঃ বমন করিতে থাকে এবং স্বীয় বন্ধন স্তম্ভে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া ঊর্দ্ধ মুখে বৃংহণ করে। ইহাই পচ্যমাণ গ্রন্থির লক্ষণ।

পক্ষান্তরে তাদৃশ গ্রন্থি পাকিলে তাহাতে বেদনার উপশম হয়; শনৈঃ শনৈঃ স্ফীত ভাব মন্দীভূত হইতে থাকে; স্ফীত স্থানের লোমাবলী শীর্ণ তাপ

অপগত, পূয় সঞ্চার নিবন্ধন শ্বেত কিংবা পাণ্ডুবর্ণ এবং চাপ দিলে কিঞ্চিৎ-নত হইয়া থাকে। ইহাই পক্কব্রণের লক্ষণ।

ত্বক্ মাংস মেদ মর্ম্ম শিরা স্নায়ু অস্থি সন্ধি এই সকলই 'ব্রণ বস্তু' ইহার বিস্তৃত বিবরণ অমি ভবিষ্যতে বর্ণনা করিব।

বিলাপন অবসাদন রক্তাপকর্ষণ পাচন ভেদন সন্ধান পীড়ন সীবন শোষণ এবণ রক্ষণ ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্ম কৃমিহরণ উৎসাদন শীতীকরণ অস্থকৃস্থাপন ক্ষীর পান মৃদূকরণ ছেদন ধূপন রোপণ বেধন অপকর্ষণক্রিয়া বৃংহণ স্থিরীকরণ স্বেদন, লেখন কণ্ডূ ও উষ্মা আস্থাপন বন্ধনবিধি বর্ত্তি তৈল চূর্ণ ও কষায়া-লেপন স্নেহপান অনুবাসন রসক্রিয়া সবর্ণীকরণ বর্ণপ্রসাদন এবং যন্ত্রবিধি প্রভৃতি চতুশ্চত্বারিংশৎ প্রকার ব্রণোপক্রম বা ব্রণ চিকিৎসা কথিত আছে। এবিষয়ে শ্লোক কথিত আছে।

বিজ্ঞ চিকিৎসক সাবধানতার সহিত যথাকালে মাতঙ্গগণের ব্রণ পরীক্ষা করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসা করিবেন। যে বৈদ্য জিতে-ন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ প্রতিভাবান তিনিই চিকিৎসা কার্যে পূর্ণ সফলতা লাভে অধিকারী এবং চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দ্বাদশ উপক্রম বিধি।

একদা অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি স্বীয় চম্পা নগরে উপস্থিত মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক সাবধানে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্, কি করিলে মাতঙ্গগণের চিকিৎসক হওয়া যায়, তাহা আমাকে বলিয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার অপনয়ন করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন হে নরেশ্বর, এই পৃথিবীতে অসংখ্য মাতঙ্গ চিকিৎসক বিদ্যমান আছেন তাঁহাদিগের কাহারও জ্ঞান পাঁচটি বিষয়ে কাহারও জ্ঞান সাতটি বিষয়ে, কাহারও জ্ঞান তিনটি বিষয়ে কাহারও দুইটি মাত্র বিষয়ে। সেইরূপ কাহারও চারি, কাহারও নয় কাহারও চতুর্দ্দশ কাহারও বা জ্ঞান অষ্টাদশ বিষয়ে পর্য্যাপ্ত রহিয়াছে। এতন্মধ্যে যে পাচটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহা সুবিখ্যাত ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম। তন্মধ্যে ক্ষিতির গুণ পাঁচ প্রকার, জলের গুণ চারি প্রকার, তেজের গুণ তিন প্রকার বায়ুর গুণ দুই প্রকার এবং আকাশের গুণ এক প্রকার মাত্র। তন্মধ্যে ক্ষিতির গুণ—শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ। জলের গুণ—শব্দ স্পর্শ রস ও রূপ এই চতুর্ব্বিধ। তেজের গুণ—শব্দ স্পর্শ ও রূপ। বায়ুর গুণ—শব্দ ও স্পর্শ এবং ব্যোমের গুণ কেবল শব্দ। উল্লিখিত পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে ক্ষিতির ক্রিয়া ধারণ, জলের ক্রিয়া ক্লেদন, তেজের ক্রিয়া পাচন, বায়ুর ক্রিয়া ব্যূহন (সম্মেলন) এবং ব্যোমের ক্রিয়া অবকাশ দান। উল্লিখিত পঞ্চবর্গ বা পঞ্চ মহাভূত স্থূল সৃষ্টির প্রধান উপাদান এই নিমিত্ত অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাতঙ্গগণের ও সর্ব্বাঙ্গ উক্ত পঞ্চ মহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত। 'খ' শব্দের অর্থ আকাশ, আকাশ হইতে মাতঙ্গদেহে শব্দের ও সচ্ছিদ্র ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, বায়ু হইতে স্পর্শ এবং প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণের সৃষ্টি হইয়াছে। তেজঃ হইতে দর্শন পরিপাক প্রকাশ তাপ ও পিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে, অপ বা জল হইতে স্নেহ ক্লেদ শৈত্য রস ও স্বাদ গ্রহণ জন্মিয়াছে, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ ও সংঘাত ক্ষিতি হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। সেইরূপ রস রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা শুক্র এই সপ্ত ধাতু ও অপরাপর প্রাণি দেহের ন্যায় মাতঙ্গদেহের ও উপাদান

স্বরূপ। তদ্ভিন্ন বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষ ও বারণ দেহ ধারণের অন্যতম উপকরণ, ইহাদিগের সমতা রক্ষিত হইলে দেহসুস্থ ও কর্ম্ম ক্ষম হয় এবং বৈষম্যে বৈপরীত্য ঘটে। উল্লিখিত ত্রিদোষের মধ্যে বল তৃপ্তি ও উপচয় (দেহবৃদ্ধি) শ্লেষ্মের গুণ বা ধর্ম্ম, আহার পরিপাক পিত্তের ক্রিয়া এবং চেষ্টা—প্রবৃত্তি পঞ্চধা বিভক্ত বায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়া।

'দ্বি' শব্দের অর্থ আহার ও বিহার। বিহিত দেশকালে উল্লিখিত দ্বিবিধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তদ্দ্বারা বাতাদির সাম্য রক্ষিত হয়। চতুর্ব্বিধ বিষয়ের অর্থ স্বেদজ অণ্ডজ উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী এবং চিকিৎসা ক্রিয়া তাহাদেরই অধীন। উল্লিখিত ভূত সমূহ স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ; তন্মধ্যে কৃমি কীট পতঙ্গ পিপীলিকা দংশ মশক নাগ দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি প্রাণিগণ 'জঙ্গম' বা 'চর' নামে খ্যাত এবং ওষধি বনস্পতি বানস্পত্য লতা পর্ব্বতাদি 'স্থাবর' নামে আখ্যাত। তন্মধ্যে গুচ্ছযুক্ত ফলপাকান্ত উদ্ভিজ্জকে 'ওষধি' সপুষ্প ফলশালী 'বানস্পত্য' কুসুম বিহীন ফলশালী উদ্ভিজ্জগণ 'বনস্পতি' এবং গুল্মলতা বল্লী প্রতানযুক্ত 'বীরুধ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে জীবন ধারণ করিয়া থাকে এবং ইহা হইতেই রসের সৃষ্টি হয়। 'নব—বিষয়' শব্দের অর্থ প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান এই পঞ্চবিধ প্রাণবায়ু এবং মনঃচেতনা ধাতু * ও বুদ্ধি। তন্মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ এবং নিশ্বাস ও ক্ষবথু (হাঁচি) প্রভৃতি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া প্রাণি দেহের হিতসাধন করে। অপান বায়ু মূত্র পুরীষোৎসর্গ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। সমান বায়ু প্রাণিদেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া ভুক্ত আহার পরিপাক এবং শরীর ধারণে সহায়তা করে। ব্যান বায়ু পক্ব আহার রস সকল ধাতুতে প্রবিষ্ট করিয়া শরীর ধারণ করিয়া থাকে। এবং উদান বায়ু পক্ব আহার রস আমাশয়ের ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া দেহ ধারণে সাহায্য করিয়া থাকে। এই প্রকারে উল্লিখিত পঞ্চবিধ বায়ু এক যোগে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া প্রাণিগণের দেহ রক্ষা করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে উল্লিখিত পঞ্চবায়ু বিকৃত হইলে প্রাণিদেহে বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে প্রাণবায়ুর বিকৃতি ঘটিলে শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা দীর্ঘশ্বাস, চিত্তবিভ্রম ক্ষবথু (হাঁচি) বমন প্রভৃতি রোগ জন্মে। অপান বায়ু

* প্রাণাপান ব্যানোদান সমানা মানস চেতনা ধাতু বুদ্ধয়ঃ ইতি মূল।

বিকারের ফলে জঘনশূল কণ্ডু ইন্দ্রিয়োপরোধ অশ্মরী এবং মূত্র পুরীষ বিকার জনিত রোগ সমুদয়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সমান বায়ু বিকৃতির ফলে জঠরানলের দৌর্ব্বল্য অরুচি আনাহ দাহজ্বর জঠর শূল গুল্ম ও হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি ভীষণ রোগ সমুদয়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্যান বায়ু বিকৃত হইলে দেহস্থ সপ্ত ধাতুর বৈষম্য ঘটে এবং তাদৃশ বৈষম্যের প্রভাবে চর্ম্ম-রোগ গলরোগ উদাবর্ত্ত প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয়। উদান বায়ু বিকারের ফলে অন্তঃপ্রতীঘাত তৃষ্ণা শিরোরোগ মন্যাগ্রহ কণ্ঠস্বর বিকৃতি ইন্দ্রিয় বিকৃতি এবং অক্ষিরোগ প্রভৃতি অনিবার্য্য। ইহাই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর বিকার জনিত রোগ নির্দ্দেশ।

সেইরূপ শ্লেষ্ম প্রকোপ নিবন্ধন অভক্তচ্ছন্দ অভিষণ্ণ অজীর্ণ অরুচি কৃমি কোষ্ঠ কণ্ডু বিবর্ণতা এবং ক্ষয়রোগ প্রভৃতি উৎকট আশু-প্রাণনাশক ব্যাধি সমুদয়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পিত্ত প্রকোপ—প্রভাবে—পিত্তরোগ মৃদু শীতাভিলাষ অভিতাপ দাহ মদ-মূর্চ্ছা উচ্ছাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ সমূহ জন্মে এবং শোণিত প্রকোপে ও উল্লিখিত রোগ (পিত্ত প্রকোপ জনিত রোগ) সমূহই আবির্ভূত হইয়া থাকে। বাত প্রকোপ বশতঃ—উদাবর্ত্ত আনাহ শূল দন্তগ্রহ পার্শ্ব পৃষ্ঠ উদর কটি গ্রীবা শিরোগ্রহ শিরাধ্মান এবং স্নায়ু পীড়ন প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। উল্লিখিত দৈহিক উপাদান সমূহের যুগপদ্ বিকারে—প্রাণাদি ও শ্লেষ্মাদি এতদুভয়ের পৃথক্ পৃথক্ বিকারে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সকলই বিদ্যমান থাকে। ইহাই অধিষ্ঠান।

রস পঞ্চভূতাত্মক এবং মধুর অম্ল লবণ কটু তিক্ত ও কষায় ভেদে ষড় বিধ। এই ষড়বিধ রসই অধিষ্ঠানের মূল স্বরূপ। পান আহারাদি স্বরূপে গৃহীত উল্লিখিত ষড়বিধ রসই পূর্ব্বোক্ত শ্লেষ্মাদি দৈহিক উপাদানে পরিণত হইয়া অনুকূল ক্রিয়া করিলে দেহ স্বস্থ বর্দ্ধিত ও বলশালী হয় এবং প্রতি-কূল ক্রিয়া করিলে রুগ্ন হয়। ইহার আহার ও চতুর্ব্বিধ, পরিণাম বা বিপাক দ্বিবিধ এবং আস্বাদ ষড়বিধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কটু অম্ল ও লবণ রস অগ্নের লঘুপাক ও কটু পরিণাম। মধুর তিক্ত ও কষায় রস সোম গুণ বহুল এই নিমিত্ত গুরুপাক এবং মধুর বিপাক (পরিণাম)।

শ্লেষ্মা সোমাত্মক স্নিগ্ধ শীতল মৃদু মধুর গুরু লবণানুবন্ধি শ্বেত এবং পিচ্ছিল। পিত্ত আগ্নেয় উষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ লঘু কটু অম্ললবণানুবন্ধি বিশদ

পীত রক্ত কৃষ্ণ বিদাহি। বায়ু, স্বভাবতঃই শীত রুক্ষ সূক্ষ্ম ব্যবায়ী আশুকারী অদৃশ্য বলবান বেগবান স্পর্শবান লঘু এবং আস্বাদের অযোগ্য (বায়ুর স্বাদ গ্রহণ করা যায় না, প্রতীতি হইতেই তাহার রস অনুমান করা যায়)। বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মার স্বভাব এই প্রকার এবং তাহার বিকার পরস্পরের সংসর্গ হইতে হইয়া থাকে। রক্তকে পিত্তের সমান গুণ সম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু মধুর রস স্নিগ্ধ শীতল মৃদু গুরু দীর্ঘবিপাকী বিদাহী এবং পিচ্ছিল, কষায়রস রুক্ষ শীতল লঘু বিষ্টম্ভী এবং বিদাহী, তিক্ত, কষায়, রসস্বভাব নিবন্ধন কষায়রসের তুল্যগুণ বিশিষ্ট কেবল তীক্ষ্ণতা মাত্র বিশেষ গুণ। অম্লরস উষ্ণ অভ্যন্তরে বিদাহী বহিঃশীত শ্লেষ্মস্থানে তীক্ষ্ণ সদ্যঃপ্রসেকী ক্ষিপ্রপাকী এবং স্নিগ্ধ। লবণ রস তীক্ষ্ণ উষ্ণ স্নিগ্ধ লঘু এবং বিদাহী।

ইতঃপূর্ব্বেই শ্লেষ্মা পিত্তাদির বিভিন্ন প্রকার রস ব্যাখ্যাত হইয়াছে এইক্ষণে যে যে প্রকারে উল্লিখিত শ্লেষ্মাদি ক্ষয় প্রাপ্ত কিংবা বর্দ্ধিত হয় তাহা বর্ণনা করিতেছি—মধুর রস, তুল্যরসযুক্ত বলিয়া শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে, শীতলতা নিবন্ধন শৈত্য গুরুত্ব বশতঃ গৌরব এবং তুল্য যোনিত্ব নিবন্ধন তুল্য ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। অম্লরস প্রসেকী এই নিমিত্ত শ্লেষ্মের প্রসেকিত্ব গুণ বর্দ্ধিত করে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই যখন মানবগণ ডালিম ছোলঙ্গ প্রভৃতি অম্লরসযুক্ত দ্রব্য দর্শন করে তখন উহাদিগের জিহ্বা হইতে এক প্রকার কফাত্মক রস সিক্ত হইতে থাকে তাহা দ্বারাই উহার শ্লেষ্ম ক্ষরণ কারিত্ব এবং শ্লেষ্ম বর্দ্ধকত্ব সিদ্ধ হইল। যেমন মহামেঘ গঙ্গা প্রবাহকে তরল করে তেমনি লবণ রস প্রাণিগণের সন্ধি মর্ম্ম প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত শ্লেষ্মকে ক্লিন্ন করে। তাদৃশ শ্লেষ্মা বাত ও পিত্তকে অভিভূত করিয়া সর্ব্ব-শরীর ব্যাপ্ত হয় এবং দৈহিক উপাদান সমূহের বিকার উৎপাদন করে। ইত্যাদি কারণে মধুর অম্ল ও লবণ এই ত্রিবিধ রসই শ্লেষ্ম বর্দ্ধক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে।

তিক্তরস শ্লেষ্মার বিরুদ্ধ গুণযুক্ত এই নিমিত্ত উহাদ্বারা শ্লেষ্মজ বিকার প্রশমিত হইয়া থাকে—তিক্তের মাধুর্য্য বলপূর্ব্বক শ্লেষ্মের শক্তি নষ্টকরে এবং উহার লঘুতা গুণ শ্লেষ্মের গুরুত্ব অভিভূত করিয়া বিনষ্ট করিয়া থাকে। কষায় রস ও স্বীয় রুক্ষত্ব নিবন্ধন শ্লেষ্ম বিনষ্ট করে। শ্লেষ্মা কষায় রসের রুক্ষত্ব গুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ 'কটু' রস উষ্ণ বীর্য্য বলিয়া

শোষণ গুণ দ্বারা শ্লেষ্মের ধ্বংস সাধন করিতে সমর্থ হয়। উহা স্বীয় লঘুতা দ্বারা শ্লেষ্মের স্বভাব সিদ্ধ গুরুত্ব বিদূরিত করিতে সমর্থ। এই নিমিত্ত তিক্ত কষায় ও কটু রস শ্লেষ্মজ বিকার প্রশমিত করিয়া থাকে।

তুল্যগুণযুক্ত বলিয়া কটুরস পিত্ত বৃদ্ধি করে। উহা স্বীয় তীক্ষ্ণতা দ্বারা পিত্তের তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা দ্বারা উষ্ণতা রুক্ষতা দ্বারা রুক্ষতা এবং লঘুতা দ্বারা তাহার লঘুতা বর্দ্ধন করে, কারণ উভয়েরই উৎপত্তিক্ষেত্র একরূপ। সমান গুণযুক্ত বলিয়া অম্লরস পিত্তবর্দ্ধক। উহার বিদাহিত্বগুণ পিত্তের দাহিকা শক্তি বর্দ্ধিত করে তীক্ষ্ণতা গুণ পিত্তের তীক্ষ্ণতা কুপিত করে এইরূপ স্বীয় শক্তিদ্বারা উহার শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া পিত্তের প্রকোপের কারণ হইয়া থাকে। লবণ রস ও তীক্ষ্ণতা ও উষ্ণতা নিবন্ধন পিত্ত বর্দ্ধিত করে, বিস্যন্দিত্ব (ক্ষরণ কারিত্ব, গুণ দ্বারা) দ্রবীভূত করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত কটু অম্ল ও লবণ এই ত্রিবিধ রসই পিত্তবর্দ্ধক।

তিক্ত রস পিত্ত প্রশমিত করে—উহা স্বীয় শীতবীর্য্য দ্বারা পিত্তের উষ্ণতা এবং মৃদুতা দ্বারা উহার তীক্ষ্ণতা অভিভূত করিয়া থাকে। কষায় রস পিত্তের তীক্ষ্ণতা বিনষ্ট করে। উহা স্বীয় শীতলতা দ্বারা পিত্তের উষ্ণতা এবং মধুর রসানুবন্ধিত্ব নিবন্ধন উহার বল বিনষ্ট করিয়া থাকে। মধুর রস স্বীয় স্বাভাবিক মাধুর্য্য নিবন্ধন পিত্তের কটুত্ব অভিভূত করে, শৈত্য প্রভাবে পিত্তের উষ্ণতা নিবৃত্তি করে, স্নেহ গুণ দ্বারা উহার রুক্ষতা দূর করে এবং স্বীয় গৌরব দ্বারা পিত্তের বিদাহিত্ব-গুণ বিনষ্ট করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত তিক্ত কষায় ও মধুর এই ত্রিবিধ রস পিত্ত প্রশমিত করিতে সমর্থ।

কষায় রস বাত বর্দ্ধক। উহা স্বীয় স্বাভাবিক রুক্ষতা পরিশোধিত্ব মাধুর্য্য শৈত্য ও অভিষ্যন্দিতাগুণ দ্বারা দেহস্থ বায়ু কুপিত করিয়া থাকে। তিক্তরস ও কষায় রস স্বভাব নিবন্ধন কষায় রসের তুল্য গুণ সম্পন্ন এই নিমিত্ত উহাও বাত বর্দ্ধক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেইরূপ কটুরস ও স্বীয় রুক্ষতা ও লঘুতা গুণের প্রভাবে বায়ু কুপিত করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত কষায় তিক্ত ও কটু এই ত্রিবিধ রসযুক্ত দ্রব্যই বাতবর্দ্ধক।

অম্লরস বায়ুর অনুকূলতা সম্পাদন করে উহা স্বাভাবিক ক্ষিপ্রপাচন স্বভাব তীক্ষ্ণতা ক্লেদন স্নেহ উষ্ণতা নিবন্ধন বাতের শোষিত্ব শৈত্য রৌক্ষ্য ও মৃদুতা প্রভৃতি গুণ গুলিকে অভিভূত করে। লবণ রস ও স্বীয় স্বভাবদত্ত উষ্ণতা ও তীক্ষ্ণতা গুণে বায়ু প্রশমিত করে, স্নেহবত্তা নিবন্ধন বাতের পরিশোষিভাব এবং ক্ষরণ স্বভাব নিবন্ধন দ্রবীভাব আনয়ন করে। লবণ রস বায়ুর প্রতিকূলতা নিবন্ধন

এবং রস সমূহের মধ্যে অতিবীর্য্যবত্তানিবন্ধন অতি বলশালী বাতকে ও বিনষ্ট করে। মধুর রস ও স্বীয় স্নেহবত্তা নিবন্ধন রুক্ষতা জয় করে, গুরুত্ব নিবন্ধন বাতের লঘুতা জয় করে, অতি বীর্য্য এবং দাহিকাশক্তি নিবন্ধন বলপূর্ব্বক বায়ুকে অভিভূত করিয়া জয় করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত অম্ল মধুর ও লবণ এই ত্রিবিধ রসই বায়ু প্রশমিত করিতে পারে। তদ্ভিন্ন প্রাণাদি বিকৃত হইলে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় পূর্ব্বে উল্লিখিত রসসমূহ দ্বারা তাহার ও প্রতীকার হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রোগ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে যেমন মানসিক বিকার জন্মে এবং মানসিক বিকারের প্রভাবে পূর্ব্বাবদ্ধ ও হৃদয়স্ফালী এই দ্বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। তাহার উপশম না হইলে চেতনা ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত হয় এবং তাহার ফলে মাতঙ্গগণের মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। এই প্রকারে প্রাণাদি পঞ্চ, দ্বিবিধ মানস রোগ এবং চেতনা ও বুদ্ধি এই নয় 'নব' শব্দ প্রতিপাদ্য। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে - হে নরেশ্বর, বাত ও পিত্ত ও কফ এই ত্রিবিধই মাতঙ্গগণের দেহজ গুণ এবং উহাদিগের ব্যাধি সমূহ রস নিমিত্ত বা ভোজ্য পানীয় রসজনিত। ত্রিবিধ দোষে (বাত পিও কফে) যে গুরুত্বাদি দশবিধ গুণ দৃষ্ট হয় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ষড়্বিধ রসেও তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। শীত উষ্ণ স্নিগ্ধ রুক্ষ বিশদ পিচ্ছিল মৃদু তীক্ষ্ণ গুরু লঘু ইহা দশবিধ গুণ। বিজ্ঞ চিকিৎসক বাত পিত্ত ও কফের উল্লিখিত দশবিধ গুণ বিচারপূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধ রসজ প্রতিকূল গুণ দ্বারা তত্তৎ দোষজ বিকারের প্রতীকার করিবেন।

উল্লিখিত বিধানে মাতঙ্গগণের রোগ প্রতীকারে উদ্যত চিকিৎসকের অধোলিখিত চতুর্দ্দশটি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক—তাই এই—নিমিত্ত আয়ুঃ বল সত্ত্ব সাত্ম্য প্রকৃতি ব্যাধি শরীর কাল বয়ঃক্রম দেশ গ্রহণী বা পাকস্থলী অভিচার ও আশাস্তক এই চতুর্দ্দশটি বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য ; কারণ চিকিৎসা ইহাদিগেরই

অনন্তর ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা করিব। উহাদিগের মধ্যে চিকিৎসক আহ্বানের নিমিত্ত দূতাদির আগমনে, রোগীর অবস্থা জ্ঞাপনে চিকিৎসকের প্রস্থানে রোগীর গৃহ প্রবেশে প্রশ্নে ঔষধ গ্রহণে এবং চিকিৎসারম্ভেই নিমিত্তের বা ভাবী শুভাশুভ ফল জ্ঞাপক লক্ষণ সমুদয়ের পরীক্ষা করা বিজ্ঞ চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে বিজ্ঞ চিকিৎসক যদি স্বীয় মঙ্গল কামনা করেন তাহা হইলে প্রস্থানকালে ও প্রবেশকালে ভাবী শুভাশুভ ফলজ্ঞাপক লক্ষণ সমুদয় পরীক্ষা করিয়া পরে চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইবেন।

দীর্ঘায়ু মাতঙ্গের লক্ষণ।

রুগ্ন মাতঙ্গের চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইয়া দূরদর্শী চিকিৎসক, প্রথমতঃ তাহার আয়ুঃ বা জীবনকাল পরীক্ষা করিবেন। যে মাতঙ্গের স্বাভাবিক অঙ্গসন্ধি সমূহ ঘন সন্নিবিষ্ট ও দৃঢ়, দেহ আয়ত ও লোমাবলী-পরিশোভিত, অণ্ডকোষ পরিপূর্ণ কুম্ভ বিশাল, শ্রবণযুগল বৃহৎ, মস্তকস্থ কেশ মৃদুদীর্ঘ কুঞ্চিত ও স্নিগ্ধ, এক একটি লোম যুগ্মজাত, মুখমণ্ডল পৃথু ও আয়ত, গ্রীবাদেশ বিশাল, মেরুদণ্ড গুণ-মুক্ত ধনুর সদৃশ, পুংচিহ্ন সুনিষ্ক্রান্ত, কর দীর্ঘাঙ্গুলিযুক্ত, বক্ষঃস্থল বিশাল, দেহস্থ লোমগুলি মৃদু ও দীর্ঘ, জঘন দেশ পরস্পর সংহত, দেহ সরল, সুগোল ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দু সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত, শিরাজাল সুবিভক্ত, শুণ্ড অনতিদীর্ঘ ও সুগন্ধি, নেত্রদ্বয় সুচারু, বৃংহণস্বর সুশ্রাব্য মাংসপেশী সকল সু-উপবীত, শ্রবণযুগল সর্ব্বদা সশব্দ, কর চরণস্থ বিংশতি নখ স্নিগ্ধ স্ফটিক নির্ম্মিত অর্দ্ধচন্দ্রবৎ পরিপূর্ণ, সুগতি এবং সম্মুখভাগ ভীষণ-দৃশ্য। এই সকলই দীর্ঘায়ু মাতঙ্গের লক্ষণ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে --

সহস্র মাতঙ্গের মধ্যে একটিমাত্র মাতঙ্গের উল্লিখিত লক্ষণ সমষ্টি বিদ্যমান থাকিতে পারে! ফলতঃ ইহা অতি সত্য যে উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণ কোনও মাতঙ্গেই বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়না। তবে আমার (পালকাপ্য ঋষির) বোধ হয় যে সকল মাতঙ্গের উল্লিখিত লক্ষণাবলীর মধ্যে যত অধিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে সেই মাতঙ্গ তত অধিককাল জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয়; যে মাতঙ্গের উল্লিখিত লক্ষণাবলীর মধ্যে তিনটিমাত্র লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে সে তৃতীয় কিংবা চতুর্থদশা (৩০—৪০ বৎসর) জীবন ধারণ করিয়া পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; যে মাতঙ্গের উহার পাঁচটিমাত্র লক্ষণ বিদ্যমান থাকে সে পঞ্চম বা ষষ্ঠি দশা (৫০—৬০ বৎসরকাল) জীবনধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে; যে মাতঙ্গের উহার ছয়টি লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান থাকে সে সপ্তম বা অষ্টম দশা (৭০—৮০ বৎসর) প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয়, যে মাতঙ্গের উহার সাতটি লক্ষণ প্রকাশিত সে নবর্ম কিংবা দশমদশা (৯০—১০০ বৎসরকাল) জীবিত থাকিয়া প্রাণ ত্যাগ এবং যে মাতঙ্গে উল্লিখিত লক্ষণাবলীর মধ্যে আটটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট লক্ষিত হয় সে একাদশ কিংবা দ্বাদশদশা (১১০—১২০) পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বিজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসা করিতে রুগ্ন মাতঙ্গের দৈহিক শক্তির পরিমাণও অবধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ মাতঙ্গগণের দৈহিকশক্তিকে

'প্রাযোগিক' ও 'চির পরামর্শিক' এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রাযোগিক দশ যোজনাদি পথ গমন দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ইহা পুর্ব্বেই কথিত হইয়াছে সুতরাং এই লক্ষণে কেবল 'বৈরপরামর্শিক' বলের বিষয় বর্ণনা করিলেই চলিবে। চতুর্হস্ত নিখাত অষ্ট হস্ত উচ্চ এবং চতুর্হস্ত ব্যপ্তি বিশিষ্ট প্রস্তরাদি নির্ম্মিত স্তম্ভ মর্দ্দন দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে ;—আকৃতিগত বিশালতা দ্বারা কদাচ অবধারিত হয় না, কারণ ক্ষুদ্রদেহ পিপীলিকা স্বীয় দেহ অপেক্ষা দশগুণ ভার বহন করিতে সমর্থ ইহা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাতঙ্গগণের উল্লিখিত দ্বিবিধ শক্তিই 'সহজ' ও 'আহারজ' ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে 'সহজ' বল ও সকল প্রাণী অপেক্ষা সমধিক এবং তাহা আভ্যন্তরিক 'সত্ত্ব' শরীর-প্রমাণ বীর্য্যবত্তা ও মদপ্রভাব দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে 'আহারজ বল' ও চতুর্ব্বিধ-আহার দ্বারা শরীরে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মাতঙ্গগণের শরীরোপচয় সাত প্রকার তাহা শোফ অধ্যায় পাঠ করিয়া অবগত হওয়া আবশ্যক। সহজ বল বা স্বাভাবিক সামর্থ্য ও উত্তম মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে যে মাতঙ্গ শীত উষ্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণা আতপ বর্ষাধারা শস্ত্রাঘাত ভার বহন, নগরাদি প্রমর্দ্দন, জল তরণ এবং শস্ত্রোপচার অগ্নিকর্ম্ম ও ক্ষার প্রয়োগাদিতে অনুদ্বিগ্ন থাকে ও স্নেহ পানাদি সহ্য করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই উত্তম বলশালী মাতঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। মধ্যম ও অধম বলশালী মাতঙ্গ ও তেমনি উল্লিখিত গুণাবলীর অনুপাতেই মধ্যম এবং অধম বলিয়া জানিতে হইবে। এই প্রকার বলাবল পরীক্ষা করিয়া পবে ঔষধের মাত্রা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। অন্যথা উত্তম বলশালী মাতঙ্গকে দুর্ব্বল মনে করিয়া ঔষধের মাত্রা নির্দ্ধারণে ভ্রম করিলে রোগের প্রতীকার হয় না। যেমন অল্প অগ্নি প্রভূত ইন্ধন (জ্বালানী কাঠ) দ্বারা অভিভূত হইলে বায়ু দ্বারা সন্ধুক্ষিত না হইলে কার্য্যকর হয় না, তেমনি অসম্যক্ প্রযুজ্যমান অল্প ঔষধও রোগ প্রতীকারে সমর্থ হয় না প্রত্যুত প্রকারান্তরে রোগ বৃদ্ধিরই নিমিত্ত-স্বরূপ হইয়া থাকে। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপে বারণগণের চতুর্ব্বিধ দৌর্ব্বল্যের মধ্যে চতুর্থ প্রকার দৌর্ব্বল্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নিমিত্ত স্থূলভাবে রুগ্ন মাতঙ্গের পরিমাণাদি দ্বারা বলাবল পরীক্ষাপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ মধ্যম ও মৃদুবীর্য্য ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে বিজ্ঞ চিকিৎসক রুগ্ন মাতঙ্গের বলাবল নির্দ্ধারণপূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

চিকিৎসাকালে রুগ্ন মাতঙ্গের সত্ত্ব জ্ঞান ও চিকিৎসকের একান্ত প্রয়োজনীয়। উল্লিখিত সত্ত্ব তামসিক রাজসিক এবং সাত্ত্বিক ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে তামস-সত্ত্ব-

সম্পন্ন বারণগণ সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন স্বভাব; এবং উহারা ছেদন লেখন দহন সীবন বিশ্রাবণ উদ্ধারণ ক্রিয়া সহ্য করিতে অসমর্থ, এই নিমিত্ত উহাদিগের বিলায়ন পাচন ভেদন শোধন অবসাদন এবং ক্রমি হরণ শস্ত্রাগ্নিক্ষার কর্ম্ম প্রভৃতি আপাত ক্লেশকর প্রতিক্রিয়া সমুদয় ঔষধ দ্বারাই সম্পাদন করিতে হয়। রাজসিক সত্ব বিশিষ্ট বারণগণ মধুর বাক্য প্রয়োগ, সুশীতল জল ও সুস্বাদু কবল প্রদান প্রভৃতি দ্বারা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলে ছেদন ভেদনাদি সহ্য করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে সাত্বিক সত্ব সম্পন্ন বারণগণ তাদৃশ চিকিৎসা হিতকর জ্ঞানে নির্ব্বিকারভাবে সহ্য করিয়া থাকে। ইহাই বারণগণের ত্রিবিধ সত্ত্বব্যাখ্যাত হইল এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—হে নরনাথ, ইহাই মাতঙ্গগণের ত্রিবিধ সত্ব নির্ণয় কীর্ত্তিত হইল বিজ্ঞ চিকিৎসক উল্লিখিত ত্রিবিধ সত্বের পারম্পর্য্য লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইলে সফলতা লাভে সমর্থ হইবেন।

বিজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইয়া বারণগণের সাত্ম্য (চিরন্তন অভ্যাস) ও পরীক্ষা করিবেন। উল্লিখিত সাত্ম্য ও ‘জাতিসাত্ম্য’ ‘প্রকৃতি সাত্ম্য’ ও ‘রস সাত্ম্য’ ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে ‘জাতি সাত্ম্য’ হস্তী জন্মাবধি ক্ষীর পান করে এবং এই নিমিত্ত উহাদিগের দেহের উপাদান স্বরূপ সপ্তধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অভ্যাসকেই ‘জাতি সাত্ম্য’ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। বৃক্ষত্বক্ তরুমূল ঘাসগ্রাস তরুপল্লব পদ্ম মৃণাল প্রভৃতি প্রকৃতি দত্ত দ্রব্য সতত ভোজন, পাংশুক্রীড়া জলাবগাহন যদৃচ্ছাক্রমে আহার গ্রহণ শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস এই সকলই বারণগণের ‘প্রকৃতি সাত্ম্য’ এবং মধুর অম্ল লবণ কটু তিক্ত ও কষায় এই ষড্‌বিধ রসের অন্যতম অভ্যস্ত হইয়া দৈহিক পুষ্টি সাধনের কারণ হয়, তাহাকেই ‘রসসাত্ম্য’ আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে বিজ্ঞ চিকিৎসক, রুগ্ন মাতঙ্গের সাত্ম্য বা চিরন্তন অভ্যাস সবিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ও পথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করিলে কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হইবেন না।

বারণগণের চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী চিকিৎসক উহাদিগের প্রকৃতিও পরীক্ষা করিবেন। বাত পিত্ত ও শ্লেষ্ম প্রভেদে বারণগণের প্রকৃতি ও ত্রিবিধ এবং তৎ-সমুদয় প্রকৃতি অধ্যায়ে বর্ণনা করিব। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—বারণগণ সাধারণতঃ বাত পিত্ত ও কফ ভেদে ত্রিবিধ প্রকৃতি সম্পন্নই হইয়া থাকে। বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াই চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইবেন।

বারণগণের চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী চিকিৎসক, উহাদিগের ব্যাধির ও পরীক্ষা করিবেন। ব্যাধি সাধারণতঃ সাধ্য কৃচ্ছ্র-সাধ্য, যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয় এই চতুর্ব্বিধ।

তন্মধ্যে 'সাধ্য' শব্দের অর্থ সুখসাধ্য এবং সুখসাধ্য ব্যাধি বাতাদি এক একটি দৈহিক উপাদানের অবিমিশ্র বিকার সম্ভূত এবং অচির সমুত্থিত। তদ্ভিন্ন রুগ্ন মাতঙ্গের জঠরানলও প্রদীপ্ত থাকা আবশ্যক। যে ব্যাধি বাতপিত্তাদি দৈহিক উপাদানের যুগপদ্ বিকার সম্ভূত দীর্ঘকাল যাবৎ উৎপন্ন শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত, জঠরানলের দৌর্ব্বল্য সমন্বিত এবং পরিচারকগণের অযত্নোপেক্ষিত তাহাই কৃচ্ছ্রসাধ্য নামে অভিহিত। প্রদীপ্ত জঠরানল বলশালী ক্ষীণ মাংস ও মেদঃ সম্পন্ন এবং দীর্ঘায়ু লক্ষণযুক্ত মাতঙ্গ দোষ-ধাতু-বৈষম্য-নিবন্ধন ব্যাধিগ্রস্ত হইলে প্রায়শঃ রোগমুক্ত হয় না কিংবা মৃত্যুমুখেও পতিত হয় না বরং ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা রোগের হ্রাস হইয়া থাকে, বারণগণের তাদৃশ রোগকে 'যাপ্য' রোগ বলে। পক্ষান্তরে বারণগণের যে রোগ যুগপদ্ বাত পিত্তাদি বিকার লক্ষণযুক্ত, যে রোগের আক্রমণ প্রভাবে রোগীর বল ইন্দ্রিয় সমুদয় ও রক্ত মাংসাদি দৈহিক উপাদান সমূহ যুগপদ্ বিক্ষোভিত হয়, যাহার আক্রমণের ফলে অপস্মার উৎকর্ণক শ্বাস অরুচি প্রবল পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গ উদর পুংচিহ্ন প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অতিশয় স্ফীত ভাব কিংবা একান্ত কৃশতা রক্তস্রাব রক্ত বমন মলমূত্রাদির অস্বাভাবিক অল্পতা সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগের মৃত্যু আসন্ন বলিয়া জানিবে। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে – যে বিজ্ঞ চিকিৎসক মাতঙ্গগণের চতুর্ব্বিধ ব্যাধির তত্ত্ব অবধারণ করিয়া পরে তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন তিনিই মাতঙ্গগণের চিকিৎসা করিতে সমর্থ এবং ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

রুগ্ন মাতঙ্গের চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী চিকিৎসকের চিকিৎস্য বারণগণের শরীরও পরীক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। মাতঙ্গদেহে সাধারণতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয়-দৈহিক উচ্চতা দৈর্ঘ্য পরিণাহ (ঘের) স্থূলতা কৃশতা ঋজুতা বক্রতা দৃঢ়বন্ধতা শিথিলবন্ধতা প্রভৃতি। তদ্ভিন্ন দেহের অভ্যন্তরবর্ত্তী ভাব সমুদয়েরও পরীক্ষা করা বিধেয়। আভ্যন্তরিক পরীক্ষার বিষয়—সপ্তত্বক্ সাতশত মাংসপেশী সাতশত শিরা পাঁচহাজার স্নায়ু পাচশত অশীতি স্নায়ু-কূর্চ্চ (সূক্ষ্ম শাখা), পঞ্চবিংশতি ধমনী এক সহস্র ছিয়ানব্বইটি রোমকূপ কেহ বলেন রোমকূপ সমূহ অসংখ্যেয়। তিনশত বিংশতি-খানি অস্থি এবং তাহাদিগের কপালাদি ষড়্‌বিধ আকৃতি।

সেইরূপ শরীরাবয়বের সংখ্যা ও একশতকুড়ী। তন্মধ্যে অঙ্গ সন্ধি সমূহের সংখ্যা † * * * মাতঙ্গদেহের উল্লিখিত সন্ধি সমূহের আকৃতি প্রতর কোশ মণ্ডল সামুদ্গ উলূখল বায়সতুণ্ড শঙ্খাবর্ত্ত ও তুণসীবন ভেদে

---

† ত্রীণি ষট্ ষষ্ট্যানি মূল ?

অষ্টবিধ। তন্মধ্যে কূর্ম্ম পলিপাদ সন্দানভাগ শ্রোহি এবং অপস্কার প্রদেশে কোশসন্ধি বিদ্যমান, অংস কক্ষ বাহু ককুদিকা গ্রন্থী অষ্টীব্য মণ্ডূক শঙ্খ চক্র সকৃথি এবং অবকৃষ্ট প্রদেশে সামুদ্গ সন্ধি বর্ত্তমান, পৃষ্ঠবংশ কৃকাটিকা স্তন নির্যান কর্ণ শ্রবণৈষিকা কুম্ভান্তর কুম্ভ কট ও গণ্ড প্রদেশে 'তৃণ সীবন সন্ধি' বিরাজমান শঙ্খ হনু কপোল সগদা মৃক্কলী († সৃক্কণী) ও ওষ্ঠ প্রদেশে বায়সতুণ্ড সন্ধি সমূহ বিদ্যমান। কট অক্ষিকূট অপাঙ্গবর্ত্ম নেত্র ক্লোম হৃদয় ও নাভিদেশে 'মণ্ডল' সন্ধি বর্ত্তমান এবং বহিঃস্থ প্রতিমান শম্বূক ও দন্তবেষ্ট প্রদেশে শঙ্খাবর্ত্ত:সন্ধি বিদ্যমান। স্রোতঃ শৃঙ্গাটক * * হে নরেশ্বর ইহাই মাতঙ্গদেহের সন্ধি সমূহ বর্ণিত হইল। তদ্ভিন্ন মাতঙ্গদেহে একশতসাতটি মর্ম্মস্থান, পঞ্চদশ ইন্দ্রিয়, চারিশত ছেচল্লিশ অবয়ব এবং সন্ধি ও অস্থি ভাগাশ্রিত ষোড়শ কণ্ডুর বিদ্যমান আছে। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—বিজ্ঞ চিকিৎসক উল্লিখিত প্রকারে মাতঙ্গদেহের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমুদয় অবগত হইয়া শস্ত্রপ্রয়োগ করিলে কখনও বিপন্ন হইবেন না।

সেইরূপকাল বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকাও বিজ্ঞ চিকিৎসকের একান্ত আবশ্যক; কারণ যথাকালে প্রযুক্ত স্নেহন স্বেদন অনুবাসন প্রভৃতি ক্রিয়া ফলবতী হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে বারণগণের বাত পিত্তাদির বিকারজনিত উপদ্রব প্রশমিত দেহের উপাদান স্বরূপ সপ্তধাতু প্রকৃতিস্থ এবং বল ও বর্ণ স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে অকালে প্রযুক্ত প্রতিক্রিয়া বিপরীত ফল আনয়ন করে, এই নিমিত্তকাল পরীক্ষাপূর্ব্বক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা একান্ত বিধেয়। পাঞ্চভৌতিক দেহ সাধারণতঃ 'কল্প' ও 'অকল্প' ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যে শরীরে দোষ ও ধাতুর সাম্য বিদ্যমান থাকে তাহা 'কল্প' শরীর নামে আখ্যাত হয় এবং দোষ ধাতু সাম্যের ফলে জঠরানল প্রদীপ্ত থাকায় উত্থান উপবেশন ও গমনাদি ক্রিয়া সম্পাদনে সর্ব্বদা স্ফুর্ত্তিযুক্ত থাকে। তদ্ভিন্ন তাদৃশ মাতঙ্গের শ্বাস প্রশ্বাস, নিমেষ উন্মেষ ও মলমূত্রাদি ত্যাগ কার্য্য স্বাভাবিকভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে মাতঙ্গের দোষ ধাতুর বৈষম্য ঘটে তাহার দেহকে 'অকল্প শরীর' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। তাহার উল্লিখিত গুণ সমুদয়ই বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিস্থ মাতঙ্গের যেমন যথাকালে ক্রিয়ানুষ্ঠান আবশ্যক, ব্যাধিপীড়িত মাতঙ্গেরও তেমনি যথা সময়েই স্নেহন স্বেদন অনুবাসনাদিক্রিয়া প্রযুজ্য। এই নিমিত্ত সুবিজ্ঞ মাতঙ্গ-চিকিৎসকের কাল পরীক্ষা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। উল্লিখিত

† সম্ভবতঃ সৃক্কণী হইবে। * চিরবিলুপ্ত।

কাল হেমন্ত শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা ও শরৎ এই ছয় প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াও পুনরায় শীত উষ্ণ ও সম এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে হেমন্ত ও শীত ঋতুতে ওষধি সমুদয়ের বীর্য্য সমত্ব প্রাপ্ত এবং সেই নিমিত্ত মধুর পরিণাম হইয়া থাকে। তাহার ফলে তাদৃশ আহারযুক্ত প্রাণীর পিত্ত ও বায়ু ক্ষীণতা প্রাপ্ত এবং শ্লেষ্ম বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। বসন্ত ঋতুতে দিবানিদ্রা ও ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক নিবন্ধন মাতঙ্গগণের শ্লেষ্ম কুপিত হইয়া নানাবিধ বিক্রিয়া উপস্থিত করে। গ্রীষ্ম ঋতুতে ওষধি সমুদয় প্রখর দিনকর-করসন্তাপিত হইয়া নিঃসৃত বীর্য্য হইয়া থাকে। এবং তাহা ভক্ষণের ফলে বারণগণের বায়ু প্রবল ও শ্লেষ্মাক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বর্ষা ঋতুতে শীতবায়ু ও উষ্মা দ্বারা শরীর অভিহত হওয়ায় দেহস্থ বায়ু পুনঃ পুনঃ কুপিত হইয়া থাকে। উক্ত ঋতুতে আহার স্বরূপ ওষধি সমুদয় ও সমগুণযুক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ তখন উহাদিগের গ্রীষ্ম-গুণও থাকে না শীতগুণও উৎপন্ন হয় না; এই নিমিত্ত এই ঋতুতে পিত্ত বিশেষরূপে বৰ্দ্ধিত হয় এবং শ্লেষ্মাক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে শ্লোক কথিত আছে - বিজ্ঞ চিকিৎসক যে ঋতুতে যে দোষ (বাতপিত্ত কফ) বৰ্দ্ধিত হয় তাহা যথাযথভাবে অবগত হইয়া মাতঙ্গগণের রোগ প্রতীকারার্থ যত্ন করিবেন, অন্যথা দোষ বৰ্দ্ধিত হইয়া রুগ্ন মাতঙ্গের ধ্বংস সাধন করিতে পারে।

মাতঙ্গগণের বয়স্ ও বাল্য মধ্যম এবং বাৰ্দ্ধক্য ভেদে ত্রিবিধ। রুগ্নমাতঙ্গের চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী চিকিৎসক সেই সেই বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা বয়ঃক্রম অবধারণ করিয়া ঔষধের মাত্রাদি নিরূপণ করিবেন। যে মাতঙ্গের নখাবলী ও নয়নদ্বয় তাম্রাভ লোমাবলী সূক্ষ্ম ওষ্ঠ তালু ও জিহ্বা তাম্রবর্ণ গতি মন্দ অধরের কৃষ্ণবর্ণ ও পলিহস্ত অব্যক্ত তাদৃশ মাতঙ্গকে বাল্যে বিদ্যমান বলিয়া বুঝিতে হইবে। যাহার দেহ তেজঃ বল ও বেগসম্পন্ন, যে গ্রহণ ও ধারণ ক্ষম, যাহার দেহস্থ মাংস-পেশী সমুদয় দৃঢ় ও তুল্যভাবে বৰ্দ্ধিত প্রোহ সন্দান অষ্ঠীব্য পার্শ্বদেশ প্রভৃতি সবল ও বলি বা ত্বকতরঙ্গবিহীন তাদৃশ মাতঙ্গকে তরুণ বয়স্ক বলিয়া জানিতে হইবে এবং যাহার বেগবিহীন ক্ষীণ দেহ বলি বা ত্বক্‌তরঙ্গশোভিত পিত্ত বা অগ্নিবলের হ্রাস নিবন্ধন স্বভাবতঃই যাহার দেহকান্তি মলিন সুতরাং গ্রীবাদেশ শিথিল ও যে গমনাদিতে নিরুৎসাহ এবং অসমর্থ তাদৃশ মাতঙ্গকে বাৰ্দ্ধক্যে উপনীত বলিয়া জানিতে হইবে। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে— চিকিৎস্য মাতঙ্গের বাল্যাদি ত্রিবিধ বয়ঃক্রম পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগাদি করা কৰ্ত্তব্য।

সেইরূপ রুগ্ন মাতঙ্গের চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী চিকিৎসকের পক্ষে রোগের জন্ম এবং অবস্থিতি স্থানেরও পরীক্ষা পূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্যাদি নির্ব্বাচন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বারণগণের অধিষ্ঠিত দেশ সমূহ প্রধানতঃ জাঙ্গল আনুপ ও সাধারণ ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে জাঙ্গলদেশ অবকাশবহুল এবং পরিপুষ্ট খদির অশ্বকর্ণ তিলক তিনিশ ধব শল্লকী সাল সোমবল্‌ক প্রভৃতি তরুরাজি বিরাজিত, প্রবল পবন প্রচারযুক্ত, মরীচিকা-ক্রিয়া-বিলসিত অগ্নিদগ্ধ ভূমিতুল্য খর পরুষ শর্করা সিকতা বহুল এবং বহুবিধ হিংস্র বন্য জন্তু সমাকুল। তাদৃশ স্থানে অবস্থান কালে মাতঙ্গ-গণের যে সকল রোগ জন্মে তাহাতে প্রায়শঃ বাত পিত্ত ও রক্তের বিকার বিদ্যমান থাকে এবং তাদৃশ জাঙ্গল প্রদেশে উৎপন্ন মাতঙ্গগণ দৃঢ় কঠিন দীর্ঘ ও পরাক্রম-শালী-দেহ বিশিষ্ট ক্ষুৎপিপাসা সহ বলশালী ও কোপন স্বভাব হইয়া থাকে। যে প্রদেশ তাল নারীকেল খর্জ্জুর চূত অম্রাতক নিম্ব জম্বু কদম্ব যজ্ঞডুমুর অশোক তিলক সাল কদলী বকুল সপ্তপর্ণ কর্ণিকার প্রভৃতি তরুরাজি বিরাজিত, কুরর হংস ক্রৌঞ্চ চক্রবাক শুক সারিকা কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গকুল মুখরিত এবং সতত কুসুমিত তরুরাজি পরিশোভিততটা জলবিহারী বিহগকুল মুখরিতা বিবিধ জলজ কুসুম ভূষিতা গিরিণদী সমূহদ্বারা অলঙ্কৃত, তাহাই অনুপ প্রদেশ। তাদৃশ প্রদেশে জাত মাতঙ্গ বিপুল দেহবিশিষ্ট উজ্জ্বলবর্ণ বিশাল ও আয়ত করচরণ পৃষ্ঠ অণ্ডকোষ পৃষ্ঠদেশ ও মস্তক বিশিষ্ট এবং সুকুমার দেহ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাদৃশ প্রদেশে মাতঙ্গগণের অনেক সময়েই রোগ জন্মে এবং উক্ত রোগ সমুদয় ও প্রায়শঃ শ্লেষ্মা-বিকার সম্ভূতই হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন উল্লিখিত দ্বিবিধ দেশ প্রসঙ্গে বর্ণিত তরুলতা-গুল্মবাতস্পর্শ ওষধি মৃগশকুনিগণযুক্ত কদাচিৎ জলাশয়াদি পরি-শোভিত প্রদেশকে সাধারণ আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। তাদৃশ প্রদেশ-জাত মাতঙ্গগণ প্রায়শঃ দৃঢ় অথচ সুকুমার দেহ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত প্রদেশে মাতঙ্গগণের ত্রিদোষ-বিকারজনিত ব্যাধি সমুদয়ই দেশ প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—বিভিন্ন প্রদেশের গুণ দোষজ্ঞ চিকিৎসক উল্লিখিত প্রকারেদেশ বিচার পূর্ব্বক রুগ্নমাতঙ্গের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেসফলতা লাভে সমর্থ হইবেন।

বিজ্ঞ চিকিৎসক, প্রাণী মাত্রের বিশেষরূপে বারণগণের গ্রহণী বা পরিপাকশক্তি ও পরীক্ষা করিবেন; কারণ পরিপাক শক্তি সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত না হইয়া প্রতীকার সম্ভবপর নহে। বারণগণের উল্লিখিত পরিপাক শক্তি তীক্ষ্ণ মন্দ সম ও বিষম ভেদে চতুর্ব্বিধ। উহা পিত্তাধিক্য নিবন্ধন তীক্ষ্ণ, শ্লেষ্মপ্রাবল্য বশতঃ

মন্দ, বাতপিত্ত ও কফের সাম্য প্রভাবে সম এবং বায়ুর প্রাচুর্য্য প্রভাবে বিষম ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। যে মাতঙ্গের ঘাসগ্রাস (কুচ্‌ড়া) পদ্মমৃণাল লবণ তণ্ডুল প্রভৃতি আহারের পরে সাতভার পর্য্যন্ত ঘাস ভোজনেও জাঠরানল বিকৃত না হয় বরং মল দৃঢ় থাকে, তাদৃশ বারণকে 'তীক্ষ্ণজ্যোতিঃ' আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে মাতঙ্গ পূর্ব্বোক্ত বারণের অর্দ্ধাহারও গ্রহণ করিতে পারে না বরং শ্লেষ্ম প্রাবল্য নিবন্ধন তরল বিবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত মল ত্যাগ করে, তাহাকে 'মন্দজ্যোতিঃ' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে।

যে মাতঙ্গ, পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ তৈল লবণ মিশ্রিত তণ্ডুলাদি ভোজনান্তে তাদৃশ পরিমিত তৃণাদি ভোজন করিতে সমর্থ হয় এবং সুস্থ চিত্ত থাকিয়া স্নিগ্ধ অথবা ঘনমল ত্যাগ করে, + তাদৃশ মাতঙ্গকে ত্রিদোষের সাম্য নিবন্ধন 'সমজ্যোতিঃ' আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে মাতঙ্গ কখনও পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে তৃণাদি ভোজন করে কখনও বা সযত্নে প্রদত্ত অতি অল্প পরিমিত তৃণাদিও ভোজন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং কঠিন ও তরল এই দ্বিবিধ দুর্গন্ধযুক্ত মল ত্যাগ করে তাদৃশ মাতঙ্গকে বাত সংসর্গ নিবন্ধন 'বিষমজ্যোতিঃ মাতঙ্গ বলা হইয়া থাকে। হে নরেশ্বর, এই ত্রিবিধ মাতঙ্গের মধ্যে তীক্ষ্ণজ্যোতিঃ বারণগণ প্রভুত আহার গ্রহণ করিয়া স্বীয় দুরাকাঙ্ক্ষা বশতঃ তৃপ্ত হয় না বরং প্রচুর আহার পরিপাক নিবন্ধন মাংসল হয় এবং উহা দিগের মাংসপেশীগত বায়ু প্রায়শঃ কুপিত হইয়া থাকে। মন্দজ্যোতিঃ বারণগণের পাকস্থালীর শক্তি না জানিয়া পরিচারকগণ প্রায়শঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উহাদিগকে প্রচুর খাদ্য ভোজন করায় এবং তাহার ফলে উহারা স্থির মাংসমেদঃ সম্পন্ন ও অলস হইয়া কখনও শান্তিলাভে সমর্থ হয় না; পক্ষান্তরে সমজ্যোতিঃ বারণগণ সমোপচিত বল এবং জব সম্পন্ন ও উৎসাহশীল হইয়া থাকে এবং বিষমজ্যোতিঃ মাতঙ্গগণ, দেহস্থ বায়ুর বৈষম্য বশতঃ কখনও স্বস্থ কখনও বা অস্বস্থ অবস্থায় জীবন যাপন করে।

মাতঙ্গগণের জাঠরানল ও সম মন্দ তীক্ষ্ণ এবং বিষমভেদে চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে সমপাকী, সম বিষমপাকী বিষমমন্দপাকী মন্দ এবং সর্ব্বভুক্ত পাকী তীক্ষ্ণ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে তীক্ষ্ণ ও বিষম অপরিমিত ও বিষম পরিপাকিত্ব নিবন্ধন অপ্রশস্ত এবং সম ও মন্দ প্রশস্ত। মন্দের জঠরানল প্রদীপিত এবং সমের সংরক্ষিত করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—বিজ্ঞ চিকিৎসক বারণগণের চতুর্ব্বিধ গ্রহণী শক্তি সম্যকরূপে অবগত হইয়া পরে ঔষধ প্রয়োগ করিলে সফলতা লাভে সমর্থ হইবেন।

বারণগণের চিকিৎসায় ব্রতী সুবিজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎস্যব্যাধি অভিচার ‡ সমুত্থিত কিংবা দোষ সমুত্থিত তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া পরে চিকিৎসা করিবেন। উল্লিখিত দ্বিবিধ ব্যাধির মধ্যে বাতপিত্ত ও কফের অবিমিশ্র লক্ষণ-যুক্ত ব্যাধিতে তত্তৎলক্ষণ বিদ্যমান থাকে এবং সেই সেই দোষের (বাতপিত্ত কফের) বিকার প্রতীকার দ্বারাই তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে; কিন্তু অভিচার জনিত ব্যাধিতে বহুরোগের লক্ষণই বর্ত্তমান থাকে এবং যথাযথ ভাবে পুনঃ পুনঃ চিকিৎসা করিয়াও তাহার প্রতীকার করা যায় না। তখন জপহোম পূজা প্রভৃতি শান্তি অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—চিকিৎস্য মাতঙ্গের ব্যাধি দোষজ কিংবা অভিচারজ তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া যথাবিধি প্রতীকার অবলম্বন করিবে; কারণ মন্ত্রশক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। দেবতাদিগের প্রীতিকামনায় যথাবিধি যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে, অন্যথা দেবতাগণের দারুণ ক্রোধ উপস্থিত হইতে পারে।

অন্যান্য প্রাণীর চিকিৎসার ন্যায় বারণগণের চিকিৎসার সফলতা ও রোগী পরিচারক চিকিৎসক ও ভৈষজ্য এই চর্ব্বিধ প্রধান অঙ্গের উপরেই নির্ভর করে। চিকিৎস্য মাতঙ্গ যদি সত্ত্বসম্পন্ন যথাযথভাবে প্রযুক্ত শস্ত্রোপচার ঔষধ প্রয়োগ অগ্নিকর্ম্ম ও ক্ষারকার্য্য সহিষ্ণু, চিকিৎসকের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্যকারী এবং দীর্ঘায়ু লক্ষণযুক্ত হয়; পরিচারক যদি প্রতিপত্তিশালী অলোভী চিকিৎসকের উপদেশানুরূপ কার্য্যকারী চিকিৎসার উপকরণ শস্ত্রাগ্নি ক্ষারাদি রুগ্ন মাতঙ্গের নিকটে গোপন করিতে তৎপর, শস্ত্রোপচারাদি কার্য্যকালে উপস্থিত এবং স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে অনলস ও নিপুণ হয়; চিকিৎক যদি শাস্ত্রার্থ-জ্ঞান, কর্ম্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শস্ত্রাদি প্রয়োগে নিপুণ ও তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন হন এবং ভৈষজ্য বা ঔষধ যদি উপহত উপদিগ্ধ উপতপ্ত কিংবা অতি পুরাতন (বীর্য্যহীন) না হয়; তাহা হইলেই চিকিৎসায় সফলতা লাভ সম্ভবপর। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—যে তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন চিকিৎসক পঞ্চাঙ্গ চিকিৎসা ও চতুরঙ্গ অবসান যথাযথ ভাবে অবগত আছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। যে চিকিৎসক অব্যাকুলভাবে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন, যাঁহার গৌরব ও মহত্ত্ব সাধারণের সুপরিচিত এবং যিনি উল্লিখিত পঞ্চ, সপ্ত, ত্রি, দ্বি চত্বার নব চতুর্দ্দশ প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভিষক্ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে ষষ্ঠ অধ্যায়।

---

‡ তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত মারণাদি ক্রিয়া।

নবম অধ্যায়। †

শরীর বিচয় বিধি

একদা চম্পেশ্বর রোমপাদ নরপতি মহাতপাঃ ঋষিপ্রবর পালকাপ্যকে প্রণতি পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন, কিরূপে মাতঙ্গগণের গর্ভ সম্ভব হয়? গর্ভস্থ সন্তানের কোন অঙ্গই বা অগ্রে উৎপন্ন হয়? উহাদিগের দেহ মাতৃজ কিংবা পিতৃজ? উহাদিগের দন্ত কয়টি নখ কয়টি মর্ম্মস্থানই বা কয়টি? উহাদিগের দেহে পিত্ত শ্লেষ্ম রক্ত ও বায়ুই বা কি পরিমাণ? মাতঙ্গদেহের কোন অংশে মাংসপেশী কোন অংশে বায়ু, কোন অংশেই বা রক্ত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা অবস্থান করে। উহাদিগের অন্ন বা আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ কি? উহাদিগের হৃদয়স্থ ক্লোমের জলবাহী শিরামূলের পরিমাণ এবং ফুস্ফুসের পরিমাণই বা কত? উহাদিগের অন্ত্রের স্বরূপ কি? মাতঙ্গগণের দেহের কোন অংশে জলই বা বিদ্যমান থাকে? দেহের কোন অংশেইবা ক্লোম হৃদয় প্লীহা বৃক্ক ও যকৃতের অবস্থান? কোন অংশেই মূত্রাশয় বিদ্যমান আছে এবং তাহার আকৃতিই বা কত বৃহৎ? মাতঙ্গ শিশু গর্ভস্থ অবস্থায় আহার গ্রহণ করে কিনা? মাতঙ্গ দেহস্থ সন্ধি এবং অস্থির সংখ্যাইবা কত? কি নিমিত্তইবা উহারা মত্ত হয়? কি কৌশলেইবা উহাদিগের দর্শন পরিক্রমণ উত্থান উপবেশন প্রভৃতি দৈহিক স্পন্দন সম্পন্ন হয়? কি উপায়েই বা উহাদিগের আহার নিদ্রা প্রভৃতি সম্পন্ন হয়? কি কারণে উহাদিগের গ্রহণী প্রদীপ্ত কখনও বা নিষ্ক্রিয় হয়? উহাদিগের কোনগুলি বাতপিত্তাদি বাহিনী শিরা কোনগুলিই বা রসরক্তাদি বাহিনী শিরা? কি কৌশলে উহাদিগের বস্তিদেশে মূত্র সঞ্চয় হয়? কি কৌশলেই বা উহাদিগের মদপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে? কি কারণে উহাদিগের দেহস্থ রোমাবলী হইতে স্বেদজল নির্গত না হইয়া কেবল মুখমণ্ডল হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়? হে ঋষিপ্রবর, এই সকল সংশয়ের মীমাংসা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে নরেশ্বর, এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগত সৌম্য এবং আগ্নেয়। ইহাদিগের মধ্যে শীতল এবং আর্দ্র ভাবাপন্ন স্থাবর ও জঙ্গম সৌম্য এবং শুষ্ক ও উষ্ণ ভাবাপন্ন স্থাবরজঙ্গম তৈজস নামে আখ্যাত হইয়া

---

† ইতঃপূর্ব্বে সপ্তম গর্ভসম্ভব এবং অষ্টম গর্ভাব ক্রান্তি অধ্যায় নিষ্প্রয়োজন বোধে অনুবাদে পরিত্যক্ত হইল।

থাকে। মনুষ্য গো অজ অশ্ব মেষ গর্দ্দভ অশ্বতর প্রভৃতি জঙ্গম বা গ্রাম্য এবং কপি গজ বরাহ শার্দ্দূল মহিষ মৃগ গণ্ডার প্রভৃতি আরণ্য জঙ্গম বা প্রাণী। সেইরূপ স্থাবর সাধারণতঃ বৃক্ষ বনস্পতি গুল্ম লতা ওষধি তৃণ প্রতান বীরুধ ও গুচ্ছ এই নয় প্রধান ভাগে বিভক্ত। হে নরেশ্বর রস বীর্য্য ও পরিণাম দ্বারা স্থাবরের বিবিধ প্রকার ভেদের বিস্তীর্ণ উল্লেখ আমি যবসাধ্যায়ে করিয়াছি।

হে নরনাথ, জরায়ুজ প্রাণীমাত্রের উৎপত্তি ব্যাপার যে বিচিত্র বিধানে ঘটিয়া থাকে মাতঙ্গ-দেহ সৃষ্টিতে ও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না এবং প্রাকৃতিক বিধানেই শুক্রশোণিতের সংযোগ মাত্র তাহাতে মহাত্মা সংযুক্ত হইয়া থাকে। মানব চিন্তার অতীত অতি সূক্ষ্ম দেহ-যন্ত্রের স্বাধীন পরিচালক উল্লিখিত মহাত্মা বা লিঙ্গ শরীরকেই জীবাত্মা আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত জীবাত্মা সংযুক্ত শুক্র-শোণিত জরায়ু মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। উহা সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে 'কলল' আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং দশাহ পরে উহাকেই অর্ব্বুদ বলে। এইরূপে এক মাসকাল পরে মাংসপেশীতে পরিণত হইয়া তন্মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্র বা হৃদয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কেহ বলেন হৃদয়ের পূর্ব্বে মস্তকের উৎপত্তি হয়, অপরের মতে উভয়েরই উৎপত্তি যুগপৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ হৃদয় মনঃ ইন্দ্রিয়ের স্থান এবং মনঃই স্বয়ং প্রজাপতি। এই নিমিত্ত গর্ভস্থ প্রাণীর হৃদয়ই অগ্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনন্তর ক্লোম বা পিপাসাস্থান (জলবাহী শিরামূল) উৎপন্ন হয়, তৎপরে যকৃৎ ও বুক্কের সৃষ্টি, তাহার পরে তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ ও অধোগামিনী শিরা সমুদয় জন্মে। অতঃপর ক্রমে শিরাসহ স্থূল অন্ত্র পৃষ্ঠবংশ জঘনদেশ বক্ষঃস্থল পার্শ্বদেশ উদর সর্ব্বাঙ্গ কেশরোম নখ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপে প্রাকৃতিক বিচিত্র বিধানে প্রসূতির জরায়ুমধ্যে সৃষ্ট মাতঙ্গ শিশু দশম হইতে দ্বাদশ মাস মধ্যে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে বর্দ্ধিত হয়। দ্বিমাস মাত্র জাত মাতঙ্গশিশু স্বভাবতঃই চপল বলিয়া তাহাকে 'চপল' আখ্যা প্রদত্ত হয়। চারিমাস কাল পর্য্যন্ত উহারা পানীয় মাত্র পান করিয়াই বর্দ্ধিত হয় এবং চারি-মাসের পরে মাতঙ্গশিশুগণ নবতৃণ ও শল্লকী কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষের কোমল পল্লব ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে আহারাদির ফলে দৈহিক উপাদান বাতপিত্ত ও কফ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ক্রমে স্ব স্ব ক্রিয়াদ্বারা আত্ম প্রকাশ করিতে থাকে। আহাররস দ্বারা রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা শুক্র বল তেজঃ জব (বেগ) ও পাঞ্চভৌতিক দেহ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সাধারণতঃ অন্ন ও পানীয় হইতে সঞ্চিত অম্লরস হইতে পিত্ত বর্দ্ধিত হয়, মধুর রসদ্বারা কফ এবং কষায় রসদ্বারা

বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিবিধ রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনের ফলে শ্লেষ্মা মাতঙ্গগণের কণ্ঠদেশে বিচরণ করিতে থাকে। পিত্তের প্রভাবে উহাদিগের ভুক্তদ্রব্য পরিপাক, শ্লেষ্মের বলে উহাদিগের নিদ্রা এবং বায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ায় অঙ্গসঞ্চালন ও মল মূত্রাদির নিঃসারণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। পার্থিব দেহের উপাদান স্বরূপ সপ্তধাতুর স্বাভাবিক সাম্য রক্ষিত হইলে উহারা নীরোগ এবং উহাদিগের বৈষম্য ঘটিলে উহারা রুগ্ন হইয়া থাকে। বারণগণের জরায়ু রক্ত মাংস প্রভৃতি মাতৃজ এবং শুক্র মজ্জা অস্থি মেদঃ শিরা লোম ও নখ পিতৃজ বলিয়া কথিত আছে।

হে নরনাথ, অনন্তর আমি, মাতঙ্গগণের দেহপঞ্জরস্থ অস্থি সন্ধি ও মম স্থান সমূহের স্বরূপও অবস্থান বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—হে অঙ্গেশ্বর, বারণগণের মস্তকে দুইখানি প্রধান অস্থি, কপালে গ্রীবাদেশে আটখানি অস্থি বিদ্যমান আছে, সগদ-প্রদেশে একখানি মাত্র অস্থি এবং তাহার দক্ষিণ ও বামে দুইটি সন্ধি, স্কন্ধ প্রদেশে অস্থি দুইখানি এবং সন্ধি চারিটি। উহাদিগের মুখবিবরের উর্দ্ধভাগে ও মধ্য ভাগে ষোলটি ক্ষুদ্রদন্ত ও দুইটি প্রধান বা প্রহারকারী দন্ত, সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ দন্ত এবং তাহার অষ্টাদশটি সন্ধি আছে। গলনালী প্রদেশে বলয়াকৃতি চতুঃষষ্টি অস্থি ও তাহার সপ্তষষ্টি সন্ধি বর্ত্তমান আছে। তদ্ভিন্ন তলপ্রোহে ও তলকর্ষে এক একখানি প্রতরাস্থি। চতুষ্পাদে আটখানি প্রতরাস্থি এবং তাহার ষোলটী সন্ধি বিদ্যমান আছে। পলিপাদ কর্ণদ্বয় প্রোহদ্বয় ও প্রোহ—সন্ধি সমূহে বিংশতি-খানি গুলিকাস্থি, চরণ চতুষ্টয়ে অশীতিখানি গুলিকাস্থি, বিংশতি নখ এবং শতাধিক সন্ধি বর্ত্তমান আছে। উহাদিগের বাহুদ্বয়ে একখানি বিশেষ অস্থি ও দেহের পূর্ব্বভাগে ছয়খানি বিংশ অস্ত্র এবং তাহার ছয়টি সন্ধি বর্ত্তমান। দেহের পাশ্চাৎ ভাগে ও ছয়খান অস্থি এবং তাহার ছয়টি সন্ধ বদ্যমান আছে। জঘন প্রদেশের সর্ব্বাংশ ব্যাপী একখানিমাত্র কপালাস্থি। তদ্ভিন্ন মাতঙ্গগণের বক্ষঃস্থলে চতুর্দ্দশ অস্থি এবং তাহার পঞ্চদশ সন্ধি বর্ত্তমান আছে। উহাদিগের পৃষ্ঠদেশে বংশ অস্থি ও একবিংশতি সন্ধি, উভয় পার্শ্বে চল্লিশখানি অস্থি এবং তাঁহার বিয়াল্লিশটি সন্ধি বিদ্যমান। উর্দ্ধাস্থি একবিংশতিখানি এবং তাহার সন্ধি ও এক বিংশতি উহাদিগের দেহে বর্ত্তমান আছে। মাতঙ্গগণের লাঙ্গুল বংশে ও লাঙ্গুলে বিংশতিখানি গুলিকাস্থি এবং ত্রিংশৎ সন্ধি বিদ্যমান আছে। এই-রূপে একটি পূর্ণাবয়ব বারণের দেহে তিনশত বিশখানি অস্থি এবং তিনশ ষাটটি সন্ধি বর্ত্তমান থাকে।

হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, মাতঙ্গদেহস্থ স্রোতঃ সমূহ বা শিরা বিশেষ + সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে উহাদিগের শুণ্ডে একটি ও তালুদেশে দুইটি শিরা, মুখমণ্ডলে দুইটি, নেত্রদ্বয়ে দুইটি, কটিদ্বয়ে দুইটি, কর্ণদ্বয়ে দুইটি, স্তনদ্বয়ে দুইটি, মূত্রদ্বারে একটি ও মলদ্বারে এক এই সর্ব্বসমেত পঞ্চাশটী স্রোতঃ বারণ :দেহে বর্ত্তমান আছে।

সেইরূপ নেত্রদ্বয়ের পক্ষ্মরাজী, মস্তকস্থকেশ, দেহস্থ লোমাবলী এবং পুচ্ছস্থ, লোম সমূহ অসংখ্য।

মাতঙ্গগণের দেহে সর্ব্ব সমেত সাতশত শিরা এবং পাঁচ হাজার পাঁচ শত স্নায়ু বিদ্যমান আছে। হে নরেশ্বর, আমি 'শিরাব্যূহ' অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করিব। হে অঙ্গনাথ, সেইরূপ মাতঙ্গগণের মলদ্বার অণ্ডকোষ হৃদয় মেঢ্র, নাভি উদর শুণ্ড প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্থিত একশত সাত মর্ম্মের অবান্তর ভেদ সমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা 'মর্ম্ম সংগ্রহ' অধ্যায়ে প্রদান করিব।

হে নর নাথ, আমি অতঃপর দোষ বা বাতপিত্ত ও কফের স্থান সমূহ নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন—বারণগণের পর্ব্ব সমূহ আমাশয়, বক্ষঃস্থল কণ্ঠ ও মস্তক শ্লেষ্মের আবাস স্থল, নাভির উর্দ্ধ হৃদয়ের অধঃপিত্তের অবস্থিতিস্থান এবং পক্বাশয় আমাশয় জঘনদেশ ও সগদ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গই বায়ুর আবাস বল ; কারণ বায়ুর ক্রিয়া দ্বারাই সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত হইয়া থাকে। রক্তস্থানে যে বায়ু অবস্থান করে তাহার নাম 'ব্যান' বায়ু উহা সাতিশয় বীর্য্যবান। 'মেদঃ' স্থানে অবস্থিত যে বায়ু তাহার নাম 'প্রাণ', বসাস্থানে স্থিত বায়ুর নাম উদান এবং উহার প্রেরণাতেই মাতঙ্গদেহস্থ বসা সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সেইরূপ মাংসমধ্যস্থ বায়ুর নাম 'সমান' এবং অস্থি সংস্থিত বায়ুর নাম 'অপান'। এইরূপে প্রভূত শক্তিশালী বায়ু, ব্যান উদান সমান প্রাণ ও অপান এই পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া বারণ দেহ ধারণ করিয়া থাকে। হে নরেশ্বর, ব্যান বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা বারণগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রিয়াশীল ও তাহাতে নিমীলন উন্মীলন প্রভৃতি সম্পন্ন হয়, উদান বায়ুর প্রভাবে দৈহিক শক্তির উৎপত্তি ও বিকারে উন্মাদ রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে, 'সমান' বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা দৈহিক উপাদানের সাম্য রক্ষিত হয়, বাক্যপ্রয়োগ নিশ্বাস ক্রিয়া প্রভৃতি 'প্রাণ' বায়ুর প্রভাবে সম্পন্ন হয় এবং 'অপান' বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা মল মূত্রাদির নিঃসারণ

+ মনঃপ্রাণান্নপানীয় দোষ ধাতুপধাতবঃ। ধাতূনাঞ্চ মলা মূত্রং মলমিত্যাদয়ঃ স্তনৌ সঞ্চরন্তি হি যৈ র্মার্গৈস্তানি স্রোতাংসি সজ্ঞগুঃ।

প্রভৃতি কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বারণগণের গুণ্ডদেশে ও নেত্র-দ্বয়ের অন্তরালে সৌরতেজঃ বিদ্যমান আছে, তাহারই ফলে উহারা হর্ষাদি প্রাপ্তি ও রূপ দর্শনে সমর্থ হয়। সেইরূপ সত্ত্বগুণ উহাদিগের শ্লেষ্মস্থানে অবস্থান করে রজোগুণ বায়ুস্থানে বিদ্যমান এবং তমোগুণ পিত্ত স্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া বারণ দেহ রক্ষা করিয়া থাকে। উহারা প্রহর্ষ ও আনন্দময় ভাব হইতে স্বভাবতঃ সোমগুণ বহুল শুক্রমোচন কারয়া থাকে এবং ক্রমে দৈহিক উপাদান-স্বরূপ রস ও বীর্য্য হইতে, শুক্রের উৎপত্তি বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। করিণীগণের আর্ত্তব (ঋতু শোণিতাদি) সেইরূপ হর্ষ সম্ভুত কিন্তু অদৃশ্য। তাহারই ফলে উহারা অদ্ভুত গর্ভধারণ করে এবং স্বীয় গর্ভের প্রতি অদ্ভুত বিদ্বেষও পোষণ করিয়া থাকে।

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ, বারণদেহে সাতশত পেশী বিদ্যমান আছে একথা বলিয়া থাকেন। উল্লিখিত পেশী সকল অস্থি আশ্রিত স্নায়ুবদ্ধ এবং ত্বক্ দ্বারা আবৃত অবস্থায় অবস্থান করে। অল্পই হউক কিংবা বহুই হউক একত্র সংবদ্ধ হিতকর মাংস সমূহকে 'পেশী' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। বারণগণের তৃষ্ণা মর্ম্মা-শ্রিত, নিদ্রা কফাশ্রিত, কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও অধ্যবসায় স্কন্ধদেশাশ্রিত, বপুঃশ্রী কীর্ত্তি ও আশা, উহাদিগের ত্বগ্ ইন্দ্রিয়ের অধীন উহাদিগের বুদ্ধি ও মেধা স্নায়ুবন্ধে অবস্থিত এবং প্রবল দর্প বসা (চর্ব্বী) অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান থাকে। পর্ব্বত উহাদিগের দেহে অস্থিরূপে বর্ত্তমান এবং মেরু তেজোরূপে অবস্থিত। মহাতেজঃ সম্পন্ন 'মদ' বা মত্ততা উহাদিগের শুক্র স্থানের অধীন, লোভ সর্ব্বদা শিরা সন্ধির আয়ত্ত, কর্ম্ম প্রবৃত্তি অন্ত্রের আশ্রিত, আলস্য যকৃতের বশীভূত, আলস্য। * * * এবং ভয় উহাদিগের ফুস্ফুসের অধীন তদ্ভিন্ন উহাদিগের হৃদ্‌যন্ত্র, বক্ষঃস্থলে বাম স্তনের নিম্ন প্রদেশে বর্ত্তমান, যকৃৎ হৃদ্‌যন্ত্রের পার্শ্বে বিদ্যমান, ক্লোম বক্ষঃস্থলে অবস্থিত, প্লীহা যকৃতেরই নিকটবর্ত্তী, স্থূল অন্ত্র ও হৃদয়ের নিম্ন প্রদেশে এবং তাহার নিকটে পরস্পর সংলগ্ন আমাশয় ও পক্কাশয় বিদ্যমান থাকিয়া বারণগণের দেহযন্ত্র পরি-চালনে সহায়তা করে। পক্কাশয় ও আমাশয়ই প্রায় সকল রোগের আকর। শিরা ক্ষুদ্র-ছিদ্রযুক্ত গোলাকৃতি দীর্ঘ ও অপেক্ষাকৃত সবল। স্নায়ু সমূহ বন্ধাবনদ্ধ ঘন পৃথু ও কণ্ডুর। বাত পিত্ত কফ রস শুক্র মেদঃ রক্ত মজ্জা মাংস মল ও মূত্র এই সকলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত উহার পরিমাণ অবধারণ করা যাইতে পারেনা। বারণগণের মূত্র বস্তি ও মুস্কদ্বয় বঙ্ক্ষণ দেশে অবস্থিত, মাংস অস্থি আশ্রিত, রক্ত মাংসের অনুগত, মজ্জা অস্থির অভ্যন্তরে অবস্থিত, শুক্র মজ্জাশ্রিত,

মেদ মাংসের আশ্রিত, শিরা মাংসেরই অধীন লোমাবলী ত্বকের উপরিভাগে জন্মে এবং ত্বক্ মাংস আবৃত করিয়া বিদ্যমান থাকে। হে নরশ্রেষ্ঠ, বারণগণের এই ষড়্বিধ ছবী আপনার নিকটে ব্যাখ্যা করিলাম এবং ইহার আরও বিস্তৃতি মর্ম্মধ্যায়ে বর্ণনা করিব।

হে নরেশ্বর, তত্ত্বজ্ঞদিগের মতে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ ভেদে বারণগণের প্রকৃতিও ত্রিবিধ। যে মাতঙ্গ মেধাবী বলবান ও উগ্র প্রকৃতি তেজস্বী, ক্ষিপ্র পরাক্রম-প্রকাশকারী, কৌতুকপ্রিয়, ক্রীড়া পরায়ণ, সতত হৃষ্টস্বভাব, শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করিতে এবং কৃতকার্য্য শীঘ্র বিনষ্ট করিতে অভ্যস্ত, সর্ব্বদা হস্তিনীপ্রিয়, প্রভূত আহারকারী, অমিত বলশালী সাহসী নির্ভয় এবং উত্তান বেদী তাদৃশ মাতঙ্গকে রাজস মাতঙ্গ বলিয়া জানিবেন। যে মাতঙ্গকে অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রদান করা যায় এবং অচিরকালমধ্যেই সে তাহা বিস্মৃত হয়, যে নিদ্রালু এবং গূঢ় সংজ্ঞ, তাহাকে 'তামসপ্রকৃতিক' মাতঙ্গ বলিয়া জানিবেন; পক্ষান্তরে যে মাতঙ্গ অবিলম্বে পরিচালকের সঙ্কেত গ্রহণে সমর্থ, প্রিয়দর্শন, স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন, দীর্ঘায়ু নীরোগ, প্রভূত বলশালী, সাহসী, সুসন্তান জনক, দ্রুতগামী, ধন্য, যশস্বী দীপ্তাগ্নি সু-সত্ত্ব ও স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ধ্বনিকারী তাদৃশ মাতঙ্গকে সাত্ত্বিক মাতঙ্গ বলিয়া জানিবেন।

হে অঙ্গনাথ, অগ্রেই মাতঙ্গগণের শরীর ব্যাখ্যা করিয়াছি এইক্ষণে তাহার বিভাগ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। চল্লিশটি শিরার ক্রিয়াদ্বারা বারণদেহে প্রসারণ এবং সঙ্কোচন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ চল্লিশটি শিরাদ্বারা উহাদিগের উত্থান ও উপবেশন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, ছয়শত শিরাদ্বারা উহাদিগের গতি, চল্লিশটি দ্বারা জৃম্ভণ (হাইতোলা), দশটি দ্বারা শুণ্ডের সাহায্যে আহার গ্রাস গ্রহণ, দশটি শিরা দ্বারা স্কন্ধপ্রদেশ সঞ্চালন, দশটি দ্বারা ভক্ষণ এবং দশ দশটি দ্বারা পক্ক ভুক্ত দ্রব্য নিগিরণ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মস্তক ধারণে বিংশতিটি শিরা ক্রিয়া করে এবং গ্রীবার পার্শ্বদেশে তিনটি করিয়া শিরা লক্ষিত হয় ফলতঃ স্কন্ধদেশ গত দশটি শিরাই উহাদিগের শিরশ্চালনে সাহায্য করিয়া থাকে। সেইরূপ দশ দশটি শিরার ক্রিয়া দ্বারা উহাদিগের পানীয় গ্রহণ ও পরিত্যাগ, নিমেষ, উন্মেষ শ্রবণ দর্শন, গন্ধগ্রহণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকল নিষ্পন্ন হয়; কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ছত্রিশটি শিরার সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উহাদিগের গণ্ডদ্বয়ে যে দশটী করিয়া শিরা আছে উহা বারণগণের মদস্রাব ক্রিয়ার সাহায্য করে, দশ দশটী দ্বারা উহারা কর্ণদ্বয় সঞ্চালন, ত্রিশটী দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ দশটী দ্বারা বৃংহণ, দশটী দ্বারা পুচ্ছ সঞ্চালন, দশটী দ্বারা

জননেন্দ্রিয়ের সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। অভিতপ্ত হইলে বারণগণ একশত ছত্রিশটি শিরা দ্বারা বমন ও স্বেদ নিঃসারণ করিয়া থাকে। সেইরূপ হৃদয় হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত একশত দশটি শিরা সম্বদ্ধ দৃষ্ট হয়, তাহা দ্বারা মল ধারণ ও মলত্যাগ প্রভৃতি অন্ত্র সম্বন্ধীয় ক্রিয়া সমুদয় সম্পন্ন হয় ও দশটি দ্বারা মূত্রত্যাগ সম্পন্ন হয়। পক্বাশয় গত চতুর্দ্দশটি শিরা দ্বারা বাত বহন গ্রহনী দীপন প্রভৃতি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন দশ দশটি দ্বারা পিত্ত ও শ্লেষ্মের সঞ্চার এবং অঙ্গসন্ধি সমূহে নিবদ্ধ শিরাশ্রেণীদ্বারা নদী উত্তরণ পর্ব্বতাদি লঙ্ঘন প্রভৃতি নিষ্পন্ন হয়। উল্লিখিত শিরা সমূহ প্রায়শঃ চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যকই দৃষ্ট হইয়া থাকে। হৃদয়দেশ হইতে জিহ্বা পর্য্যন্ত যে দশটি রসবহ সূক্ষ্ম শিরা বিদ্যমান আছে তদ্দ্বারা বারণগণ তিক্ত মধুর প্রভৃতি রসগ্রহণ করিয়া থাকে এবং পক্বাশয় নিবদ্ধ চতুর্দ্দশটি শিরা দ্বারা উহাদিগের অপানবায়ুর ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। হে অঙ্গেশ্বর, পাদপ যেমন লতা সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, মাতঙ্গ দেহও তেমনি শিরাজালে সমাবৃত; কেবল হস্তিনী সম্বন্ধে বিশেষ এই যে উহাদিগের প্রত্যেক স্তনে অধিক দশটি করিয়া ক্ষীরবহা শিরা বিদ্যমান আছে। হে অঙ্গনাথ, ইহাই মাতঙ্গগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্থ শিরাজ্ঞান বিধি।

হে নরনাথ, অনন্তর মাতঙ্গগণের অঙ্গ সন্ধিসমূহের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—বারণগণের প্রত্যেক চরণে দ্বাবিংশতিটী করিয়া সন্ধি বর্ত্তমান আছে; প্রোহ সন্দান ভাগ ও পলিহস্তে চতুর্দ্দশটি সন্ধি বিদ্যমান থাকিয়া উহাদিগের দেহ যন্ত্র পরিচালনে সাহায্য করিয়া থাকে। সেই প্রকার চরণে অপস্কার ভাগে বিক্ষোভদ্বয়ে এবং প্রতিমানে চতুর্দ্দশটি সন্ধি বর্ত্তমান আছে। সেইরূপ পুচ্ছে সকটিকা প্রদেশে উরুদেশেও চতুর্দ্দশটি সন্ধি বিদ্যমান আছে। মণ্ডুক্যন্তর সন্ধিতে এবং অষ্ঠীব্য প্রদেশে বিংশতিটী সন্ধি বর্ত্তমান। আয়াস কাণ্ডে ও স্তনানুসার পুংচিহ্নে এবং মুষ্কে নব্বই সন্ধি। ভুজমূলে প্রত্যগংশে এবং অংশ ফলকে বিংশতিটী সন্ধি বিদ্যমান। পুষ্করের অবগ্রহ প্রদেশে নির্ব্বাণ ভাগে শ্রবণদ্বয়ে ঈষিকাদ্বয়ের মধ্যভাগে এবং কুম্ভে দুইশত চতুর্দ্দশটী সন্ধি বর্ত্তমান আছে। কটদ্বয়ে নেত্রান্তে প্রত্যেকে এক একটী করিয়া সন্ধি। শুণ্ডের যে অংশ বৃহৎ দন্তদ্বয়কে স্পর্শ করিয়াছে উক্ত অংশে বত্রিশটি সন্ধি আছে। উহাদিগের বক্ষঃস্থলে দ্বাদশটী এবং মুখমণ্ডলে ত্রিশটী সন্ধি বর্ত্তমান আছে। সগদা প্রদেশে ষোলটি দশন সন্ধি বিদ্যমান আছে। বারণগণের জিহ্বাতে তিনটী এবং কুম্ভদেশে ত্রয়োদশটি সন্ধি বর্ত্তমান আছে। আসন প্রদেশে বংশদেশে তৎপিলে পাশ্চমাসনে এবং অপর

বংশে বত্রিশটী সন্ধি আছে। জঘনস্থিত অস্থিভাগে এবং উৎকৃষ্ট কলদ্বয়ে বত্রিশটী সন্ধি বিদ্যমান। লাঙ্গূল বংশে ও লাঙ্গূলে বত্রিশটি মলদ্বার ও মূত্র দ্বারে বিংশতিটি সন্ধি আছে। বারণগণের গ্রীবা সঞ্চালন আহার গ্রহণ উপবেশন শয়ন অবস্থান প্রভৃকার্য্য সম্পাদনে প্রায় ছয়শত অঙ্গ সন্ধি ক্রিয়া করিয়া থাকে।

মাতঙ্গগণের পলিহস্ত কূর্ম্ম প্রোহ সন্দান ও অপস্কার প্রদেশে 'ক্রোশ' নামক সন্ধি বিদ্যমান, বাহুদ্বয়ে (ভুজমূলদ্বয়ে) পদ্যাভাগে গ্রন্থিতে সকটিকা প্রদেশে উৎকৃষ্টে এবং মণ্ডুকী প্রদেশে 'সমুদ্গ' নামক সন্ধি বর্ত্তমান আছে। লাঙ্গূল বংশে লাঙ্গূলে জঘনে ত্র্যস্থিদেশদ্বয়ে এবং কলাভাগে 'উলূখল' সামক সন্ধি বিদ্যমান। সেইরূপ বিতানে শ্রবণদ্বয়ে বিম্বদ্বয়ে. কুম্ভান্তরে নির্যাণভাগে কটী সন্ধিতে মস্তকে মস্তক পিণ্ড-দ্বয়ে ঈশিকাগ্রে ও কুম্ভে 'তূণসীবণ' নামক সন্ধি বর্ত্তমান আছে। কপালে (চিবুকে স্কন্ধপ্রদেশে এবং সগদ প্রদেশে বায়সতুণ্ড নামক সন্ধি বর্ত্তমান আছে। নেত্রদ্বয়ের বর্ত্ম প্রদেশে অপাঙ্গে মলদ্বার প্রান্তে বদনে অক্ষিকূটে কণ্ঠে এবং ক্লোম প্রভৃতিস্থানে 'মণ্ডল' নামক সন্ধি বিদ্যমান। শঙ্খকে প্রতিমানে বাহিত্রে দন্তবেষ্টদ্বয়ে শঙ্খাবর্ত্তে এবং নাসারন্ধ্রে, 'শৃঙ্গাট' নামে সন্ধি বিদ্যমান আছে। হে নরনাথ, ইহাই মাতঙ্গ দেহস্থ সন্ধি সমুদয় বর্ণিত হইল অতঃপর স্নায়ু মণ্ডলের বিষয় বর্ণনা করিব শ্রবণ করুন।

বারণগণের বক্ষঃপ্রদেশে আটটি স্নায়ু বিদ্যমান আছে বালপুষ্করে চারিটি, এক এক চরণে কুড়িটি করিয়া স্নায়ু মুষ্কে পুংচিহ্নে উদরে ও মলদ্বারে অষ্টাবিংশতি স্নায়ু বর্ত্তমান আছে। মাতঙ্গ দেহে এতদ্ভিন্ন আরও পঞ্চদশটি মহাস্নায়ু বা প্রধান স্নায়ু আছে—তন্মধ্যে সাতটী দেহের ঊর্দ্ধভাগে, ছয়টি অধোভাগে এবং দুইটি পার্শ্ব দেশে তির্য্যগ্‌ভাবে প্রসারিত হইয়া থাকে। ভূতল যেমন জল প্রণালী সমূহদ্বারা আবৃত বারণ দেহও তেমনি স্নায়ুমণ্ডলীদ্বারা ব্যাপ্ত এবং এই নিমিত্তই সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপী স্নায়ুমণ্ডলী যখন বিকার গ্রস্ত কফপিত্ত ও বায়ুদ্বারা দূষিত হয় তখনই বারণগণ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

তনন্তর বারণগণের একশত সাতটী মর্ম্মের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন— ইতঃপূর্ব্বে প্রদেশ সংগ্রহ অধ্যায়ে আমি তাহা যথাশাস্ত্র স্থূলভাবে বর্ণনা করিয়াছি। দেহের যে সকল অংশ দৃষ্ট বিদ্ধ কিংবা তাড়িত হইলে বারণগণ শীঘ্রই হউক কিংবা বিলম্বেই হউক বিনাশ প্রাপ্ত হয় অন্ততঃ বিকলাঙ্গ হয়, অস্থি স্নায়ু শিরা সন্ধি ও ধমনীর সেই সকল সম্মেলন স্থানকেই 'মর্ম্ম' বলে। বারণগণের মর্ম্ম সমূহ বায়ব্য আগ্নেয় সৌম্য ও মিশ্র এই চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত। তত্তৎ মর্ম্ম প্রদেশস্থ পঞ্চ

মহাভূত ও তত্তদ্গুণ যুক্তই হইয়া থাকে। ভূতগণের মধ্যে অগ্নিই সর্ব্বাপেক্ষা আশুকারী এই নিমিত্ত আগ্নেয় মর্ম্মে বিদ্ধ হইবা মাত্রই বারণগণ প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সৌম্য ও আগ্নেয় গুণযুক্ত মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে কিয়ৎকাল পরে বারণগণ প্রাণত্যাগ করে। সেইরূপ বা স্বাত্মক মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে সেই মর্ম্মাশ্রিত প্রদেশে বায়ুর গতি রোধ হয় বটে কিন্তু বিদ্ধ মাতঙ্গ প্রাণত্যাগ করে না পক্ষান্তরে তাদৃশ মর্ম্মে বিদ্যমান শল্য উদ্ধৃত হইবামাত্র সে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

অতঃপর বারণদেহস্থ মাংসপেশী সমূহের অবস্থিতি বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুণ—বারণগণের কুম্ভতলে ও প্রোহে পাঁচটি পেশী বিদ্যমান আছে। উহাদিগের বাহুদ্বয়ের অন্তরাল প্রদেশে, অপস্কারে এবং ভুজমূল অংসফলকে যথাক্রমে তিন ছয় ও একটি মাংসপেশী বিদ্যমান আছে। তিনশত চৌষাট্টিটি মাংসপেশী বারণ দেহের পশ্চাদ্ভাগ ধারণ করিয়া রাখিয়াছে মাতঙ্গগণের পৃষ্ঠদেশে একটি মাত্র মাংসপেশী প্রধান অপর আরও কতিপয় পেশী সীবনী আশ্রিত করিয়া আছে তিনটি মাংসপেশী উহাদিগের অণ্ডকোষ আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তিষাট্টিটি মাংস পেশী উহাদিগের জঙ্ঘা আবৃত করিয়া রাখে। উহাদিগের উভয় পার্শ্বে পঞ্চাশটি পেশী এবং বক্ষঃস্থলে বিংশতিটি পেশী বিদ্যমান আছে। উহাদিগের নাভিদেশে একটি; লাঙ্গুলে পাঁচটি, চিবুকদ্বয়ে আটটী; কর্ণদ্বয়ে দুইটি এবং গণ্ডদ্বয়ে দশটী মাংসপেশী বর্ত্তমান থাকিয়া মাতঙ্গগণের দেহ ধারণে সামর্থ্য প্রদান করে। সেইরূপ মস্তক নির্যাণ প্রভৃতি প্রদেশে চতুঃষষ্টিটী, জিহ্বায় একটী তালুদেশে দুইটি মাংসপেশী বর্ত্তমান আছে। মাতঙ্গ অপেক্ষা হস্তিনীর দেহে ত্রিশটি মাংসপেশী অধিক। উহাদিগের স্তনদ্বয়ে দশটি, জননেন্দ্রিয়ে দ্বাদশটি, গর্ভাশয়ে আটটি বিদ্যমান। বারণ-দেহের অভ্যন্তরস্থ ও বহিঃস্থ মাংসপেশী সকল সাধারণতঃ চতুরস্র বৃত্ত ও ত্র্যস্র (ত্রিশিরা) এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে এবং উহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত। উহাদিগের জিহ্বামূল হইতে 'গোরনাল' ও 'গলনালী' নামে দুইটি প্রণালী আছে। তন্মধ্যে গোরনালদ্বারা আহার্য্য বস্তু আমাশয়ে প্রবেশ করে এবং আমাশয় হইতে পক্কাশয়ে গমন করিয়া তথা হইতে 'মল'রূপে স্থূলান্ত্রে গমন করে। উল্লিখিত স্থূলান্ত্রের পরিমাণ বিংশতি ব্যাম। হে নরেশ্বর, মাতঙ্গগণের কালেয় প্লীহা যকৃত ফুস্ফুস্ ও বুক্কদ্বয় + এ সকলই হৃদয় প্রদেশে অবস্থিত। বারণ-গণের শুণ্ড ও পুংচিহ্ন এক প্রকার স্নায়ুদ্বারাই নির্ম্মিত। তদ্ভিন্ন বারণদেহে

+ তদ্ যথা—মেদঃ শোণিতয়োঃ সারাৎদ্ বুক্কয়োর্যুর্গলংভবেৎ।
ভুাতে ট্টিকরৌ প্রোক্তৌ জঠরস্থস্য মেদসঃ।

পঞ্চদশটি ছিদ্রও বিদ্যমান আছে দুইটি কর্ণদ্বয়ে, দুইটি কটপ্রদেশে, তালুপ্রদেশে দুইটি, গুণ্ডে দুইটি, নেত্রদ্বয়ে দুইটি, স্তনাগ্রে দুইটি, মুখে একটি, মলদ্বারে একটি, এবং প্রস্রাবদ্বারে একটি বিদ্যমান থাকিয়া বারণগণের দেহরক্ষার উপযোগী ক্রিয়া সমুদয় সম্পাদন করিয়া থাকে। অপরাপর প্রাণিদেহের ন্যায় বারণদেহেও সপ্তবিধ ছবি বিদ্যমান—লোমাবলী যাহার উপরিভাগে বিদ্যমান থাকে তাহাই উহার প্রথম ছবী, চর্ম্ম দ্বিতীয় ছবী, রক্ত তৃতীয় ছবী, মাংস চতুর্থ ছবী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মাতঙ্গদেহস্থ লোমাবলী অসংখ্য। কোন কোন প্রবীণ গজায়ুর্ব্বেদ তত্ত্বজ্ঞ তাহার সংখ্যা অবগত থাকিতে পারেন। পূর্ণাঙ্গ মাতঙ্গ দেহের পরিমাণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বারণগণের নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টিভাগ জল ও তেজোময় এবং সপ্ত পটল বিশিষ্ট। বারণগণের দেহ সপ্তধাতুময়। চতুর্ব্বিধ আহার ওষধি সমুদয়ের রস যথাক্রমে আমাশয় ও পক্কাশয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া দেহস্থ তেজোদ্বারা পক্ক এবং কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া বারণদেহস্থ রসবহ স্থূল শিরা সমূহদ্বারা স্থানান্তরিত হয় এবং উক্ত আহার-রসই যথাক্রমে রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা ও শুক্রে পরিণত হইয়া স্ব স্ব স্থান পূরণ করিয়া থাকে এবং ষড়্‌বিধ স্থান প্রাপ্ত হইয়াই উহারা স্ব স্ব স্বাভাবিক প্রভাব লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। আহারের অসার অংশই মল, মল মলাধারে সঞ্চিত হয় এবং তাহার অধোভাগে কটিদেশস্থ এক দ্বারযুক্ত অধোমুখ বস্তি, প্রদেশে পান আহারের তরল অসার অংশ সঞ্চিত হয়, উহাই 'মূত্র' আখ্যা পাইয়া থাকে। যে প্রণালীতে নির্ঝর বারি হ্রদ মধ্যে সঞ্চিত হয় সেইরূপ সমান বায়ুর প্রভাবে আহার ও পানীয়ের তরল সূক্ষ্মকণা সমুদয় বস্তিদেশে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং অপান বায়ুর ক্রিয়াদ্বারা নিঃসৃত হয়। ভাগ্যবিপর্য্যয় বশতঃ উল্লিখিত অপান বায়ুর বিকার ঘটিলে বস্তিপ্রদেশে তীব্র বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। হে নরেশ্বর, এই আপনার নিকটে মাতঙ্গগণের দেহযন্ত্রের বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। নিপুণ শিল্পীর কৌশলে মৃত্তিকা কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা যেমন রম্য গৃহ নির্ম্মিত হয় তেমনই এই মাতঙ্গদেহও মাংস স্নায়ু অস্থি প্রভৃতিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া বিশ্বশিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশল ঘোষণা করিতেছে। মাতঙ্গগণ, শৌর্য্য আভিজাত্য মদমত্ত হস্তীর বংশে জন্ম হর্ষ পরিণাম, স্বভাব, সন্তাপ, পুষ্টি ব্যাধি এবং বিশিষ্ট আহার প্রভৃতি কারণে মত্ত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ উদ্দীপন গুণ সম্পন্ন কফ পিত্ত রক্ত মাংস ও মেদঃ পরস্পরের প্রভাবে বিকৃত হইয়া কটিচ্ছিদ্রে উপস্থিত হয় এবং উল্লিখিত বিকার প্রভাবে সৌম্যাগ্নের বীর্য্য উদ্রিক্ত হইয়া দেহস্থ বায়ুর ক্রিয়াদ্বারা

কটকণ্ঠ পুংচিহ্ন প্রভৃতি হইতে সুগন্ধি স্বেদজলের ন্যায় নির্গত হইয়া থাকে। যেমন চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি শিলা ভেদ করিয়া জলবিন্দু সমুদয় নির্গত হয় তেমনই মাতঙ্গগণের বদনমণ্ডল হইতে মদবিন্দু সমূহ নিঃসৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রণীর যেমন সর্ব্বাঙ্গস্থিত লোমকূপ হইতে ঘর্ম্মজল নির্গত হয়, বারণগণের সেরূপ হয় না, কারণ মাতঙ্গদেহস্থ স্বেদবহা শিরা সমুদয় উহাদিগের বদনমণ্ডলেই প্রকটিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত উহাদিগের ঘর্ম্মবিন্দু সমুদয়ও মুখমণ্ডলেই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ, হস্তী দন্তী গজ নাগ মাতঙ্গ কুঞ্জর করী ইভ মতঙ্গজ বারণ দ্বিরদ দ্বিপ মৃগ সামজ অনেকপ এই পঞ্চদশ আখ্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মাতঙ্গদিগকে অভিহিত করিয়া থাকেন। হে নরনাথ, যে কারণে বিশ্বস্রষ্টার এই সৃষ্টিরাজ্যে একপদ দ্বিপদ বহুপদ প্রভৃতি নানাবিধ আকৃতি যুক্ত বিবিধ জ্ঞান গতি ক্রিয়াশীল প্রাণি সমুদয় স্বভাবতঃই পরস্পর বিসদৃশ লক্ষিত হয় সেইগূঢ় কারণ বশতঃই বারণগণ ও অপর কোনও প্রকার প্রাণীরই সুসদৃশ নহে। অপরাপর প্রাণীর স্বেদবিন্দুসকল শরীরের বহির্ভাগে প্রকটিত, মাতঙ্গগণের স্বেদ বা ঘর্ম্মবিন্দু সমুদয় দেহের অভ্যন্তরে প্রকাশিত, অপর প্রাণীর মুষ্ক স্পষ্ট দৃশ্য উহাদিগের প্রচ্ছন্ন, অন্য প্রাণীর আত্মরক্ষার্থ শৃঙ্গমস্তকে উহাদিগের মুখে। সুতরাং স্বভাব যোগ্যতা প্রভৃতি কোনও বিষয়েই বারণগণ অন্য প্রাণীর সদৃশ নহে। স্বয়ং প্রজাপতি ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তিই এই সৃষ্টি-বৈচিত্রের রহস্য পরিজ্ঞাত নহে। বস্তুতঃ বারণ-গণের উৎপত্তি তত্ত্ব কর্ম্ম বিজ্ঞান শরীর-বিচয়, বল আয়ু আরোগ্য প্রভৃতির যথার্থ তথ্য সমুদয় সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে হইলে বিজ্ঞচিকিৎসকগণ শাস্ত্র ও যুক্তির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক করিবেন। মহানুভব অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য ইহা বলিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

শস্ত্রাগ্নি প্রণিধান বিধি

একদা মহানুভব অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে নরনাথ, যে সুখবিহার যোগ্য সমতল প্রদেশের অনতি দূরে স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ জলাশয় বিদ্যমান থাকে তাদৃশ প্রদেশে সুদৃঢ় স্তম্ভে রুগ্ন মাতঙ্গকে উত্তমরূপে বন্ধন করিতে হইবে ; কিন্তু বন্ধনের পূর্ব্বে তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করা একান্ত বিধেয়। তাহার অনতিদূরে জলপূর্ণ উদক কুম্ভ এবং প্রজ্জ্বলিত অনল স্থাপন করিতে হইবে। চিকিৎসকের অনতিদূরে বাশ কুঠার প্রভৃতি শস্ত্র এবং আধার, তাপিকা, দর্ব্বী (হাতা), বিবিধ প্রকার শস্ত্র ও রক্ত নিরোধের নিমিত্ত অধোলিখিত ঔষধ সমুদয় স্থাপন করা বিধেয়। রক্ত নিরোধক ঔষধ যথা ;—

১। সমঙ্গা ছাল (বরাহ ক্রান্তা) সূক্ষ্ম চূর্ণ
২। বদরী ছাল „ „
৩। বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, প্লক্ষ ও যজ্ঞডুমুর ছাল চূর্ণ সমভাগ
৪। আমলকী ছাল „ „
৫। অশ্বকর্ণ ছাল „ „
৬। যষ্টিমধু „ „
৭। ধব (ঝাউ) ছাল „ „
৮। প্রিয়ঙ্গু „ „
৯। লোধ „ „
১০। পতঙ্গ (বকম কাঠ „ „
১১। গৈরিক „ „
১২। বরুণ ভস্ম (বর্ণ্যা গাছ পোড়া ছাই)
১৩। শুষ্কগোময়ের সূক্ষ্ম চূর্ণ
১৪। ধূলি
১৫। অঞ্জন (কাঁজল)
১৬। শ্রীবেষ্টক সূক্ষ্ম চূর্ণ
১৭। ধূনা „ „
১৮। অরিমেদ নির্য্যাস „ „
১৯। পলাশ নির্য্যাস „ „
২০। গুগ্গুল „ „
২১। যবের „ „
২২। মুগের „ „
২৩। দগ্ধ কপালের (চাড়া চূর্ণ) „ „
২৪। মহানিম্ব বৃক্ষের অঙ্গার (সূক্ষ্মচূর্ণ)
২৫। ক্ষৌম বস্ত্র ভস্মসূক্ষ্ম

তদ্ভিন্ন নির্ব্বাপণার্থ ঔষধ সমুদয়ও সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞ চিকিৎসক শস্ত্র সমুদয়ের শোধন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক আজ্য শেষ ও পূত সলিলদ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন এবং সবিশেষ

বিচার বুদ্ধি সহকারে শস্ত্র প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবেন। শস্ত্রপ্রয়োগ কালে বহির্লক্ষণ দ্বারা ব্রণের স্বরূপ অবধারণ পূর্ব্বক স্থির-দৃষ্টি-চিত্ত, উত্তমস্থানে অনুদ্বিগ্নভাবে অবস্থিত হইয়া চিকিৎসায় স্নায়ু সন্ধি শিরা মর্ম্ম রক্ষা করতঃ অস্ত্রপ্রয়োগ করিবেন।

হে নরেশ্বর; মাতঙ্গগণের ব্রণের সমধিক ছেদনে যে রূপ অনিষ্টের আশঙ্কা অল্প ছেদনেও তেমনি যথেষ্ট অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। ব্রণ অসম্পূর্ণরূপে বিদীর্ণ করা হইলে উহা হইতে পূয়াদি দূষিত পদার্থ সমুদয় সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত হইতে পারে না এবং তাহার ফলে পার্শ্বে, নিম্নে বা উর্দ্ধদিকে চর্ম্মের নিম্নে ব্রণ প্রসারিত হইতে থাকে; সুতরাং যাহাতে বিশুদ্ধ রক্ত পাত না হয় তাদৃশ ভাবে ব্রণের ত্রিপাদ বা তিন চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত ছেদন করা কর্ত্তব্য। অবশিষ্ট একপাদ বা এক চতুর্থাংশ আকৃতির গুণ দোষ প্রভৃতির বিচার পূর্ব্বক ঔষধদ্বারাপূর্ণ করিয়া রাখিবেন। ব্রণ আয়তই হউক চতুরস্রই হউক কিংবা বৃত্তই হউক দূষিত পূয়াদি স্রাবের সুবিধার প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া ব্রণমুখ অধোদিকে রাখা আবশ্যক। যে স্থানে অঙ্গুলির প্রবেশ সম্ভবপর নহে কেবল এষণীদ্বারা কার্য্য করিতে হইবে অথবা যে ব্রণ মর্ম্মস্থানজাত তাহাতে শস্ত্রপাত কখনও কর্ত্তব্য নহে। পিত্তদুষ্ট ব্রণ স্রাব রহিত কিংবা পীতবর্ণ হয় এবং উহাতে সন্তাপ বিদ্যমান থাকে, শ্লেষ্ম-দূষিত ব্রণের বিশেষ লক্ষণ এই যে উহা হইতে প্রভূত পরিমাণ পাণ্ডুবর্ণ পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে পক্ষান্তরে বাতদূষিত ব্রণের স্রাব অল্পপরিমিত ফেণিল ও কৃষ্ণাভ হইয়া থাকে। সকল প্রকার ব্রণের ছেদন বেধন লেখন সীবন ও বন্ধন কালে যাহাতে পূর্ব্বসঞ্চিত দূষিত পূয় রক্তাদি সম্পূর্ণরূপে নিঃসারিত করা হয় তাহার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক অন্যথা তদ্দ্বারা দেহস্থ বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রগোপ কীটের সদৃশবর্ণ যুক্ত রক্তই বারণগণের স্বাভাবিক রক্ত; স্বাভাবিক রক্তস্রাব হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইবে। পক্ষান্তরে যখন নির্দ্দোষ রক্তস্রাব হইতে দেখিবে তখনই পূর্ব্বোল্লিখিত চূর্ণ ভস্ম প্রভৃতিদ্বারা তাহা রুদ্ধ করিবে।

এই ব্যবচ্ছেদের পরে রুগ্নমাতঙ্গকে নির্দ্দোষ সুশীতল বিস্তীর্ণ স্থানে স্থাপন করিবে। উহাদিগকে লবণ ও অম্লরসযুক্ত কিংবা উষ্ণ ভক্ষ্য ভোজ্য পানীয় প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, এমন কি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ পান ও আহার নিষিদ্ধ; কারণ পান ভোজন হস্তিনী স্পর্শ উচ্চ শব্দ করা প্রভৃতি কারণে স্থাপিত রক্ত পুনঃ প্রবৃত্ত হইতে পারে। সেইরূপ ক্রোধ ও ভয় হইলেও পুনরায় রক্ত প্রবৃত্তির সম্ভাবনা, এই নিমিত্ত যাহাতে উহাদিগের ভয় বা ক্রোধের উদ্রেক না হয় তাহার

বিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য; বরং শীতল জলসেক কিংবা অধোলিখিত সুশীতল প্রলেপ ব্যবহার করিলে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা থাকে। প্রলেপ দ্রব্য যথা—

১। নল মূল	৬। পদ্মকাষ্ঠ
২। বেতস মূল	৭। উশীর
৩। পদ্ম মৃণাল	৮। মঞ্জিষ্ঠা
৪। পদ্ম	৯। অনন্ত মূল
৫। উৎপল	১০। চন্দন

এই দশবিধ দ্রব্য শীতল জলে উত্তমরূপে বাটিয়া প্রলেপ দিতে হয়। আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ব্যজন করিলেও বাঞ্ছিত ফল লাভ হইতে পারে।

যদি উল্লিখিত প্রক্রিয়াদ্বারা শোণিত নিবৃত্তি না হয় তাহা হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক সাবধান হইয়া যথাবিধি অগ্নি কর্ম্ম সমাধা করিয়া মোম † মিশ্রিত ঘৃত তৈল বসা প্রদান করিলে রক্ত নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বারণগণের হিতৈষী বিজ্ঞচিকিৎসক, অজ্ঞ রোগাভিভূত, হতমর্ম্ম, ক্ষীণকায়, অনির্ব্বাপিতশল্য, তৃষ্ণার্ত্ত মূর্চ্ছিত, সদ্যঃব্রণযুক্ত আতপাদি সন্তপ্ত ও জ্বরগ্রস্ত অবস্থায় বারণগণের "অগ্নিকর্ম্ম" করিবেন না।

হে নরনাথ, ব্রণ ব্যবচ্ছেদ-দোষে বারণগণের সংক্ষোভ পাণ্ডুতা শোণিতের অতিপ্রবৃত্তি কম্প স্তম্ভ এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। তদ্ভিন্ন মর্ম্ম এবং সন্ধিচ্ছেদেও বারণগণের মৃত্যু অনিবার্য। বৃক্ষ যেমন মূল স্কন্ধ ও শাখাস্বরূপ মাতঙ্গ দেহ ও তেমনি শিরাস্নায়ু অস্থিমাংস ও ত্বক্ সমষ্টি মাত্র এবং গৃহ মধ্যে মূর্ত্তির ন্যায় তাদৃশ দেহমধ্যে বারণাত্মা বিদ্যমান। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু দ্বারা আবৃত আত্মা ই তাদৃশ দেহ ধারণ করিয়া থাকে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু মর্ম্মাশ্রিত এই নিমিত্ত শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক মর্ম্মদেশ রক্ষাপূর্ব্বক শস্ত্র প্রয়োগ করিবেন। হে অঙ্গনাথ, ইহাই শস্ত্রোপচারে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ।

অনন্তর মাতঙ্গগণের ব্রণে অগ্নিপ্রয়োগ বিধান বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন— সন্ধিগত, মলমূত্র দ্বারাশ্রিত কিংবা শিরা অস্থি মর্ম্মধমনী কোষ্ঠ ও কণ্ঠ আশ্রিত ব্রণে কখন ও অগ্নি প্রয়োগ বিধেয় নহে। মোহাভিভূত চিকিৎসক তাদৃশ ব্রণে অগ্নি প্রয়োগ করিলে রুগ্ন মাতঙ্গের প্রাণ বিয়োগ অন্ততঃ অঙ্গ বৈকল্য অবশ্যম্ভাবী পক্ষান্তরে যে সকল ব্রণ উৎপত্তি অবস্থাতেই ক্লেশপ্রদ এবং পরেও পুনঃ পুনঃ

---

† মোম মৌমাছি কৃত।

দূষিত হয়, পিটকাযুক্ত নাড়ীজাত ব্রণ, কৃমিদুষ্ট ব্রণ, প্রভূত স্রাবযুক্ত উৎসন্ন মাংস গম্ভীর ব্রণ, শঙ্ক রাচিত ব্রণ, নীলাবচ্ছিন্ন মাংসযুক্ত ব্রণ, বল্মীকাকৃতি ব্রণ, মাংস-শোষী ব্রণ এবং যে ব্রণের প্রান্তভাগ স্ফীত এই সকল ব্রণে যথাবিধি অগ্নিকর্ম্ম, একান্ত কর্ত্তব্য। অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা ব্রণের স্ফীত ভাব তিরোহিত হয় এবং শুষ্ক ভাব উৎপাদন করে সুতরাং অগ্নিকে একাধারে ব্রণ সংশোধক ও ব্রণ রোপক বলা যাইতে পারে; সুতরাং অগ্নি কর্ম্মের গুণ অশেষবিধ, এইনিমিত্ত বারণগণের হিতকামনায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রয়োজন বোধ করিলে 'অগ্নিকর্ম্ম' করিবেন। যেরূপ দাহ করিলে ব্রণ কপোতবর্ণ সঙ্কুচিত রুক্ষ এবং স্রাব ও বেদনা বিহীন হয় তাহাকেই সম্যগ্‌দগ্ধ বলিয়া জানিবেন; পক্ষান্তরে দাহের পরে ও যে ব্রণের স্নিগ্ধভাব হিরোহিত না হয় এবং যাহা হইতে পূর্ব্ববৎ স্রাব হইতে থাকে, তাহা দুর্দ্দগ্ধ বলিয়া অবগত হইতে হইবে এবং অবিলম্বে তাহার পুনর্দ্দাহ অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রণ অতি দগ্ধ হইলে অত্যন্ত জ্বর, শিরোঘূর্ণন মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, মুখশোষ, ব্রণ গভীর, ক্লেশপ্রদ ও শীর্ণমাংস যুক্ত হইয়া থাকে। অতিরিক্তদাহে উল্লিখিত দারুণ দোষ সকল ঘটিয়া থাকে এই নিমিত্ত শীতল জলসেক ও পূর্ব্বোল্লিখিত সুশীতল প্রলেপ প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং দ্বিত্রণীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত বিধানে ব্রণের চিকিৎসা করা বিধেয়। মহানুভব অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য ইহা বলিয়া গিয়াছেন।

* ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

যন্ত্রবিধি।

একদা মহানুভব অঙ্গপতি কৃতজপ্য ঋষিশ্রেষ্ঠ পালকাপ্যকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, আপনি শস্ত্রাগ্নি প্রণিধান প্রভৃতি চিকিৎসা কার্য্যে বারণগণকে দৃঢ়স্তম্ভে বন্ধন করিবার উপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু উহারা অত্যন্ত বলশালী এবং তেজঃসম্পন্ন, এই নিমিত্ত কেবল একটিমাত্র বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া ও উহারা কি নিমিত্ত আপাত ক্লেশকর চিকিৎসা কালে চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারী প্রভৃতিকে আঘাত করিবে না? হে ঋষিপ্রবর, যাহাতে অবাধে উহাদিগের শস্ত্রোপচারাদি সম্পন্ন করা যায় তাহা আমার নিকটে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। তাঁহার তাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলিতে লাগিলেন;—হে নরেশ্বর, যেরূপে রুগ্ন মাতঙ্গকে আলানে বন্ধন করিয়া তাহার শস্ত্রোপচারাদি নিরাপদে সম্পাদন করা যায় তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—যে অল্পজ্ঞ চিকিৎসক স্বীয় অজ্ঞতা কিংবা ত্বরা বশতঃ রুগ্ন মাতঙ্গকে সুসংযত না করিয়া শস্ত্রোপচারাদি করিবার নিমিত্ত তাহার নিকটে গমন করেন, তিনি নিশ্চয়ই মূর্খ, তাঁহার জীবন সংশয় কিংবা বিষম বৈকল্য উপস্থিত হয়। তিনি ভয় প্রযুক্ত ক্রিয়ার সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে না পারায় অনেক সময়ে তির্য্যগ্‌ভাবে শস্ত্রোপচার করিয়া রুগ্ন মাতঙ্গের শিরা স্নায়ু প্রভৃতি ছেদন করিয়া বসেন। এই নিমিত্ত রুগ্ন মাতঙ্গকে অগ্রেই স্তম্ভে যথাবিধি সুযন্ত্রিত না করিয়া কদাপি শস্ত্রোপচারাদি ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। হে অঙ্গেশ্বর, বারণগণের দেহে শস্ত্রোপচারাদি কালে 'পূর্ব্বাপরপরিক্ষেপ' দন্তোদ্দানী কায়োদ্দানী প্রভৃতি ত্রয়োদশ-বিধ বন্ধন প্রচলিত আছে। সুতরাং বিজ্ঞ চিকিৎসক, উল্লিখিত ত্রয়োদশ বিধ বন্ধনে রুগ্ন মাতঙ্গকে সুসংযত না করিয়া কদাপি শস্ত্রোপচার কিংবা অগ্নিকর্ম্ম করিবেন না।

মহাপ্রভাবশালী অঙ্গেশ্বর, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনরায় সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, আমি শিষ্যভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি উল্লিখিত ত্রয়োদশ বিধ বন্ধনের বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন। আপনি বলিলেন 'আলিত' ও 'বদ্ধমাত্রাপর' নামক বন্ধনদ্বয়ের অশেষ দোষ, তাদৃশ বন্ধনে সংযত করিয়া শস্ত্রোপচার অগ্নিকর্ম্ম প্রভৃতি করিতে গেলে রুগ্ন মাতঙ্গ বন্ধন ছেদন বা আলান ভঞ্জন করিয়া থাকে। অসমর্থ পক্ষে অন্ততঃ

স্বয়ং ভূতলে নিপতিত হইয়া শস্ত্রোপচারাদির যথেষ্ট বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে সুতরা কীদৃশ বন্ধনে সংবদ্ধ করিয়া রুগ্নমাতঙ্গের শস্ত্রোপচারাদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করা যায় তাহা যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে অঙ্গনাথ শ্রবণ করুন—যে ভূমি পাষাণবহুলা অসমতল কিংবা প্রভূত কর্দ্দম ও শর্ক্করাযুক্ত তাদৃশ ভূমিতে বারণগণের শস্ত্রোপচারাদি নিষিদ্ধ, পক্ষান্তরে যে ভূমি অত্যধিক পরিমাণে শর্ক্করাবিহীন ধূলিময় ও কর্দ্দমশূণ্য, তাদৃশ ভূমিই বারণগণের শস্ত্রোপচারাদি কার্য্যে প্রশস্ত। তাদৃশ স্থানে রুগ্ন মাতঙ্গকে উপবিষ্ট করিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে রজ্জুদ্বারা 'পক্ষবন্ধ' নামক বঞ্চন-বিধানে যথাবিধি বন্ধন করা কর্ত্তব্য এবং অপস্কার প্রদেশে ও 'অষ্টীব্য' প্রদেশে ও দৃঢ়বন্ধন করা আবশ্যক। উল্লিখিত রজ্জু সমুদয় বন্ধনস্তম্ভে সংযত করিতে হইবে উক্ত প্রদেশদ্বয়ের ও মন্যার নিকটে যুক্তিবশতঃ তিনটী সুদৃঢ় খর্ব্ব ও অচ্ছিদ্র যূপ বা বন্ধন স্তম্ভ অগ্রেই প্রোথিত করা বিধেয়। উহার অপর প্রান্তে 'বাল' ও 'বাসন' নামক বন্ধনদ্বয়দ্বারা সুসংযত করিতে হইবে। হে পৃথিবীশ্বর, অনুবৃত্ত মাতঙ্গের শস্ত্রোপচার ও অগ্নিকর্ম্ম প্রভৃতি হওয়া কর্ত্তব্য।

পুনরায় অঙ্গরাজ মহামুনি পালকাপ্যকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ এতাদৃশ বন্ধনে ও অশেষ দোষ দৃষ্ট হইতেছে তাদৃশ অবস্থায় রুগ্ন বারণ ইহাতে ও ক্ষয়ভাগ গণ্ডদেশ ভুজমূলদ্বয় সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইবে এবং উহাদিগের দেহে শস্ত্রোপচারে ও ফল প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত। এই নিমিত্ত যাহাতে বারণগণের শস্ত্রোপচার ও অগ্নিকর্ম্ম প্রভৃতি নিরাপদে সম্পন্ন হয় তাহা বর্ণনা করিয়া আমার সংশয়ের নিরাকরণ করুন। মহাপ্রভাবশালী অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলিতে লাগিলেন -হে অঙ্গনাথ, শ্রবণ করুন আমি বারণগণের যন্ত্রবিধান বর্ণনা করিতেছি। স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনীর, অনতিদূরে সুখ বিহার যোগ্য নিরাপদ সুরম্য সমতল প্রদেশে 'যন্ত্রবিধান' অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে যে স্থানে পক্ষীদিগের আবাস যে স্থানে শ্মশান, যে স্থানে দগ্ধ মৃত্তিকা, অর্দ্ধশুষ্ক তরুরাজি, আশ্রম দেবতায়তন উদ্যান চৈত্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে তাহা 'যন্ত্রবিধি' অনুষ্ঠানে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। * * *

শ্মশান ও চৈত্যজাত বৃক্ষ সমুদয় যন্ত্রবিধিতে পরিবর্জ্জনীয়। পক্ষান্তরে খদির সাল, বদর মধূক সোমবল্লক প্রভৃতি তরুগণের মধ্যে যথালাভ বৃক্ষই যন্ত্রবিধিতে ব্যবহার্য্য কিন্তু বল্মীকবিহীন সারবান ও নিরাপদ্ স্থানে জাত অগ্নিদ্বারা অস্পৃষ্ট লতাসমূহদ্বারা অনাবৃত বৃক্ষ সমূহই যন্ত্রকার্য্যে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

অনন্তর বিজ্ঞ চিকিৎসক স্নানাদিদ্বারা পূত হইয়া প্রশস্ত তিথি নক্ষত্র ও মুহূর্ত্তে দেবদর্শন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া যন্ত্রকর্ম্মোপযোগী বৃক্ষ সংগ্রহের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত বৃক্ষের নিকটে গমন করিয়া অধোলিখিত বিধানে বলি-প্রদানপূর্ব্বক সেই বৃক্ষের অধিবাস করিবেন। যন্ত্রকর্ম্মোপযোগী খদির বা খয়ের বৃক্ষের অধিবাস কুসুম সুরভিত সুরা রক্তমাল্য ও প্রিয়ঙ্গু কুসুমদ্বারা করা কর্ত্তব্য। সূপান্ন মাংস ও বিচিত্র মাল্য কিংবা কেবল সুরাদ্বারা 'অঞ্জন' বৃক্ষের অধিবাস করিতে হইবে। গুড়ান্ন দুগ্ধ পিষ্টক ও আসব প্রভৃতি দ্বারা যন্ত্রার্থ 'কদর' বৃক্ষের অধিবাস করা একান্ত বিধেয়। উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ দ্বারা তত্তদ্‌বৃক্ষের অধিবাস করিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসক বৃক্ষমূলে থাকিয়া অধোলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবেন —'এই স্থাবরে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে সকল প্রাণী বাস করে আমি তাহাদিগকে বলিপ্রদান ও প্রণাম করিতেছি।' অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সংযত চিত্তে ছেদকদ্বারা বৃক্ষটিকে ছেদন করাইতে হইবে; কিন্তু ছেদন কালে ছেদক উত্তরমুখ কিংবা পূর্ব্বমুখ হইয়াই ছেদন করিবে। ছেদনকালে যে বৃক্ষ হইতে বিকৃত স্বর নির্গত হয় কিংবা যে বৃক্ষ অন্যদিকে নিপতিত হয়, তদ্দ্বারা নির্ম্মিত যন্ত্র নিস্ফল, এই নিমিত্ত তাহা যন্ত্র নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর যন্ত্রনির্ম্মিত হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহা প্রভূত সলিল পরিবেষ্টিত সমতলস্থানে সুদৃঢ় ভাবে প্রোথিত করাইয়া তন্মধ্যে দৃঢ় স্তম্ভ সন্নিবেশিত করাইবেন যন্ত্রের আটটি পাদ ও তাহার প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া সূচি (তীক্ষ্ণকাটা) প্রোথিত করাইবেন। * * *

অনন্তর তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন চিকিৎসক রুগ্ন মাতঙ্গকে যন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রয়োদশ প্রকার বন্ধনে সুসংযত করিবেন এবং তৎপরে সংযতচিত্তে শস্ত্রোপচার ও অগ্নিকর্ম্ম প্রভৃতি আপাত কেশকর ক্রিয়া সম্পাদন করা অপেক্ষাকৃত সুকর হইয়া থাকে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমতঃ যন্ত্রটিকে পতাকাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া তৎপার্শ্বে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন এবং পশ্চিম দিকে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে যথাবিধি হোম করিয়া হুতশেষ আজ্য যন্ত্রে মাখিবেন। অনন্তর সনৎকুমার এবং চিরবীজয়ী কার্ত্তিকেয় প্রভৃতিকে পূজা ও নমস্কার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তি বাচন ও স্বয়ং ভূতবলি প্রদান করিয়া পরে শস্ত্রোপচারাদি করিবেন। মহানুভব অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য ইহা বলিয়া গিয়াছেন। ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে একাদশ অধ্যায়।

---

† 'স্থাবরে যানি ভূতানি নিবসন্তি চিরাণি বৈ।
নমস্করোম্যহং তেভ্যঃ ক্রিয়তাং বা সপর্য্যয়ঃ।"

দ্বাদশ অধ্যায়।

শল্যোদ্ধরণ বিধি।

একদা মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কৃতজপ্য ঋষিশ্রেষ্ঠ পালকাপ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ আপনি অনুকম্পা প্রকাশে বারণগণের 'প্রনষ্ট শল্যোদ্ধরণ' যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন—বারণগণ ভীষণ সংগ্রাম ক্ষেত্রে শর শক্তি ঋষ্টি তোমরভল্ল প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া থাকে। পরে বহু চেষ্টাতেও উহাদিগের মাংসবহুল দেহ হইতে শল্যের ভগ্নাবশেষ খুজিয়া পাওয়া যায় না বরং দিন দিন উহাদিগের গূঢ়শল্য ব্রণ সমুদয় হইতে অত্যধিক শ্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং ব্রণ ভীষণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ক্রমে উহা কঠিন, দুর্গন্ধযুক্ত, গভীর ও বেদনা বহুল হইয়া থাকে। কখন কখনও উহা হইতে রক্তস্রাব হয় এবং বিবিধ শোধন দ্রব্যদ্বারা শোধিত হইয়াও কদাপি বিশুদ্ধ বা প্রতিকৃত হয় না। হে ঋষিপ্রবর, যাহাতে তাদৃশ ব্রণের এবং তৎসমুত্থিত অন্যান্য ব্রণের চিকিৎসা অনায়াসে করিতে পারা যায় তাহা বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন। অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে অঙ্গনাথ' এই গজায়ুর্বেদ শাস্ত্র পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন এবং প্রজাপতি দেবরাজ ইন্দ্রকে, ইন্দ্র অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঋষিদিগকে বলিয়াছিলেন। এইরূপ গুরু পরম্পরায় আমি সেই গূঢ় রহস্য অবগত হইয়া সদ্যঃক্ষতবিধানে এবং দ্বিব্রণীয় অধ্যায়ে তাহা বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছি, এইক্ষণে প্রনষ্ট শল্যের লক্ষণ সমুদয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—

হে নরনাথ, যে যে স্থানে তৃণকাষ্ঠ ও লৌহময় শল্যালুকায়িত থাকিতে পারে, প্রথমতঃ সেই সকল স্থান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। হে অঙ্গনাথ, বারণ-গণের ছবি মাংস মেদঃ সন্ধি স্নায়ু অস্থি কোষ্ঠ ও স্রোতঃ সমুদয়েই শল্য প্রচ্ছন্ন থাকে। হে অঙ্গেশ্বর, উল্লিখিত শল্য ও 'বাহ্য' এবং 'শরীরজ' ভেদে দ্বিবিধ; তন্মধ্যে তৃণকাষ্ঠ লৌহ প্রভৃতি বহুপ্রকার 'বাহ্য' শল্য ও রক্ত অস্থি মাংস শিরা স্নায়ু ও পূয় প্রভৃতি আভ্যন্তর শল্য। শরীরজ শল্যের মধ্যে অস্থিই দারুণ শল্য; কারণ শোণিতাদি শল্য সমূহ ক্ষত মুখ কিঞ্চিৎ বিকৃত হইলে ঔষধ প্রয়োগে বিঘ্ন উপস্থিত করে না। পক্ষান্তরে অস্থিশল্য অল্পকাল মধ্যেই মাংসাদির অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।

হে নরেশ্বর, অতঃপর গূঢ় শল্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। মাতঙ্গগণের ক্ষতের অভ্যন্তরে শল্য বিদ্যমান থাকিলে উহাতে ভীষণ বেদনা, স্রাব, ক্ষতস্থানে স্ফীতভাব ও স্তব্ধ ভাবাদি বিদ্যমান থাকে এবং ক্ষতের প্রান্তভাগ অপেক্ষাকৃত কঠিনতর লক্ষিত হয়। তাদৃশ ব্রণ হইতে যে স্রাব নির্গত হয় তাহা দুর্গন্ধি ও পিচ্ছিল। ব্রণ অনেক সময়েই বিচ্ছিন্ন এবং কদাচিত মিলিত লক্ষিত হয়। পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ব্রণবস্তুর মধ্যে যে ব্রণে যাদৃশ ব্রণবস্তু বিদ্যমান থাকে, সেই ব্রণ হইতে তাদৃশ স্রাব নির্গত হয়। এক প্রকার ব্রণবস্তুযুক্ত ব্রণ অন্য প্রকার ব্রণবস্তুর স্রাব কদাচিৎই হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অধোলিখিত লক্ষণ সমূহদ্বারা ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ব্রণ নির্ণয় করিয়া থাকেন। বারণগণের ব্রণের অভ্যন্তরে ত্বকের নিম্নে শল্য বর্ত্তমান থাকিলে সেই স্থানের চর্ম্ম ঈষদুন্নত ও উৎপন্ন লক্ষিত হয়। শল্য মাংসস্থ হইলে সেইস্থানের স্ফীত ভাব পৃষ্ঠের সুসদৃশ হইয়া থাকে, মেদঃস্থ হইলে ক্ষত বিসর্পযুক্ত হয় এবং শিরা ও স্নায়ুগত হইলে মাতঙ্গ কুব্জ কিংবা স্তব্ধাঙ্গ হইয়া থাকে। শল্য, সন্ধিগত হইলে বারণগণের চেষ্টা নিরোধ এবং তত্তৎ সন্ধি স্ফীত হইয়া থাকে; অস্থিগত হইলে অস্থিভেদ জন্মে এবং স্রাব নিরুদ্ধ হয়; ইন্দ্রিয় গত হইলে তাহার ক্রিয়া ব্যাহত হয়; কোষ্ঠস্থ হইলে বারণগণ রক্তমিশ্রিত মল ত্যাগ করে, উহাদিগের মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব ও উদর স্ফীত হইতে থাকে। শল্য প্রাণহর সন্ধি অস্থি ধমনী ও স্নায়ুগত হইলে তাহাতে তীব্র বেদনা অনুভূত হয় এবং তাদৃশ শল্যকে অসাধ্য বা চিকিৎসকের শক্তির বহির্ভূত বলিয়া জানিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে বিজ্ঞ চিকিৎসক মাতঙ্গগণের মর্ম্মস্থান সমুদয় লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইবেন। তদ্ভিন্ন যে স্থানে বহুবর্ষ যাবৎ শল্য বিদ্যমান থাকে সেইস্থানে শল্য দৃষ্ট হয় না কিংবা সেইস্থান বিদীর্ণ হয় না। উক্ত স্থান প্রায়শঃ নির্ব্রণ কদাচিৎ ব্রণযুক্ত থাকে।

হে অঙ্গনাথ, আমি পুনরায় বারণগণের সশল্য ব্রণলক্ষণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—বিজ্ঞচিকিৎসক, মাতঙ্গগণের ব্রণ সশল্য কিনা তাহা জানিতে হইলে তাহার গন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিবেন। যে ব্রণ সশল্য তাহা হইতে দুর্গন্ধ ও পিচ্ছিল স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে। তাদৃশ ব্রণ বিচ্ছিন্ন লোহিতবর্ণ এবং 'কাঁজির, গন্ধ-বিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। উহাতে সর্ব্বদা কণ্ডু দাহ ও শোষ বিদ্যমান থাকে; এই নিমিত্ত মাতঙ্গগণ সর্ব্বদা স্বীয় শুণ্ডদ্বারা উহাতে বালুকা কর্দ্দম ও ধূলি নিক্ষেপ করে এবং পুনঃ পুনঃ তাহা স্পন্দিত ও তাহার গন্ধ গ্রহণ করিতে থাকে। উল্লিখিত লক্ষণসমূহদ্বারা মাতঙ্গগণের ব্রণ সশল্য জানিয়া বিজ্ঞচিকিৎসক ব্রণোপচার

বিধান অনুসারে তাহার চিকিৎসা করিবেন; পক্ষান্তরে যদি শল্য লক্ষ্য করিতে না পারেন তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক রুগ্নমাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে তিলতৈল গব্যঘৃত কিংবা বসা মর্দ্দন করিয়া বিরল বায়ুপ্রচারযুক্ত স্থানে তাহাকে স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত স্বেদন দ্রব্যদ্বারা যথাবিধি স্বেদ করিবেন। অনন্তর তাহার সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন ও অন্বেষণ করিলে শল্য লক্ষিত হইয়া থাকে; অঙ্গের যে স্থানে অপূর্ব্ব শিরা সমূহের সংযোগ দৃষ্ট হয় কিংবা স্পর্শ সংসক্ত হয় সেই স্থানেই শল্য প্রচ্ছন্ন আছে বুঝিতে হইবে। যদি তাহাতেও শল্য লক্ষিত না হয় তাহা হইলে উক্ত মাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দম লেপনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহাতে যে স্থানের মৃত্তিকাপ্রলেপ সর্ব্বাগ্রে শুষ্ক হয় সেই স্থানই সশল্য বুঝিতে হইবে। এইরূপে শল্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই স্থানে প্রলেপ দিবে এবং তাদৃশ প্রলেপের ফলে উক্তস্থান মৃদু বিবর্ণ ও শিথিল লক্ষিত হইলে তাহা পক্ক জানিয়া বিদীর্ণ করিবে এবং 'এষণী' 'বিকন্ত' প্রভৃতি অস্ত্রের সাহায্যে শল্য নিষ্কাশিত করিবে। আর যদি শল্য শাখাদিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিবে। যন্ত্রপ্রয়োগকালে অভিজ্ঞ চিকিৎসক স্বীয় বামহস্তে ব্রণমুখ দক্ষিণ হস্তে যন্ত্র ধারণ করিবেন এবং তাদৃশ অবস্থায় যন্ত্রের ক্রিয়াদ্বারা শল্য আহরণ করিবেন; এইরূপে ত্বক্‌গত শল্য আহরণ করা কর্ত্তব্য। যে সকল মাতঙ্গের দেহ মাংসোপচিত এবং শল্য মাংস মধ্যে প্রচ্ছন্ন ও অদৃশ্য তাহা অন্বেষণের অভ্যঙ্গ স্বেদ প্রভৃতি কৌশল পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এইক্ষণে মাতঙ্গগণের শিরাজালগত শল্য অদৃশ্য হইলে যেরূপে তাহা অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারা যায় তাহার উপায় বর্ণনা করিতেছি তাদৃশ অবস্থায় শল্যবিদ্ধ মাতঙ্গের শল্যযুক্ত অঙ্গে তীব্র বেদনা বিদ্যমান থাকে, তাহাদ্বারাই সশল্য স্থান নির্ণীত হইতে পারে। একান্ত পক্ষে তাহা না হইলে উহার সর্ব্বাঙ্গে গো-মূত্র মাখিয়া মর্দ্দন করিলে কিংবা উহাকে উন্নত আনত পথে ব্যায়াম করাইলে তাহার প্রভাবে উহাদিগের দেহ অত্যন্তরূপে সংকুচিত হয় এবং তাদৃশসঙ্কোচনের ফলে শল্য স্বীয় স্থান হইতে স্খলিত হইয়া স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে অনেক সময়ে তাদৃশ নূতন স্থানে অত্যন্ত বেদনাও বিদ্যমান থাকে। তখন এষণীর সাহায্যে তাহার গতি অবধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত কৌশলে শল্য উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। স্নায়ু মণ্ডলগত শল্য অদৃশ্য হইলেও শিরাজাল গত শল্যের সুসদৃশ প্রতীকার করা বিধেয়। যদি মাতঙ্গগণের অঙ্গসন্ধিগত শল্য অদৃশ্য হয় তাহা হইলে অবিলম্বে তত্তৎ সন্ধি, চর্ম্ম কিংবা বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে এবং

তাদৃশ অবস্থাতেই উক্ত মাতঙ্গকে পর্ব্বতাদি লঙ্ঘন কিংবা নদী প্রভৃতিতে সন্তরণ করাইবে। তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ অঙ্গসন্ধি সম্প্রসারিত হওয়ায় উহা স্ফীত বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। তখন শল্য নিরূপণ পূর্ব্বক এষণীদ্বারা তাহার গতি নির্ণয় করিয়া পূর্ব্ববৎ যন্ত্রদ্বারা অল্লায়াসে তাহা উদ্ধৃত করা যায়। বারণগণের অস্থিগত শল্য অদৃশ্য হইলে তাহাকে পূর্ব্ববৎ তৈলাদি মর্দ্দন, স্বেদ ও অসমতল প্রদেশে ভ্রমণ করাইলে শল্য মাংস মধ্যে উপস্থিত হয় এবং তখন পূর্ব্বোল্লিখিত বিধানে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে যদি তাদৃশ কৌশলে ও বারণগণের অস্থ্যাদি প্রদেশ গত শল্য স্থানচ্যুত না হয় তাহা হইলে স্তম্ভে দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া শস্ত্রোপচারদ্বারা শল্য উদ্ধার করিবে। কিন্তু স্রোতঃ শিরা সঙ্গম মর্ম্ম প্রভৃতি স্থানগত শল্য উদ্ধরণের নিমিত্ত প্রাজ্ঞ চিকিৎসক কখন ও শস্ত্র প্রয়োগ করিবেন না। তদ্ভিন্ন যে স্থান অপক্ক, অক্লিন্ন, অশিথিল কিংবা যে স্থানের মাংস মৃদুভূত না হয় সেস্থানে শস্ত্রপাত একান্ত নিষিদ্ধ। এই প্রকারে বিজ্ঞ চিকিৎসক বারণগণের স্রোতোগত শল্য আহরণ করিবেন। সেইরূপ বিরেচন দ্বারা কোষ্ঠগত শল্য নিঃসারণ করা যাইতে পারে। এই প্রকার শল্য উদ্ধারের পরে মাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে গব্য ঘৃত লেপন ও উহাকে সুশীতল জলে অবগাহন করাইবে। অনন্তর 'দ্বিব্রণীয়' অধ্যায়ে উল্লিখিত বিধানে অশুদ্ধ ক্ষত শোধন, সংরোপণ (ক্ষত শুকান) এবং সবর্ণীকরণ প্রভৃতি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। হে অঙ্গেশ্বর, ইহাই বারণগণের প্রনষ্ট শল্যের প্রতীকার বর্ণিত হইল।

হে নরেশ্বর, অতঃপর বারণগণের শল্য নিঃসারণোপযোগী যন্ত্রের আকৃতি বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—যন্ত্র নানাবিধ। তন্মধ্যে * * * * সিংহমুখ যন্ত্র, যষ্টি যন্ত্র, কর্ক্কটক যন্ত্র, দাত্যূহ যন্ত্র, গোধামুখ যন্ত্র, উভয় পার্শ্বে দন্তবিশিষ্ট মকরক যন্ত্র, শঙ্কু যন্ত্র, একদন্ত যন্ত্র, মুষ্টিযন্ত্র এবং শার্দ্দূলমুষ্টি যন্ত্র ই সর্ব্বদা প্রচলিত ও প্রয়োজনীয়। হে অঙ্গনাথ, আমি, আপনার নিকটে যন্ত্রের আকৃতির বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিলাম। বিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ, শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিচার ও অপর যন্ত্র দর্শনপূর্ব্বক নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য

হে নরনাথ, অতঃপর বারণগণের মর্ম্মস্থানের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুণ—মাতঙ্গগণের মস্তকে চারিটি মর্ম্মস্থান আছে। উহা বিদ্ধ হইলে বারণগণ মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকে না। সেইরূপ মুষ্ক পুংচিহ্ন এবং মূত্রাশয়ের উপরি-ভাগে শরদ্বারা বিদ্ধ হইলে বারণগণ কোনও প্রকারেই জীবিত থাকে না;

কারণ সন্তঃপ্রাণ হর মর্ম্মাদিতে বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে এবং কালান্তর বিনাশী মর্ম্মসমূহে বিদ্ধ হইলে দীর্ঘকাল পরে প্রাণ ত্যাগ করে। শল্য বিদ্ধ মর্ম্মস্থান হইতে শল্যোদ্ধারের পরে রক্ত স্রাব হইলে মাতঙ্গের প্রায়শঃ মৃত্যু ঘটিতে দেখা যায়।

হে নরেশ্বর, বারণগণের মর্ম্মদেশে শল্য বিদ্ধ হইলে ও বিদ্ধ শল্য অদৃশ্য হইলে যাদৃশ যন্ত্র দ্বারা যে প্রকার শল্য উদ্ধার করিতে হইবে তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—বিজ্ঞ চিকিৎসক, ত্র্যস্র (ত্রিশির) একদংষ্ট্র, মুষ্টি, শার্দ্দূল, মুষ্টি, নন্দীমুখ, শঙ্কুপার্শ্ব এবং সিংহমুখ এই সকল বিভিন্ন জাতীয় যন্ত্র বারণগণের শল্য উদ্ধার কার্য্যে ব্যবহার করিবেন। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় অঙ্গুলি, বা এষণীর সাহায্যে শল্য অবধারণ করিয়া পরে 'বৃদ্ধিপত্র' নামক শস্ত্রদ্বারা চ্ছেদন পূর্ব্বক 'নন্দীমুখ' প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা শল্য উদ্ধৃত করিবেন। অনন্তর ব্রণের চতুষ্পার্শ্বে পীড়নপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ রক্ত মোক্ষণ করিয়া পরে বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত গব্য ঘৃত দ্বারা সেইব্রণ সিক্ত করা কর্ত্তব্য। সমধিক রক্তপাত হইতে দেখিলে অগ্নিবর্ণ লৌহদ্বারা ক্ষত স্থান দগ্ধ করিয়া দিতে হয় এবং তাদৃশ অবস্থায় মাতঙ্গকে গব্য ঘৃত পান করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। হে পৃথিবীশ্বর, 'কঙ্কমুখ' যন্ত্রদ্বারা প্রায় সকল প্রকার শল্য অল্পায়াসে উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। সর্ব্বপ্রকার শল্য নিঃসারণের পরেই বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত গব্য ঘৃত সেচন অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই মাতঙ্গদেহে বরাহ কর্ণ, ক্ষুরাগ্র কিংবা ক্ষুর বিদ্ধ হইলে 'মুষ্টি' যন্ত্র দ্বারা অল্পকাল মধ্যে তাহা উদ্ধৃত করা যায়। 'পীলুশঙ্খ' 'শিরাগ্র' 'ত্রিকণ্টক' প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র বারণ দেহে বিদ্ধ হইলে 'গোধামুখ' যন্ত্র দ্বারা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। 'শৃঙ্গ শীর্ষ' 'ত্রিকণ্টক' প্রভৃতি ভীষণ শল্য সমূহ বারণ দেহে বিদ্ধ হইলে নিপুণ চিকিৎসক মাতঙ্গকে উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া 'কর্ণভঙ্গ' নামক শস্ত্রদ্বারা শল্যস্থান বিদীর্ণ করিয়া 'সিংহমুখ' যন্ত্রদ্বারা শনৈঃ শনৈঃ শল্য উদ্ধৃত করিবেন এবং ক্ষতস্থান পূর্ব্ববৎ বিড়ঙ্গচূর্ণ ও গব্য ঘৃতে সিক্ত করিবেন। সেইরূপ 'নারাচ' ও 'অর্দ্ধনারাচ' সিংহদংষ্ট্রা, যন্ত্রদ্বারা এবং 'মুকুলাগ্র' শল্য 'মণ্ডুকবক্ত্র' যন্ত্রদ্বারা উদ্ধৃত করা বিধেয়। হে মহীবল্লভ, আমি আপনার নিকটে যন্ত্র সমুদয়ের ও শল্য সমূহের বিভাগ যথাযথ বর্ণনা করিলাম এইক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্ব্বিধ মর্ম্মস্থানে শল্য বিদ্ধ হইলে তাহার প্রতীকারের উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন। বারণগণের বিশিষ্ট মর্ম্ম প্রদেশে শল্য বিদ্ধ হইলে তাহা নিঃসারিত করিতে যত্ন না করাই বিধেয়; কারণ তাদৃশস্থান হইতে শল্য

নিঃসারণের ফলে বারণগণের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যুক্তি বশতঃ প্রসিদ্ধ অভ্যঙ্গ ঔষধ লেপন ব্রণশোধন প্রভৃতি দ্বারা তাদৃশ শল্য যাপ্য হওয়া আবশ্যক। শরাদি দ্বারা মস্তকস্থ মর্ম্মবিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। আসন ও জঘন দেশে বিদ্ধ শল্য নিঃসারণ করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহা যাপ্য করিয়া রাখিবে। উপর্য্যা কিংবা কোষ্ঠে শল্য বিদ্ধ হইলে উহা রক্ত দূষিত করিয়া বাত ব্যাধি জন্মায়। তদ্ভিন্ন গ্রীবাসন্ধি, শিরাস্নায়ু পার্শ্বদ্বয়ে শল্য বিদ্ধ হইলে মর্ম্ম সমূহ রক্ষা করিয়া তাদৃশ শল্য নিঃসারণ করিবে। সুতরাং যে সকল শল্য সন্ধিগত নহে তাহাই নিঃসারণ যোগ্য। এইরূপ ব্রণ শল্য বিহীন হইলে তাহার প্রতীকার করা বিধেয়। লম্বিত, ব্যথিত, ছিন্ন অবরুদ্ধ এবং দুর্জ্জাত প্রভৃতি ব্রণের বিভিন্ন প্রাকার ভেদ লক্ষ করিয়া তাহার প্রতীকার করিলে অবিলম্বে সফলতা লাভের সম্ভাবনা। অবিজ্ঞচিকিৎসক ক্ষৌমসূত্রদ্বারা তাদৃশ ব্রণ সীবন (সেলাই) করিয়া পরে পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষতরোপণের ঔষধ সমুদয় যথাযোগ্য প্রয়োগ করিবেন। * * * *

বিদ্ধস্থান স্ফীত হইলে তদ্দ্বারাই লেপন করা কর্ত্তব্য। ক্ষীর বৃক্ষ (অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুমুর পাকুর ও পারীশ) কাথ ও গব্যঘৃত লেপন করিলে তাদৃশ ব্রণ নির্দ্দোষ ও অবিলম্বে শুষ্ক হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি বিষাক্ত শল্য বিদ্ধ হয় তাহা হইলে ক্ষত মধ্যে পূতিমাংস জন্মে ও তাহা হইতে দূষিত স্রাব নির্গত হইতে থাকে। তাদৃশ ক্ষত ভিন্নবর্ণ ও চতুর্দ্দিকে স্ফীত হয় এবং মাতঙ্গদেহ সন্তাপযুক্ত হইয়া থাকে। হে পৃথিবীশ্বর, বারণগণের তাদৃশ ক্ষত পূর্ব্বোক্ত বিধানে সংস্কৃত গব্যঘৃতদ্বারা শোধিত করিয়া পরে পূর্ব্বোল্লিখিত পথ্য ব্যবহার ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে শীঘ্র প্রতিকৃত হইয়া থাকে। শীতপ্রলেপদ্বারা ও তাদৃশ ব্রণে সত্বর সুফল লাভ হয়। যে মাতঙ্গের ব্রণ স্তব্ধ বিবর্ণ ও বিস্রস্ত তাদৃশ মাতঙ্গকে দৃঢ় স্তম্ভে যথাবিধি সুসংযত করিয়া কার্পাস সূত্র কিংবা ক্ষৌম সূত্রদ্বারা তাহার ব্রণ সীবন করিবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক মাতঙ্গগণের তাদৃশ ব্রণ এইরূপে সীবন করিয়া 'মধুব্রণ বিধান' অনুসারে তাহার প্রতীকার করিবেন। ধীমান অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য মাতঙ্গগণের শল্যোদ্ধার বিষয়ে এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিদ্রধি চিকিৎসা বিধি।

একদা মহর্ষি পালকাপ্য, শিষ্যভাবাপন্ন অঙ্গপতিকে সস্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে অঙ্গনাথ, আমি মাতঙ্গগণের বিদ্রধি রোগের চিকিৎসা বলিতেছি। শ্রবণ করুন—

নিদানম্—হে নরেশ্বর, পাঞ্চভৌতিক দেহের সাধারণ উপকরণ স্বরূপ বায়ু পিত্ত ও কফের পৃথক্ কিংবা যুগপদ্ বিকার বশতঃই মাতঙ্গগণের 'বিদ্রধি' রোগ জন্মিয়া থাকে। বারণগণ, নিরন্তর প্রভূত পরিমাণে কটু ও কষায় রসযুক্ত কিংবা রুক্ষবীর্য্য দ্রব্য ভোজন করিতে থাকিলে উহাদিগের দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়া মাংস শোণিতকে ও দূষিত করে এবং তাহার ফলে মাতঙ্গগণের স্কন্ধ বক্ষণ প্লীহা যকৃৎ হৃদয় ক্লোম বস্তি মুখ ও মেহন প্রভৃতি যে কোনও একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আক্রমণপূর্ব্বক সেইস্থানে কঠিন গ্রন্থি উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাকে 'বাতবিদ্রধি' বলে। উহা কখন কখনও পাকিয়া থাকে এবং উহা হইতে পক্ক পিচ্ছিল ও ফেণিল স্রাব নির্গত হয়।

বারণগণ যখন নিরন্তর কটু ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য কিংবা পিত্ত প্রকোপনকারী দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে ভোজন করে তখন তাহাদিগের তাদৃশ আহারের ফলে দেহস্থ পিত্ত কুপিত হইয়া 'পিত্তবিদ্রধি' উৎপাদন করে। উহা প্রায়শঃ পাকে এবং উহা হইতে উষ্ণ দুর্গন্ধযুক্ত কুলথ রস সদৃশবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হয় ও ক্ষতস্থানে সন্তাপ বিদ্যমান থাকে।

বারণগণ নিরন্তর মধুর রসযুক্ত কিংবা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন করিতে থাকিলে উহাদিগের দেহস্থ শ্লেষ্ম কুপিত হইয়া 'শ্লেষ্মজ বিদ্রধি' রোগ উৎপাদন করে। উহা দীর্ঘকালে পাকে এবং উহা হইতে মজ্জা ও মেদঃ সদৃশ শ্বেতবর্ণ পিচ্ছিল স্রাব প্রভূত পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে। এতাদৃশ বিদ্রধিকে 'কফজ বিদ্রধি' বলা হয়। তদ্ভিন্ন সন্নিপাতজ বিদ্রধিতে উল্লিখিত ত্রিবিধ বিদ্রধিরই লক্ষণ ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং উহার ফলে মাতঙ্গের দীর্ঘশ্বাস ও অরুচি হইতে দেখা যায়। এই নিমিত্ত অবিলম্বে উহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। স্নেহকল্পোক্ত স্নেহ বিধান অনুসারে স্নেহ প্রয়োগ আদিদ্বারা উৎপত্তি অবস্থাতেই উহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—

পঞ্চাহ কিংবা সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত তাদৃশ বিদ্রধিকে স্নেহ সিক্ত করিয়া রাখিবে এবং স্নেহ পানোক্ত বিধানানুসারে স্নেহ পানাদি প্রদান করিবে। বিজ্ঞ চিকিৎসক প্রয়োজন বোধ করিলে বিদ্রধি বিদীর্ণ করিবে এবং ব্রণ শোধন ও ব্রণরোপণ ঔষধ সমূহ প্রয়োগে ক্ষত প্রতীকার করিবে।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, অনন্তর মাতঙ্গগণের বাত পিত্ত কফ ও সন্নিপাতাত্মক বিদ্রধি সমূহের বিস্তৃত বিবরণ † ব্যাখ্যাত হইতেছে—শ্রবণ করুন—

বাতজ বিদ্রধি।

নিদান ঃ—নিরন্তর প্রভূত পরিমাণে কটু তিক্ত কষায় রসযুক্ত কিংবা বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট ও শীতবীর্য্য দ্রব্য ভোজন, অত্যধিক পরিমাণে লবণাক্ত দ্রব্য ভোজন কিংবা ঘৃত তৈলাদি স্নেহ পদার্থ পান, কঠিন শয্যায় শয়ন কিংবা বিষম নিদ্রা সেবন প্রভৃতি কারণে মাতঙ্গগণের দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়া উহাদিগের ধমনীমুখ সমুদয় অবরুদ্ধ করে এবং তাহার ফলে অবরুদ্ধ শোণিত দূষিত হইয়া উহাদিগের মন্যা কক্ষা জঘনদ্বয়ের মধ্য ভাগ মুষ্ক স্তন ও নাভি প্রভৃতি প্রদেশে তীব্র সন্তাপ বেদনা ও স্ফীতভাব উৎপাদন করে।

লক্ষণ ঃ—ভাগ্য বিপর্য্যয় বশতঃ বারণগণ তাদৃশ 'বিদ্রধি' রোগে আক্রান্ত হইলে উহাদিগের স্ফীতস্থান কিঞ্চিৎ বিবর্ণ লক্ষিত হয়। তখন উহারা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত স্থান কণ্ডুয়ন ও বিক্ষেপণ করিতে থাকে এবং উহাদিগের রোগ গ্রীষ্মকালে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া শীতকালে বৰ্দ্ধিত হয়। উল্লিখিত বাতজ বিদ্রধি ও বিবিধ—বাতের অল্প প্রকোপ সম্ভূত সুতরাং অল্প বেদনাযুক্ত ও অল্প প্রসর, অধিক প্রকোপযুক্ত ও সমধিক বিস্তৃত।

পিত্তজ বিদ্রধি।

নিদান ঃ—নিরন্তর সমধিক পরিমাণে উষ্ণবীর্য্য অম্লরসযুক্ত দ্রব্য ও লবণ সেবন তীক্ষ্ণ ক্রোধ গ্রীষ্ম ও সন্তাপ ভোগ এবং দূর পথ গমন প্রভৃতি কারণে বারণগণের দৈহিক উপাদান পিত্ত কুপিত হইয়া উহাদিগের ধমনী মধ্যে প্রবেশ লাভ করে এবং তন্মধ্যস্থ বায়ুকে কুপিত করিয়া রক্তকে দূষিত করে; তাহারই ফলে উহাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত অন্যতম স্থানে তীব্র সন্তাপ ও বেদনাযুক্ত স্ফীতভাব উৎপাদন করে।

---

† পূর্ব্বাচার্য্যদিগের কোনও বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া পরে তাহা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিবার রীতি প্রচলিত আছে।

লক্ষণঃ—দুরদৃষ্ট বশতঃ মাতঙ্গগণ উল্লিখিত পিত্তজ বিদ্রধি রোগে অভিভূত হইলে উহাদিগের ভীষণ জ্বর তৃষ্ণা ও অগ্নিদাহের ন্যায় দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্ফীতস্থানের উপরিভাগ হরিদ্রাভ কিংবা হরিদ্বর্ণ লক্ষিত হয়। উহার অভ্যন্তর অবিলম্বে পাকিয়া উঠে এবং তাহা হইতে সুবর্ণ-দ্রবসদৃশ স্রাব নির্গত হইতে থাকে। এই সকল লক্ষণ দ্বারাই বিজ্ঞচিকিৎসকগণ পিত্তজ বিদ্রধি অবগত হইতে পারেন।

শ্লেষ্মজ বিদ্রধি

নিদানঃ—নিরন্তর প্রভূত পরিমাণে শীতবীর্য্য বিজ্জল (বিজল) কিংবা মধুর রসযুক্ত চতুর্ব্বিধ আহার গ্রহণ এবং একান্ত ব্যায়াম বর্জ্জন ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে মাতঙ্গগণের দেহস্থ শ্লেষ্ম কুপিত হইয়া বায়ুকে ও দূষিত করে এবং তাহার সহিত অস্থি মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত স্থান সমূহের অন্যম প্রদেশ আক্রমণ করে।

লক্ষণঃ—বারণগণ ভাগ্য প্রতিকূলতা বশতঃ উল্লিখিত শ্লেষ্মজ বিদ্রধি রোগে অভিভূত হইলে উহাদিগের স্ফীতস্থান পৃথুল শ্যাম বা নীলবর্ণ এবং বেদনা-যুক্ত হইয়া থাকে। যথাকালে উহা বিদীর্ণ হইলে দেখা যায় উহার অভ্যন্তরে শ্লেষ্মই যথেষ্ট বায়ু অতি অল্পমাত্র। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উল্লিখিত লক্ষণ সমূহদ্বারা উহাকে শ্লেষ্মজ বিদ্রধি বলিয়া অবগত হইতে পারেন।

সান্নিপাতিক বিদ্রধি।

নিদানঃ—নিরন্তর বাত পিত্তাদি ত্রিবিধ দোষের বিকারজনক আহারাদি সেবনের ফলে বারণগণের দেহস্থ বায়ু দূষিত হইয়া কুক্ষি প্রভৃতি প্রদেশস্থ বাতবহ শিরা সমূহে প্রবেশ লাভ করে এবং শ্লেষ্ম পিত্ত রক্ত দূষিত করিয়া থাকে। তাদৃশ দূষিত শ্লেষ্মাদি একীভূত হইয়া উহাদিগের বিদ্রধি রোগ জন্মায়।

লক্ষণঃ—অদৃষ্ট বৈকল্যবশতঃ মাতঙ্গগণ তাদৃশ বিদ্রধি রোগে আক্রান্ত হইলে উহাদিগের স্ফীতস্থানে অত্যন্ত দাহ ও বেদনা উপস্থিত হয়, স্ফীতস্থান বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে তীব্র বেদনার সহিত প্রভূত স্রাব নির্গত হইতে থাকে। দোষবাহুল্য নিবন্ধন তখন উহার সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিদাহের ন্যায় জ্বালা বিদ্যমান থাকে তাদৃশ অবস্থায় উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে মঞ্জিষ্ঠা সদৃশ রক্তাভ মাংস পাকজনিত তীব্র সন্তাপযুক্ত স্ফোট সমুদয় জন্মে এবং উহা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তখন উহাদিগের আহারে অরুচি, তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, কাশ ও অতীসার প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগসমূহ

উপস্থিত হইয়া উহারা অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঈদৃশ রোগের প্রথম অবস্থাতেই বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ, স্নেহপান অভ্যঙ্গ নিরূহ অনুবাসন বিস্রাবণ বেধন শীতল পরিষেবন, বিলায়ন শোধন ও ব্রণরোপণ প্রভৃতি অবস্থানুরূপ প্রতীকারের ব্যবস্থা করিবেন। তাদৃশ বিদ্রধি পরিশেষে ব্রণে পরিণত হইলে ব্রণ চিকিৎসা দ্বারা তাহার প্রতীকার করা একান্ত বিধেয়।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্রণ চিকিৎসা বিধি।

একদা প্রভাবশালী অঙ্গেশ্বর রোমপাদ নরপতি, ভার্গবাশ্রমস্থ জপনিয়ম শুশ্রূষা নিরত শিষ্যগণ পরিবৃত ভগবান পালকাপ্যকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন, আপনি বারণগণের যে সকল ভীষণ ক্লেশপ্রদ নানাবিধ স্রাব ও বেদনাযুক্ত গতিশীল 'নাড়ীব্রণের' উল্লেখ করিয়াছেন উহাদিগের মধ্যে কীদৃশ ব্রণ অসাধ্য এবং কীদৃশ ব্রণই বা সাধ্য এবং তাহার সাধন বা চিকিৎসার উপায় ই বা কি প্রকার ? তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন। অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন ; বৎস, মাতঙ্গগণের ব্রণ শারীর ও আগন্তুক ভেদে দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে শারীর ব্রণ বাতপিত্ত কফ ও রক্তের পৃথক্ পৃথক্ কিংবা সান্নিপাতিক বিকার বশতঃই হইয়া থাকে ; কিন্তু আগন্তুক ব্রণ কাষ্ঠ,পতন অশ্ম প্রাজন বন্ধন পীড়ন অগ্নি ও বিষ নিমিত্ত হইয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে আগন্তুক ব্রণের তাপ নিবৃত্তির নিমিত্ত শীতোপচার করা কর্ত্তব্য এবং ব্রণ রোপণার্থ মধু ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি যথা বিধি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অনন্তর দোষ-বিশেষ বিকারজনিত শারীর ব্রণের বিষয় উপদেশ করিব। সাধারণতঃ আগন্তুক ব্রণ সমুদয় আহাররস বৈষম্য আজন্মসিদ্ধ অভ্যাসের বৈপরীত্য কিংবা কালের প্রভাব বশতঃ দৈহিক উপাদান স্বরূপ বাতপিত্ত কফাদির অন্যতম বিকার প্রাপ্ত হইয়া মাতঙ্গগণের শারীর ব্রণের সূত্রপাত করে। উহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ উপদেশ করিতেছি—শ্রবণ করুন এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—

মাতঙ্গগণের বাত বিকারজনিত ব্রণ, সাধারণতঃ রুক্ষ পরুষবর্ণ শিরা সমূহ-ব্যাপ্ত কর্কশ ও গভীর দৃষ্ট হয় ; পিত্ত বিকার জনিত ব্রণ সমুদয়, তীব্র দাহ-যুক্ত গলিত শবগন্ধি হরিদ্রাভ এবং ত্বক্ মাংস ও স্নায়ু ক্ষয়কারী লক্ষিত হয় এবং কফ বিকারজ ব্রণ গাঢ় শ্বেত বর্ণ মৃদু ও অল্প বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বারণগণের সান্নিপাতিক ব্রণে বাতপিত্তকফ বিকারজনিত ব্রণ সমুদয়ের লক্ষণই বিদ্যমান থাকে এবং উহার প্রান্তভাগ অত্যন্ত স্ফীত ও তাহাতে তীব্র বেদনা বর্ত্তমান থাকে।

অনন্তর বারণগণের সাধ্য ও অসাধ্য ব্রণের অবস্থার বিষয় বর্ণিত হইতেছে শ্রবণ করুন—ক্রিয়াবিপর্য্যয় উত্তান শয়ন দৃঢ়বন্ধন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গকর্ত্তৃক আঘাত, উচ্চস্থান হইতে পতন দূরপথ গমন বৈদ্যোপরোধ প্রভৃতি কারণে বারণগণের যে সকল ব্রণ জন্মে তন্মধ্যে কতকগুলি সাধ্য ও কতকগুলি অসাধ্য

বলিয়া বুঝিতে হইবে। বারণগণের যে সকল ব্রণ ময়ূরকণ্ঠাভ, চন্দ্রকযুক্ত এবং অস্বাভাবিক কঠিন তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে; যে সকল ব্রণ মৎস্য গন্ধযুক্ত এবং পিচ্ছিল তাহা অসাধ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে; যে সকল ব্রণ শুষ্কপ্রায় কৃষ্ণবর্ণ ও গন্ধবিহীন তাহা অসাধ্য মধ্যেগণ্য; যে সকল ব্রণ কোষ্ঠান্তর্গত, ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল, দুর্গন্ধযুক্ত ও প্রভূতস্রাব বিশিষ্ট তাহা অসাধ্য জানিতে হইবে; যে ব্রণের মুখপ্রান্তে যজ্ঞডুমুরের ন্যায় মাংস পিণ্ড বিদ্যমান যাহা অত্যন্ত কঠিন এবং যাহা হইতে নিরন্তর রক্তস্রাব হইতে থাকে তাহা অসাধ্য ব্রণমধ্যে গণনীয়; যে সকল ব্রণ বল্মীকাকৃতি কৃমিযুক্ত বহুছিদ্র বিশিষ্ট শোণিতস্রাবি তাহা অসাধ্য; যে সকল কঠিন দুর্গন্ধযুক্ত ব্রণের প্রান্তভাগ সুপক্ক বিল্বফলের ন্যায় লোহিতবর্ণ; মধ্যভাগ উন্নত এবং পর্য্যন্তপ্রদেশ কৃষ্ণ-বর্ণ তাহা অসাধ্য; যে ব্রণ অভিঘাত নিবন্ধন মর্ম্মস্থানে জাত এবং জল যন্ত্রের ন্যায় শোণিত-পরিস্রাবী তাহা অসাধ্য; যে সকল পিচ্ছিল ও দুর্গন্ধযুক্ত ব্রণ শোণিত মিশ্রিত পূয়স্রাবী তাহা অসাধ্য; যে সকল ব্রণ অতি গভীর মাংস ভেদ করিয়া অস্থি স্পর্শ করিয়াছে এবং যাহার মুখভাগে যজ্ঞডুমুর সদৃশ মাংসপিণ্ড বিদ্যমান আছে তাহাকে অসাধ্য বলিয়া জানিবেন; শিরানুগত অত্যন্ত স্রাব-যুক্ত পিচ্ছিল ও আধ্মাত (অন্তঃ শূন্য স্ফীত) ব্রণ অসাধ্য মধ্যে গণ্য এবং যে সকল ব্রণের মুখ অত্যন্ত কঠিন বেদনাযুক্ত ও স্ফীত তাহা ও অসাধ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে উহার বিপরীত গুণযুক্ত ব্রণ সমুদয় সাধ্য বা প্রতীকার-যোগ্য বলিয়া জানিতে হইবে। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—নির্গন্ধ স্রাব-বিহীন (অল্প স্রাবযুক্ত) পদ্মদল সদৃশ রক্তাভ অল্প বেদনাযুক্ত উত্তান (open) ব্রণই নির্দ্দোষ বলিয়া জানিতে হইবে।

ইতি শ্রীমুহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নাড়ীব্রণ—চিকিৎসা বিধি।

(নালী ঘা চিকিৎসা)

একদা মহর্ষি পালকাপ্য অঙ্গপতিকে সস্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— হে অঙ্গেশ্বর, আমি 'নাড়ীব্রণ' চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ করুন—হে নরনাথ, দৈহিক উপাদান বাতপিত্ত ও কফের পৃথক্ পৃথক্ কিংবা যুগপদ্ বিকার অথবা অভিঘাতের ফলেই বারণগণের 'নাড়ীব্রণ' হইতে দেখা যায় সুতরাং উল্লিখিত নিমিত্ত ভেদে নাড়ীব্রণ ও পঞ্চবিধ।

নিদানঃ যখন মাতঙ্গের দেহের অভ্যন্তরে শল্য-প্রবেশ করিয়া দেহের উপাদান স্বরূপ বাত পিত্ত কফাদিকে দূষিত করে এবং শস্ত্রাদি দ্বারা উহা নিঃসারণ করিতে না পারায় উহার চতুর্দ্দিকে প্রভূত পূয় সঞ্চিত হয়। সরল পথ নিরুদ্ধ হওয়ায় বিপথে ধাবিত হয় এবং অভ্যন্তরস্থিত রক্তমাংসাদি ধাতু সমূহ দূষিত করিয়া অজস্র পিচ্ছিল বিবর্ণ পূয় নাড়ীবৎ নির্গত হইতে থাকে †। নাড়ীর তুল্য পথে পূয় শোণিত নিঃসৃত হয় এই নিমিত্ত উহাকে 'নাড়ীব্রণ' বলে †। বাত পিত্তাদি দূষিত ব্রণের গন্ধবর্ণ ও স্রাব যাদৃশ কথিত হইয়াছে, নাড়ীব্রণের গন্ধাদিও তাদৃশ জানিবে। ইহাই পঞ্চবিধ নাড়ীব্রণের নিদান তোমার নিকটে কীর্ত্তিত হইল। এবিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—অগ্রে ব্রণ না থাকিলে কখনও নাড়ীব্রণ জন্মেনা, সুতরাং অসাবধানতা বশতঃ নাড়ীব্রণ জন্মিতে দিলে নিশ্চয়ই তাহা কৃচ্ছ্র সাধ্য হইয়া থাকে।

অনন্তর মাতঙ্গগণের যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে 'ব্রণ' কিংবা নাড়ীব্রণ জন্মিলে তাহা অসাধ্য বা চিকিৎসাদ্বারা প্রতীকারযোগ্য তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতেছি। শ্রবণ করুন হে অঙ্গনাথ, মাতঙ্গগণের দন্তবেষ্ট অস্থিসন্ধি নখ নয়ন মর্ম্ম পাদতল প্রোথ বিক্কা অপস্কার অষ্ঠীব্য পলিহস্ত স্তন ইন্দ্রিয়গণের অভ্যন্তরেকুক্ষি অঙ্গুলি কণ্ঠকী বক্ত্র সকটিকা বংশরন্ধ্র অণ্ডকোষ, গাত্র সন্দান ক্ষয়ভাগ স্রোতোন্তর তালুনাভি মেঢ্র কর্ণতল সন্ধিতল বাতকুম্ভ, ত্র্যস্থি জঘন ও মলদ্বারে নাড়ীব্রণ জন্মিলে কিংবা গভীর ব্রণ জন্মিলে যথাযথ চিকিৎসাদ্বারা ও তাহার প্রতীকার করা অতি দুষ্কর হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল 'নাড়ীব্রণ' তির্য্যক্‌গত পরম্পরাগত

---

† নিরুক্তিঃ—অজস্রং যতঃপ্রবর্ত্তি পূয়ং পিচ্ছিলং বিবর্ণং নাড়ীবৎ, তস্মান্নাড়ী মতি নির্দ্দিশেদিতি।

মণ্ডলাবর্ত্ত কুটিল বহু প্রদেশানুগত দন্ত বেষ্টানুগত অস্থিসন্ধিগত নেত্রানুগত তাহা প্রায়শঃ প্রতিকৃত হয় না; পক্ষান্তরে যে সকল নাড়ীব্রণ ত্বকের নিম্নে বিদ্যমান ও অধোমুখ তাহা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে;— বিজ্ঞচিকিৎসক, রুগ্নমাতঙ্গকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া শস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা অনুলোম ভাবে ব্রণ ব্যবচ্ছেদ করিবেন। যে সকল চিকিৎসক শস্ত্রপ্রয়োগ নিপুণ তাহারা শস্ত্রকেই ভৈষজ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন; কারণ ব্রণ উত্তান (খোলা) হইলে অবিলম্বেই শুষ্ক হইয়া থাকে।

ধীমান অঙ্গপতি পুনরায় মহর্ষি পালকাপ্যকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন;— ভগবন্, মাতঙ্গগণের যে সকল নাড়ীব্রণে শস্ত্র ও ক্ষার প্রয়োগ সম্ভবপর নহে তাহার প্রতীকারার্থ কি উপায় অবলম্বন করা বিধেয়? মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন;— হে নরেশ্বর, শস্ত্র ও ক্ষার প্রয়োগ করিতে কিংবা অগ্নিকর্ম্ম করিতে অসমর্থ হন তখন অধোলিখিত সমভাগ ঔষধ সমূহদ্বারা নাড়ীব্রণ পূরণ করিবেন—

১। ত্রিকটু
২। হরিদ্রা
৩। লাঙ্গলকী (বিষলাঙ্গিকা)
৪। দন্তী

অথবা

১। শৃঙ্গী
২। কট্‌কী
৩। গবেধুকা (দেধান)
৪। অর্ক (আকন্দ) মূল
৫। বিড়ঙ্গ
৬। সর্ষপ
৭। গোমূত্র

সমভাগ প্রথমোক্ত ষড়বিধ দ্রব্য সপ্তম গোমূত্রে বাটিয়া তাহা আতপ শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের নাড়ীব্রণের দোষ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অথবা

১। নিম্ব পত্র
২। অর্ক পত্র
৩। পূতিকরঞ্জ পত্র
৪। করবীর পত্র
৫। তিলক্ষার
৬। লবণ

সমভাগ উল্লিখিত ষড়্‌বিধ দ্রব্য একত্র বাটিয়া গুলি প্রস্তুত করিবে এবং তাহা সাবধানে নাড়ীব্রণ মধ্যে প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণের দোষ প্রশমিত হয়।

অথবা

১। কুড়   ৫। সৈন্ধব
২। তগড়   ৬। তিলক্ষার
৩। হরিদ্রা   ৭। কুতিল ক্ষার ?
৪। চিতা   ৮। অশ্ব মূত্র

প্রথমোক্ত সমভাগ সপ্তবিধ দ্রব্য অষ্টম অশ্বমূত্রে বাটিয়া গুলি প্রস্তুত করিবে এবং উহা আতপে শুষ্ক করিয়া পরে তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বারণগণের নাড়ীব্রণে সবিশেষ উপকার দর্শে।

মাতঙ্গগণের যে সকল নাড়ীব্রণে পূয় বিদ্যমান থাকে তাহাতে অধোলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে অচিরে সুফল লাভ হইতে দেখা যায়।

১। সৈন্ধব লবণ   ৪। অতিবিষা (আতইচ)
২। কিণ্ব (মদের সিটা)   ৫। চিতামূল
৩। দন্তী   ৬। তিলক্ষার

উল্লিলিত ষড়বিধ দ্রব্য জলে বাটিয়া আতপ শুষ্ক করিবে এবং তাহা প্রয়োগ করিলে বারণগণের সপূয় নাড়ীক্ষতের দোষ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অথবা

১। স্বর্ণক্ষীরী বা হৈমবতী   ৫। দন্তী
২। বিড়ঙ্গ ২ মাত্রা   ৬। দেবদারু
৩। তগর   ৭। শুকনাসা
৪। মহৌষধি   ৮। সৈন্ধব লবণ

উল্লিখিত আট প্রকার দ্রব্য জলে বাটিয়া তাহা আতপ শুষ্ক করিবে এবং মাতঙ্গগণের নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করিলে তাহা বিশোধিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ফোড়া পাকিয়া তাহাতে নালী ধরিলে কিংবা তাহাতে পিচ্ছিল পূয় বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগে সবিশেষ উপকার দর্শে।

১। হস্তীর মলের রস   ৩। লবণ
২। মদের সিটা

এই ত্রিবিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া ক্ষতের উপরে প্রলেপ দিলে অবিলম্বে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। ইহা অতি উত্তম প্রলেপ।

১। সর্ষপ   ৪। সৈন্ধব
২। চিতা   ৫। স্নুহীক্ষীর (মনসাসিজের আটা)
৩। দন্তী

প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ দ্রব্য পঞ্চম স্নুহীক্ষীরের সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া প্রয়োগ করিলে বারণগণের দুষ্টব্রণ শোধিত হইয়া থাকে। অথবা

১। চিতা
২। নাগদন্তী
৩। যবক্ষার

এই ত্রিবিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের দূষিত ব্রণ শোধিত হইয়া থাকে। অথবা

১। পাঠা (আকনাদী লতা)
২। মধুরসা (তুলসী)
৩। দন্তী
৪। যষ্টিমধু
৫। সৈন্ধব লবণ

এই পঞ্চবিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া প্রয়োগ করিলে দুষ্টব্রণ শোধিত হইয়া থাকে। অথবা

১। দন্তী
২। শুকনাসা
৩। অর্কমূল (আকন্দ মূল)
৪। সৈন্ধব লবণ

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া প্রয়োগ করিলে বারণগণের দূষিত ব্রণ বিশোধিত হইয়া থাকে।

১। চিতা
২। সর্ষপ
৩। তেজোবতী (চৈ)
৪। শ্বেতা
৫। দন্তী
৬। লবণ

সমভাগ উল্লিখিত ছয় প্রকার দ্রব্য একযোগে বাটিয়া ক্ষতমধ্যে প্রয়োগ করিলে বারণগণের দূষিত ব্রণ বিশোধিত হইয়া থাকে। অথবা

১। হরিদ্রা
২। দারুহরিদ্রা
৩। শুকনাসা
৪। দন্তী
৫। কটকী
৬। বিল্বছাল
৭। সৈন্ধব লবণ

উল্লিখিত সপ্তবিধ দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহা বাটিয়া লেপন করিলে বারণগণের দূষিত ব্রণ নির্দ্দোষ হইয়া থাকে। অথবা

১। পাঠা
২। দন্তী
৩। অতিবিষা ২ মাত্রা
৪। দেবদারু
৫। যবক্ষার

এই পঞ্চবিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দূষিত ব্রণ বিশোধিত হইয়া থাকে।

১। নিম্বপত্র
২। নক্তমালপত্র (করম্চা পাতা)
৩। জারিত কাঁসা
৪। নীল

সমভাগ এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের ব্রণ শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১। মুষ্ককক্ষার (ঘণ্টাপারুলের ক্ষার)
২। সাজিনাগাছের ক্ষার
৩। তিলক্ষার
৪। কুতিল ক্ষার
৫। সর্ষপ
৬। গব্যঘৃত

এই ষড়বিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বারণগণের দূষিত ব্রণ অবিলম্বে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অনন্তর সাধ্যব্রণ সমূহের শস্ত্রকর্ম্ম-বিশেষ ব্যাখ্যাত হইতেছে—বিজ্ঞ চিকিৎসক যন্ত্রাধ্যায়ে উল্লিখিত বিধান অনুসারে মাতঙ্গকে সুযন্ত্রিত করিয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন। পরে যজ্ঞীয় হব্য ও শান্তিকুম্ভ-সলিলদ্বারা তাহাকে প্রোক্ষিত করিয়া 'এষণী' অস্ত্রদ্বারা ক্ষুদ্রমুখ নাড়ীব্রণ নিরূপণ করিয়া 'বৃদ্ধিপত্র' শস্ত্রদ্বারা অনুলোমভাবে ছেদন করিয়া যাহাতে অনায়াসে ব্রণক্লেদ নিঃসৃত হইতে পারে তাহার বিধান করিবেন। অনন্তর

১। কিণ্ব (মদের সিটা)
২। সৈন্ধব লবণ
৩। মধু
৪। গব্যঘৃত
৫। যবক্ষার

এই পঞ্চবিধ দ্রব্য উত্তমরূপে বাটিয়া ক্ষৌম বস্ত্রে লেপন করতঃ উহা বর্ত্তি-স্বরূপে ব্রণ মধ্যে প্রবেশ করাইবেন এবং তাহার উপরিভাগে অধোলিখিত 'কল্ক' প্রদান করিয়া ব্রণ বন্ধন করিয়া দিবে না।

কল্কদ্রব্য যথা—

১। অর্কক্ষীর
২। পলাশ ছাল
৩। লাঙ্গলী (বিষলাঙ্গলা)
৪। শ্যামা
৫। ত্রিবৃৎ (তেউড়ীলতা)
৬। দন্তী
৭। চিতা
৮। যবক্ষার
৯। নিম্বপত্র
১০। স্নুহীক্ষীর (মনসাসীজের আঠা)
১১। স্বর্জ্জিকা (সাচ্ লবণ)
১২। হরিতাল (শোধিত)
১৩। পিপ্পলী মূল
১৪। ক্ষবক (অপামার্গ)
১৫। শঙ্খিনীলতা

এই পঞ্চদশবিধ ঔষধ দ্রব্য একযোগে অর্দ্ধপিষ্ট করিয়া বন্ধনের সুযোগ না থাকিলে বাটিয়া নাড়ীব্রণের (নালী-ঘায়ের) উপরিভাগে প্রয়োগ করিলে অভ্যন্তর-স্থিত দূষিত পদার্থ সমুদয় সহজে নিঃসারিত হইয়া থাকে।

১। তর্কারী (জয়ন্তী)	১২। হরিদ্রা
২। আরগ্বধ	১৩। সুরসা
৩। পটোল	১৪। সপ্তপর্ণী
৪। শঙ্খিনী (লতা)	১৫। নিম্বছাল
৫। অশ্বগন্ধা	১৬। করবীর ছাল
৬। নক্তমাল	১৭। কুটজ ছাল
৭। যষ্টিমধু	১৮। আস্ফোতা (অপরাজিতা)
৮। জীবক	১৯। রোহিণী কটুকী
৯। আঙ্কোল্ল	২০। ক্ষীরিণী
১০। খদির	২১। আমলকী
১১। বনকার্পাসী	

উল্লিখিত এক বিংশতি প্রকার দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা মাতঙ্গগণের নাড়ীব্রণ প্রক্ষালন করিলে উহা শীঘ্র শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১। শঙ্খিনী	৭। কুষ্ঠ (কুড়)
২। চিতা	৮। কটুকী
৩। তেজোবতী (চৈ)	৯। স্নুহী (মনসা সিজ)
৪। ত্রিবৃৎ (তেউরী)	১০। সুবর্ণক্ষীরী (হৈমবতী)
৫। হ্রীবের (বালা)	১১। অর্কক্ষীর (আকন্দের আটা)
৬। দন্তী	১২। পুরাতন গব্যঘৃত

প্রথমোক্ত দশবিধ দ্রব্য সহ একাদশ পুরাতন ঘৃত পাক করিয়া তাহা শীতল হইলে ক্ষত মধ্যে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ব্রণ শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১। বৃহতী	৭। চিতা
২। অশ্বগন্ধা	৮। পিপ্পলীমূল
৩। অজশৃঙ্গী	৯। মূর্ব্বা (মুরগা লতা)
৪। হরিদ্রা	১০। কোশাতকী ঝিঙ্গা
৫। সর্ষপ	১১। কটুকালাবু (কটুলাউ)
৬। পাঠা (আকনাদী লতা)	১২। ত্রপু (সীস)

১৩। মদন ফল
১৪। গোমূত্র
১৫। তিলতৈল

প্রথমোক্ত ত্রয়োদশবিধ দ্রব্য চতুর্দ্দশ গো-মূত্রে বাটিয়া গো-মূত্রের সহিত তৈল পাক করিবে এবং তাহা ব্রণ মধ্যে প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের 'নাড়ীব্রণ' (নালীঘা) প্রশমিত হইয়া থাকে।

১। জীবন্তী
২। আরগ্বধ (সোন্দাল)
৩। গোজী
৪। মুষ্কক
৫। কটু তুম্বক (কটুলাউ)
৬। মঞ্জিষ্ঠা
৭। ক্ষীরবৃক্ষ পল্লব (অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও পারীশ)

উল্লিখিত সপ্তবিধ দ্রব্য উত্তমরূপে বাটিয়া তদ্দারা বর্ত্তিপ্রয়োগ করিলে বারণগণের নাড়ীব্রণ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১। শল্লকীছাল
২। অশ্বকর্ণ ছাল
৩। মুষ্কক (ঘণ্টাপারুল ছাল)
৪। অশ্মন্তক (পাথরচুণার) ছাল
৫। করবীর ছাল
৬। আরগ্বধাদিগণের ছাল

উল্লিখিত তরুত্বক্ সমুদয়ের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা প্রক্ষালন করিলে মাতঙ্গগণের নাড়ীব্রণ (নালী ঘা) শুষ্ক হইয়া থাকে। উল্লিখিত কষায়, জীবন্তী এবং আরগ্বধাদিগণীয় ঔষধ সমূহের সহিত সমভাগ তৈল ও ঘৃত পাক করিয়া তাহা নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করিলে উহা শুষ্ক হইয়া থাকে।

* * * * * *

হে নরেশ্বর, যে স্থলে অগ্নিকর্ম্ম শস্ত্রোপচার প্রভৃতি সম্ভবপর নহে, তাদৃশ নাড়ীব্রণের দোষ নিঃসারণার্থ অধোলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

১। যবপত্র
২। তগর পত্র
৩। পিচুমন্দ (নিম) পত্র
৪। পূতিকরঞ্জ পত্র
৫। কুড়
৬। এলাচ
৭। আমলকী
৮। করবীরপত্র
৯। আকন্দ পত্র
১০। তিলক্ষার
১১। কুতিলক্ষার
১২। অশ্বমূত্র
১৩। অর্কক্ষীর

প্রথমোক্ত একাদশবিধ দ্রব্য দ্বাদশ অশ্বমূত্রে বাটিয়া গুলি প্রস্তুত করিবে এবং ত্রয়োদশ অর্কক্ষীর উত্তপ্ত করিয়া তাহা নাড়ী ক্ষত বা নালী ঘায়ের মধ্যে উত্তপ্ত

অবস্থায় প্রদান করিয়া তৎপরেই উল্লিখিত গুলি (বর্ত্তি) ক্ষতমধ্যে প্রয়োগ করিবে। উহাতে নালী ঘায়ের দূষিত পদার্থ সমুদয় নিঃসৃত হইয়া থাকে। অথবা—

১। অঞ্জন (কজ্জলী)
২। তগরপাদুকা
৩। কুষ্ঠ (কুড়)
৪। হরিতাল
৫। মনঃশিলা
৬। কটকী
৭। অশ্বগন্ধা
৮। লাঙ্গলী (বিষ লাঙ্গলা)
৯। সৌরাষ্ট্রী (সৌরাষ্ট্র দেশজাত মাটী)
১০। গোরোচনা
১১। সুরসা (তুলসী)
১২। চিতা
১৩। বিল্বছাল
১৪। সর্ষপ
১৫। খয়ের (খদির সার)
১৬। গবাক্ষী
১৭। দন্তী
১৮। বিড়ঙ্গ
১৯। আকন্দ মূল
২০। সাজিনা মূল
২১। তিলক্ষার

সমভাগ উল্লিখিত একবিংশতি প্রকার ঔষধ দ্রব্য সমুদয় একযোগে বাটিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিবে এবং উহা মাতঙ্গগণের নাড়ীব্রণ (নালী ক্ষত) মধ্যে প্রয়োগ করিলে উহার দোষ নিঃসৃত হইয়া থাকে।

হে নরনাথ, অনন্তর ক্ষার কর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইতেছে শ্রবণ করুন—

১। মুষ্কক (ঘণ্টাপারুল)
২। পলাশ
৩। তিনিশ
৪। সর্জ্জ (সাল)
৫। আরগ্বধ
৬। করঞ্জ
৭। চিরবিল্ব
৮। সাজিনা
৯। কুচিল
১০। স্ফুর্জ্জক (গাব)
১১। পাটলা
১২। অরিমেদ (গুঁয়ে বাব্‌লা)
১৩। পারিভদ্রক (কুড়)
১৪। কুটজ
১৫। তিলক
১৬। তিল
১৭। সৌগন্ধিক (কতৃণ)
১৮। অবলগুজ (কৃষ্ণ সোমরাজী বা হাকুচ)
১৯। কটুতুম্বী (তিত্‌লাউ)
২০। কুষ্মাণ্ডী
২১। করবীর
২২। অপামার্গ
২৩। অশ্বগন্ধা
২৪। অর্জ্জুন
২৫। ইঙ্গুদী

২৬। কাকজঙ্ঘা
২৭। কোশাতকী (তিত্‌পোল্লা)
২৮। বেতস
২৯। বিল্ব
৩০। সপ্তপর্ণ (ছাতিয়ান)
৩১। কৃতমাল (সোনাল)
৩২। হরিদ্রা
৩৩। নীপ (কদম্ব)
৩৪। যবন (শিলারস)

উল্লিখিত চতুস্ত্রিংশৎ প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তাহা যথাসম্ভব খণ্ড খণ্ড করতঃ রৌদ্রে অর্দ্ধ শুষ্ক করিবে। পরে তৃণাদি বিহীন সুপরিস্কৃত উন্মুক্ত স্থানে তাহা দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিবে। পরে উক্ত ভস্ম বৃহৎ পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তন্মধ্যে

৩৫। ছাগী মূত্র
৩৬। মেষী মূত্র
৩৭। গো-মূত্র
৩৮। মহিষ মূত্র
৩৯। অশ্বতর মূত্র
৪০। গর্দ্দভ মূত্র
৪১। উষ্ট্র মূত্র

এই সপ্তবিধ মূত্র প্রদানপূর্ব্বক তাহা বস্ত্র পরিশ্রুত করিয়া (চুঁয়াইয়া) বৃহৎ লৌহকুম্ভে লইবে এবং তাহার সমভাগ তিল তৈল তাহাতে মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নি দ্বারা আস্তে আস্তে পাক করিবে। অনন্তর—

৪২। লাঙ্গলিকা ১ পল
৪৩। দন্তী „
৪৪। চিতা „
৪৫। পিপ্পলী মূল „
৪৬। তীক্ষ্ণগন্ধা „
৪৭। গোলমরিচ
৪৮। আদা
৪৯। স্বর্জ্জিকা (সাচ্‌ লবণ)
৫০। যবক্ষার
৫১। বিট্‌ লবণ
৫২। সৈন্ধব লবণ
৫৩। স্নুহী ক্ষীর (মনসাসিজের আঁটা)
৫৪। আকন্দের আটা

এই ত্রয়োদশবিধ দ্রব্য 'আপাব' প্রক্ষেপ উহাতে প্রদানপূর্ব্বক ঘনীভূত হওয়া পর্য্যন্ত দর্ব্বী (লোহার হাতা) দ্বারা আস্তে আস্তে আলোড়ন করিবে। অনন্তর বৈশ্বানবের পূজা করিয়া নির্ম্মল কৃষ্ণ লৌহ নির্ম্মিত পাত্রে উহা স্থাপনপূর্ব্বক সেই পাত্রের মুখ আবৃত করিয়া তাহা ত্র্যহ বা সপ্তাহকাল স্থাপন করিতে হইবে। পরে মাতঙ্গ চিকিৎসক, প্রাতঃকালে স্নান ও পবিত্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইয়া সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রের সাহায্যে নালীর মুখ প্রশস্ত করিবেন। অতঃপর বস্ত্রদ্বারা পূয় রক্তাদি পুছিয়া পূর্ব্বপ্রস্তুত উল্লিখিত ক্ষার শলাকাদিতে মাখিয়া ক্ষতমধ্যে প্রয়োগ করিবেন। এইরূপ ক্ষার প্রয়োগের ফলে যখন দেখিবেন

ক্ষত পক্ব জম্বু ফলের ন্যায় রক্তাভা ধারণ করিয়াছে তখন নিবৃত্ত হইবেন ;— কারণ চিকিৎসকের অনাবধানতা কিংবা অযোগ্যতাবশতঃ ক্ষারদাহ পরিমাণের অধিক হইলে মাতঙ্গের কম্প শ্বাস জৃম্ভণ মোহ শোষ দাহ জ্বর ও সাতিশয় রক্তপাত ঘটে। দুরদৃষ্ট বশতঃ তাদৃশ অবস্থা ঘটিলে তৎক্ষণাৎ ক্ষত মধ্যে ধান্যাম্ল দধির মাত কিংবা সৌবীরক (যবের কাঁজি) দ্বারা প্রক্ষালন করিলে কিঞ্চিৎ উপকার দর্শে। অনন্তর অধোলিখিত প্রলেপ দিলে সবিশেষ ফললাভ হয়।

১। কচি ডালিম
২। তেঁতুল
৩। আম্রপেশী (আমশী)
৪। কৃষ্ণতিল
৫। গব্যঘৃত

প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া তাহার সহিত পঞ্চম গব্য ঘৃত মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিবে। ইহাতে প্রতীকার না হইলে দুগ্ধ দধি ও বসাদ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। তাহাতে ও প্রতীকার না হইলে শস্ত্র প্রয়োগ ও অগ্নিকার্য্যে যে সকল বিধানের উল্লেখ আছে তাহার অনুষ্ঠান করিবে।

১। অরিভেদ (গুঁয়ে বাবলা) ছাল।
২। অর্জ্জুন ছাল
৩। কদম ছাল
৪। লোধ
৫। আরগ্ধ (ছাল)
৬। ক্ষীরিকা
৭। সোম বল্ক
৮। স্যন্দন তিনিশ বা (ছাল)
৯। মেষ শৃঙ্গী
১০। ধব (ঝাউ) ছাল
১১। শিরীষ (ছাল)
১২। শাল (ছাল)
১৩। অজকর্ণ
১৪। বদরী (ছাল)
১৫। অঙ্কোট
১৬। পলাশ (ছাল)
১৭। বঞ্জুল
১৮। ধাতকী
১৯। তিল তৈল ১ দ্রোণ

উল্লিখিত অষ্টাদশ প্রকার দ্রব্য ছেচিয়া তাহা অষ্টগুণ জলে ক্বাথ করিবে এবং পাদ (¼) অবশিষ্ট থাকিতে তাহা অবতারণপূর্ব্বক উক্ত ক্বাথের সহিত ঊনবিংশ তৈল পাক করিতে থাকিবে। এইরূপে পাক চলিতে থাকিলে তন্মধ্যে অধোলিখিত ঔষধ সমুদয় প্রক্ষেপ দিবে।

২০। গিরিকর্ণিকা (অপরাজিতা) মূল ১ (বিল্ব পরিমাণ)
২১। অশ্বগন্ধা মূল „
২২। পাঠা (আকনাদী) মূল „
২৩। মালতী মূল „
২৪। অলাবু মূল „

২৫। শিংশপা মূল „ ২৮। শুকনাশা মূল „
২৬। নাগদন্তী মূল „ ২৯। তেজস্বিনীমূল মূল „
২৭। মূর্ব্বা (মুগরা) মূল „

উত্তমরূপে বাটিয়া উক্ত তৈলে প্রক্ষেপ দিবে। তৈল উত্তমরূপে পাক হইয়াছে জানিয়া তন্মধ্যে পুনরায়—

৩০। ইক্ষু গুড় ১০০ পল ৩১। পিপ্পলী চূর্ণ ১ প্রস্থ

প্রক্ষেপ দিবে এবং অবতারণ পূর্ব্বক 'স্নেহবিধি' উক্ত বিধান অনুসারে তাহা পান করাইবে। অথবা

১। ন্যগ্রোধ ছাল
২। যজ্ঞডুমুর ছাল
৩। অশ্বথ ছাল
৪। যষ্টিমধু ছাল
৫। কদম্ব ছাল
৬। ধব (ঝাউ) ছাল
৭। কদর বা বাবলাছাল
৮। মহাজম্বু ছাল
৯। পলাশ ছাল
১০। প্লক্ষ ছাল
১১। শ্রীপর্ণী ছাল
১২। মেষ শৃঙ্গী
১৩। পূতীক
১৪। প্রিয়ঙ্গু
১৫। অজকর্ণ ছাল
১৬। অর্জ্জুন ছাল
১৭। বৃক্ষাদনী মূল
১৮। অশ্বগন্ধা মূল
১৯। বর্ষাভূ (পুনর্ণবা) মূল
২০। মোরটা (মূর্ব্বা) মূল
২১। শৃগাল বিন্না মূল
২২। ভদ্রা (শ্যামালতা মূল
২৩। উড়ুম্বরী মূল
২৪। সুবহা মূল

সমভাগ উল্লিখিত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত তৈল পাক করিতে থাকিবে এবং পাক প্রায় হইয়া আসিলে তন্মধ্যে অধোলিখিত ঔষধ প্রক্ষেপ দিবে—

১। দারু হরিদ্রা
২। হরেণুকা
৩। এলা
৪। প্রিয়ঙ্গু
৫। মঞ্জিষ্ঠা

এই পঞ্চবিধ দ্রব্য প্রক্ষেপ প্রদান করিয়া যথা সময়ে তৈল অবতারণ পূর্ব্বক স্নেহপানোক্ত বিধানে পান করিতে দিলে রুগ্ন মাতঙ্গের 'নাড়ীব্রণ' বা নালী ঘা প্রশমিত হইয়া থাকে।

১। ন্যগ্রোধ ২। যজ্ঞডুমুর

৩। অশ্বত্থ
৪। প্লক্ষ
৫। মধুক (মহুয়া)
৬। জম্বু
৭। পলাশ
৮। আসন (সাল)
৯। বেতস
১০। চিরবিল্ব
১১। কদম্ব
১২। শ্রীপর্ণী
১৩। অজকর্ণ (পীতসাল)
১৪। মেষ শৃঙ্গী
১৫। শিরীষ

উল্লিখিত পঞ্চদশ প্রকার বৃক্ষের ত্বক্ ও মূল আহরণপূর্ব্বক চারি কলসী জলে ক্বাথ করিবে এবং সেই ক্বাথ অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে অবতারণ করিয়া প্রাতঃকালে মাতঙ্গকে ১ প্রস্থ বা ১ কুড়ব কিংবা যে পরিমাণে পান করিতে পারে তাহা পান করিতে দিবে।

১। লাঙ্গলী (বিষ লাঙ্গলা)
২। চিতা
৩। কুটজ
৪। করবীর পত্র
৫। মাতুলঙ্গ (ছোলঙ্গ বা জাম্বুরা) পত্র
৬। পঞ্চলবণ
৭। হরিদ্রা
৮। যষ্টিমধু
৯। অন্তরীক্ষোদক (বৃষ্টি তুষারাদি জল)

উল্লিখিত নয় প্রকার দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া বস্তির সাহায্যে উক্ত তৈল নাড়ীব্রণ মধ্যে প্রাদান করিলে উহা বিশোধিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি নাড়ী (নালীঘা) বক্ষঃস্থল বা অন্য কোন ও গূঢ় প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে তৈল পান ও অভ্যঙ্গ দ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

গব্য ঘৃত মিশ্রিত মুগের খিচুড়ী এবং মিছিরি মিশ্রিত কোমল কাঁচা ঘাস এতাদৃশ অবস্থায় উত্তম পথ্য। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে যে চিকিৎসক উল্লিখিত বিধানে আগন্তুক বা দোষজ ব্রণের চিকিৎসা করেন তিনি অল্পকাল মধ্যেই সফলতা লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে পঞ্চদশ অধ্যায়।

(ক) পুস্তকের মতে ক্ষত নালীযুক্ত হইলে অধোলিখিত ঔষধ প্রযোজ্য—

১। পারা (কজ্জলী) ২ তোলা
২। রসমাণিক্য ১ „
৩। মুদ্রাশঙ্খ ১ „
৪। বটের আঁটা ১ তোলা

৫। হিঙ্গুল ১ ,, ৬। গব্য ঘৃত ১ ,,

উল্লিখিত ৬ প্রকার ঔষধ একযোগে পিত্তল পাত্রে এবং পিত্তলপাত্রদ্বারা মাড়িয়া ক্ষত উষ্ণ জলে প্রক্ষালন পূর্ব্বক যথাসাধ্য ভিতরে ও উপরিভাগে ৩ ৪ বার করিয়া প্রয়োগ করিবে।

১। পারা ৵৹ পোয়া ৩। হিঙ্গুল ১ তোলা

২। গব্য ঘৃত ৴১ সের ৪। গিরি মাটি ২ ,,

পূর্ব্বোক্তরূপে পিত্তল পাত্রে পারা ও ঘি মিশিলে অপর ২ প্রকার ঔষধ মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিলে নালী সারিয়া যায়। এই গ্রন্থকারের মতে ও প্রথম অবস্থাতে শস্ত্র প্রয়োগদ্বারা দূষিত পূয় রক্তাদি নিঃসারণই শীঘ্র প্রতী-কারের উপায় গ ও ঘ পুস্তকের মতে শস্ত্র প্রয়োগের পরে সাধারণ ক্ষত চিকিৎসাই নালীর চিকিৎসা।

তদ্ভিন্ন অধোলিখিত ঔষধ প্রয়োগে মাতঙ্গগণের 'নাড়ীব্রণ' বা নালীঘায়ের সবিশেষ উপকার হইতে দেখা যায় —

১। নিম ছাল ৪। হলুদের পাতা কিংবা বেগোশাক

২। আকন্দ ছাল ৫। শিংশপাসার

৩। রাখাল শশার মূল ৬। তিল তৈল

জল ... ... ৴৮২ সের ক্বাথ ৴৮ সের এই ক্বাথ দ্বারা নালী ঘা পিচকারীর সাহায্যে পুনঃ পুনঃ প্রক্ষালন করিলে বারণগণের নালী ঘার বিকার প্রশমিত হইয়া থাকে। তৎপরে অধোলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে—

১। শূয়ারিয়া ৴১ ২। আদা ৴১

এই দ্বিবিধ ঔষধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া নালী ঘায়ের উপরিভাগে ও মুখে উত্তমরূপে 'পটী' দিয়া তদুপরি সহ্যমত উত্তপ্ত কাঠ কয়লার স্বেদ প্রদান করিলে নালী ঘার প্রতীকার হইয়া থাকে।

ষোড়শ অধ্যায়।

শিরাব্যূহ-ব্যধ্র-অধ্যায়।

একদা মহানুভব অঙ্গেশ্বর, জ্ঞানী ঋষিপ্রবর পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্, বারণগণের শিরাসমূহ কোন্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং কোন্ কোন্ প্রদেশেই বা তাহাদিগের অবস্থান ? হে ধর্ম্মজ্ঞ, উহাদিগের কতগুলি শিরা বাত বহ ? কতগুলি পিত্ত বহ ? কতগুলিই বা শ্লেষ্ম, রক্ত, স্বেদ, মদ ও শুক্র বহন করিয়া থাকে ? এবং কতগুলি ই বা মাংস অস্থি মেদঃ মজ্জা ও শুক্র বহন করিয়া থাকে ? ও কতগুলি শিরাদ্বারা ই উহাদিগের আপ্যায়নক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় ? হে তত্ত্বজ্ঞ, আপনি মাতঙ্গগণের শিরা জালের অবস্থান যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে নরেশ্বর, গর্ভস্থ মাতঙ্গশিশুর প্রাণযুক্ত হৃৎপিণ্ড অগ্রে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তৎপরে ভগবান সবিতৃদেবের রশ্মিজালের ন্যায় উহা হইতে অচিরে শিরাজাল উৎপন্ন হইয়া দেহের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে কোনওটি তির্য্যক্ (বক্র) ভাবে প্রসৃত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পন্দন সামর্থ্য প্রদান করিয়া থাকে। সেই হৃৎপিণ্ড হইতেই দুইটি মাতৃকা শিরা উহাদিগের কণ্ঠ পর্য্যন্ত উত্থিত এবং অপর দুইটী জিহ্বামূল পর্য্যন্ত প্রসৃত হইয়াছে। শেষোক্ত শিরাদ্বয় উহাদিগের রসাস্বাদনে সবিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। অনন্তর কণ্ঠ মধ্যে ও কর্ণদ্বয়ে আটটি করিয়া শিরা প্রসৃত হইয়া থাকে যাহার প্রভাবে সতত কর্ণদ্বয় সঞ্চালন করিতে সমর্থ হয়। তৎপরে মস্তকে জননেন্দ্রিয়ে এবং দেহের পশ্চাদ্ভাগে 'মাতৃকা' বা বৃহৎ শিরা সমুদয় প্রসৃত হইয়া থাকে। হে অঙ্গেশ্বর, এই প্রকারে মাতঙ্গগণের সর্ব্বাঙ্গ শিরাজালে পরিব্যাপ্ত হইয়া উহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চলন সামর্থ্য প্রদান করিয়া থাকে। হে পৃথিবীশ্বর, একটি মাতঙ্গের দেহে সাতশত শিরা বিদ্যমান আছে তাহার বিস্তৃত বিভাগ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—মাতঙ্গ দেহস্থ উল্লিখিত শিরা সমুদয়ের মধ্যে কতকগুলি উহাদিগের মলমূত্রস্থালী নাভি বস্তি প্রভৃতি প্রদেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে এবং বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া উহাদিগের দ্বারধমনীসমূহে প্রবেশ লাভ করে। মাতঙ্গদেহে তাদৃশ শিরা প্রায় অর্দ্ধশত বিদ্যমান আছে। মাতঙ্গদেহে রসবহশীরা তাহারাই বায়ু বহন করিয়া থাকে। সেইরূপ পিত্তবহ শিরা ও অর্দ্ধশত; উহারা মাতঙ্গ-

দেহে বক্ষঃস্থল মস্তক গ্রীবাদেশ ও মর্ম্ম সন্ধি সকল পরিব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছে এবং উহাদিগদ্বারাই শ্লেষ্ম বর্দ্ধিত হইয়া ধমনীসমূহে প্রবেশ লাভ করে। তদ্ভিন্ন শ্লেষ্মবহ শিরা ও বারণদেহে অর্দ্ধশত বিদ্যমান থাকে এবং শ্লেষ্ম বর্দ্ধিত হইয়া উহাদিগদ্বারা ধমনীমণ্ডলীতে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। উহাদিগের রক্ত-বহ শিরা সমুদয় ফুস্ফুস্ যকৃৎ ও হৃদয়ের মধ্যদেশে অবস্থান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে শোণিত সঞ্চারে সহায়তা করিয়া থাকে। সেইরূপ রসবহ শিরাসমুদয় ত্বক্ ও মাংস মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যমান থাকিয়া দেহের উপাদান স্বরূপ সপ্তধাতুকে সতেজ করিতে থাকে। তাদৃশ বিধানেই অর্দ্ধশত করিয়া শিরার সাহায্যে মাংস মেদ অস্থি ও শুক্র ইহার প্রত্যেকটি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। হে নরেশ্বর, বাত পিত্তাদির প্রভাবে, শারীরিক উপাদান স্বরূপ সপ্তধাতুর উৎকর্ষে হর্ষপ্রাবল্য ও শারীরিক শক্তির আধিক্য বশতঃ কিংবা স্বভাবতঃ ই বারণগণের মত্ততা বা মদ প্রবৃত্তি হইতে দেখাযায় এবং শতার্দ্ধ মদ-বহ শিরা উহাদিগের দেহের অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে মদ জল কটাদির বহির্ভাগে নিঃসারণ করিয়া থাকে। মাতঙ্গগণের দেহের পশ্চাদ্ভাগে অন্যূন আটটি 'কণ্ডর' বা স্থূল শিরা বিদ্যমান আছে এবং উহার এক একটি পশ্চাৎ ও সম্মুখ চরণে বর্ত্তমান থাকিয়া উহার ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে

মাতঙ্গদেহস্থ বায়ু স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম গতিশীল কর্কশ কটু ও শীতল। পিত্ত উষ্ণ অম্ল দ্রব বিবর্ণ ও (বিকৃত হইলে) ভীষণ অহিতকর। শ্লেষ্ম মধুর শীতবীর্য্য ঘন শ্বেত ও গুরু (গুরুত্ব গুণযুক্ত), উহা বলকর লবণ ও অম্লরসযুক্ত স্নিগ্ধ ও জীবনীশক্তি বর্দ্ধক। দেহ ই মাতঙ্গ দেহাশ্রিত বায়ুর উৎপত্তিক্ষেত্র, পিত্ত আগ্নেয় ও কফ সোমাত্মক বলিয়া জানিতে হইবে। মাতঙ্গদেহস্থিত রস আত্রেয়, শোণিত বাশিষ্ঠ, মাংস কাশ্যপ, মেদ গৌতম, অস্থি ভারদ্বাজ, মজ্জা কৌশিকী এবং শুক্র জামদগ্ন্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। বর্ষণাবসানে শৈলগাত্র হইতে যেমন সলিলধারা পরিস্রুত হয় তেমনি মাতঙ্গদেহস্থ স্বেদ স্বেদবহ শিরা সমূহদ্বারা মাতঙ্গ-গণের বদন মণ্ডলে নীত ও তথা হইতে নির্গত হইতে থাকে। হে নরেশ্বর, এই মাতঙ্গ দেহস্থ সপ্তশত শিরার বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিলাম, উল্লিখিত সাতশত শিরার শাখা প্রশাখারূপে সন্ধি অষ্ট সহস্র স্নায়ু মাতঙ্গগণের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে এবং উহাই বাতপিত্তাদির ও রক্তের সঞ্চার পথ। উহাদিগের সাহায্যেই সকল প্রাণীর দৈহিক উপাদান সপ্তধাতু পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। আশ্রয়স্বরূপ শোণিত হইতে যকৃৎ বর্দ্ধিত এবং রক্তদুষ্টি বশতঃ প্লীহা ও বুক্ক (বুকপাত) পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এমনকি যে ফুস্ফুস্ হইতে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার হয়

তাহাও রক্তের শক্তিতে ই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রক্তপিত্ত ও কফের বাতসংযুক্ত তেজঃ হইতে উহার উৎপত্তি এবং সর্ব্বাঙ্গের সহিতই উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। রক্ত বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে বল ও তেজঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং রক্ত ক্ষীণ হইতে থাকিলে সপ্তধাতু ই ক্ষীণ হয়; সুতরাং বিশুদ্ধ শোণিতই প্রাণী দিগের জীবনীশক্তি স্বরূপ। এই নিমিত্ত রক্ত দূষিত হইলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে তাহার মোক্ষণের বিধান করা কর্ত্তব্য। ষড়্‌বিধ আহার রসই প্রাণিদেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। মাতঙ্গগণের পিত্তস্থানই রসস্থান এবং উক্ত আহার পরিপাক হইতে হইতে তৃতীয় দিবসে :কপোতবর্ণ হইয়া থাকে। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিবসে উহা পদ্মবর্ণ ধারণ করে, পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ দিবসে উহা কিংশুক কুসুমের আভা প্রাপ্ত হয় এবং উল্লিখিত বিধানেই সপ্তাহে শুক্রে পরিণত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মাতঙ্গদেহের উপাদান স্বরূপ বাতপিত্তাদি এবং শিরা স্নায়ু মণ্ডলী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তিনি ই শস্ত্রপ্রয়োগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। সাগর যেমন নদীসমূহের আশ্রয়, মাতঙ্গগণের হৃৎপিণ্ডও তেমনি শিরাসমূহের প্রতিষ্ঠান এবং এই নিমিত্তই গর্ভস্থ মাতঙ্গশিশুর প্রথমেই হৃৎপিণ্ড এবং মস্তক উৎপন্ন হইয়া পরে অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জন্মে, ইহা শরীর বিচয়াধ্যায়ের প্রারম্ভেই যথাযথভাবে কথিত হইয়াছে। অতিমাত্রায় শোণিত ক্ষয় হইলে অন্তরাত্মা মোহ প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত দূষিত রক্ত নিঃসারিত করিতে হইলেও তাহারও একটি পরিমাণ থাকা আবশ্যক। যে সকল মাতঙ্গের যে অবস্থাতে যে পরিমাণ শোণিতস্রাব করিলেও কোন অনিষ্ট ঘটেনা তাহা যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন—বাতরোগে কোন প্রকার মাতঙ্গের শোণিত-স্রাব বিধেয় নহে। তদ্ভিন্ন কৃশ হীনেন্দ্রিয় হৃদ্‌রোগ ও গুল্মরোগ গ্রস্ত অতিবালক অতি বৃদ্ধ কিংবা স্বভাবতো দুর্ব্বল মাতঙ্গের কোনও অবস্থাতেই শোণিতস্রাব বিধেয় নহে। অবশিষ্ট মাতঙ্গের মধ্যেও যাহারা বাতপ্রকৃতিক কিংবা অভিঘাত দোষগ্রস্ত ধাতুক্ষয়যুক্ত কিংবা পাণ্ডুরোগ গ্রস্ত তাহাদিগের শোণিত মোক্ষণ একান্ত নিষিদ্ধ; কিন্তু বাতব্যাধিতে যে রক্ত মোক্ষণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাদৃশ রক্ত মোক্ষণের প্রয়োজন বোধ করিলে করা কর্ত্তব্য। হে নরেশ্বর, যে কারণে এতাদৃশ বিধান করা হইল তাহার হেতু নির্ণয় করিতেছি শ্রবণ করুন—হে মহীবল্লভ, বায়ু ই প্রাণিদেহে জীবনস্বরূপ, বায়ুর প্রভাবেই প্রাণিদেহের স্পন্দন রক্তবহ শিরা মণ্ডলীর পরিচালনা সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং এক বায়ু ই পঞ্চধাবিভক্ত হইয়া পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

হে নরনাথ, অনন্তর যে সকল মাতঙ্গের রক্ত মোক্ষণ হিতকর তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—মাতঙ্গগণের পাদরোগে অক্ষিরোগে মন্যাস্তম্ভে গলগ্রহে শোফে গাত্ররোগে শিরোরোগে বিষদিগ্ধ শেলবেধে ও সর্প কিংবা বিষাক্ত কীটাদি দংশনে শোণিত স্রাব একান্ত হিতকর। পক্ষান্তরে বাতপিত্তাদি বিকারজনিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সন্ধিসমূহ স্ফীত হইলে এবং উক্ত স্ফীতস্থান কঠিন হইলে অভ্যঙ্গ প্রলেপ ও স্বেদ প্রভৃতি দ্বারা তাহার প্রতীকার করা প্রথমতঃ কর্ত্তব্য। যদি একান্ত তাদৃশ উপায়ে প্রতীকার সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে রুগ্ন মাতঙ্গের প্রকৃতি ও চিরন্তন অভ্যাস বিচার পূর্ব্বক বিজ্ঞচিকিৎসক তাদৃশ স্ফীতস্থান হইতে শোণিত মোক্ষণ করিবেন। যে সকল মাতঙ্গের শোণিত মোক্ষণ করিতে হইবে তাহাদিগকে পূর্ব্বাহ্নে জলপান করিবার পূর্ব্বে দোষ সঞ্চালনের নিমিত্ত অন্যূন দুইশত ধনুঃ পরিমিতস্থানে বিচরণ করাইবে। প্রয়োজন বোধ করিলে বিজ্ঞচিকিৎসক দোষ সঞ্চালনের নিমিত্ত উষ্ণস্বেদ করাইয়া লইতে পারেন। অনন্তর বিজ্ঞচিকিৎসক রুগ্ন মাতঙ্গকে যত্নে সুসংযত করিয়া প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি আহরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণদ্বারা পুণ্যাহ বাচন ও যথাবিধি হোমাদি দৈবকার্য্য সমাধা করাইবেন এবং তৎপরে পূর্ব্বাধিবাসিত শস্ত্রদ্বারা শিরা মর্ম্মস্থান রক্ষণ পূর্ব্বক যথাবিধি সতর্কতা সহকারে শোণিত মোক্ষণ করিবেন। * * * *

হে নরনাথ, অগ্রেই কথিত হইয়াছে যে মাতঙ্গদেহে সাতশত শিরা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে দশটি 'মাতৃকা' শিরা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহারা তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে প্রসৃত থাকিয়া প্রাণিগণের পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ ও রসাদি ধাতুবহন করিয়া থাকে। দেহাভ্যন্তরে বাত পিত্ত শ্লেষ্ম বিকৃত হইলে। অভ্যন্তরবর্ত্তী বাতপিত্ত কফাদি বিকৃত হইলে সাম্য নিবন্ধন (তৎসংলগ্ন বলিয়া) ধমনীদ্বারা তাহা পরিব্যাপ্ত হয়। উল্লিখিত 'মাতৃকা' শিরার দুইটি দেহের সম্মুখভাগ আশ্রয় করিয়া অধোদিকে তির্য্যগ্‌ভাবে প্রসৃত রহিয়াছে এবং দেহের পশ্চাদ্‌ভাগেও দুইটি তাদৃশ ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। উহারা প্রত্যেকে শিরঃকণ্ঠ নয়ন হস্ত গাত্রাপর বংশ পৃষ্ঠ বক্ত্র প্রতিমান বস্তি অণ্ডকোষ ও ত্বক্‌ভাগ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাদিগদ্বারা মতাঙ্গদেহের প্রসারণ আকুঞ্চন গমন প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পন্দন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং উহারা মর্ম্মভাগে অনুবদ্ধ আছে এই নিমিত্ত শস্ত্রপ্রয়োগ কালে সতর্কতা সহকারে উহাদিগকে রক্ষা করিয়া শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে। হে পৃথিবীশ্বর, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে মাতঙ্গগণের পঞ্চাশৎটি মদবহ শিরা বিদ্যমান আছে এবং উহাদিগের প্রান্তভাগে গণ্ডদ্বয়ে ও পুংচিহ্নে সংবদ্ধ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়মূলে সংবদ্ধ শিরাও পঞ্চাশৎটি মাত্র, তদ্দ্বারা উহাদিগের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দগ্রহণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। উল্লিখিত শিরাসমূহ ছিন্ন হইলে মাতঙ্গগণের মৃত্যু অনিবার্য্য এই নিমিত্ত শস্ত্র প্রয়োগকালে সাবধানতা সহকারে উহাদিগকে রক্ষাকরা একান্ত বিধেয়। তদ্ভিন্ন যে সকল শিরাবারণগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, রসবহা মেদোবহা ও শুক্রবহা শিরাসমুদয় সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষণীয় যে সকল শিরা বায়ুপিত্ত শ্লেষ্ম ওরক্তবহন করে কেবল তাহা হইতে রক্তমোক্ষণাদি করা কর্ত্তব্য; তাদৃশ শিরাসমূহের সংস্থান অতঃপর বর্ণনা করিব। যে স্থান স্ফীত হয় তাহার নিকটবর্ত্তিতম শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ পূর্ব্বক দোষ ক্ষয় করিবে কারণ দোষোপচিত দেহে ঔষধ প্রয়োগ তাদৃশ ফলপ্রসূ হয় না। পক্ষান্তরে উত্তাপসন্তপ্তদেহ ব্যক্তি শীতল সলিলে অবগাহন করিলে তাহার সন্তাপ যেমন তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হয়, তেমনি রক্ত মোক্ষণদ্বারা বিরিও দোষ দেহে ঔষধ প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ ব্যাধির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বিজ্ঞ চিকিৎসক বিকার ও তাহার বলাবল বিচারপূর্ব্বক সপ্তাহ পঞ্চাহ কিংবা ত্রিরাত্র পর্য্যন্ত যাহাতে বিকারের নিবৃত্তি হয় তাদৃশ ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার করিতে দিবেন। স্ফীতভাবের প্রথম অবস্থাতে অভিজ্ঞ চিকিৎসক স্ফীতস্থানে বাত পিত্তাদি বিকারের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বিধানে যথাবিধি অবপীড়ন ও তত্তদঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন নিবৃত্তি করিবেন। যন্ত্র বিধিজ্ঞ চিকিৎসক অধোলিখিত বিধানে মাতঙ্গগণের বন্ধনকার্য্য সম্পাদন করিবেন। প্রোহ সন্ধানভাগ অষ্ঠীব্য ও অপস্কার প্রদেশে 'পূর্ব্ব সংস্থান' নামক বন্ধনই সর্ব্বোতোভাবে বাঞ্ছনীয়; উক্ত বন্ধন নাভিদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ অঙ্গুল বিস্তৃত বস্ত্র খণ্ডদ্বারা শিথিলভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। মস্তকে 'বৃশ্চিক সংস্থান' নামক বন্ধন প্রশস্ত। পৃষ্ঠবংশে ও উত্তর প্রদেশে তুল্যরূপে 'কর্ক্কট সংস্থান' নামক বন্ধন বিধেয়। মন্যাভাগে ও বাহুমূলে 'কূর্ম্ম সংস্থান' নামক বন্ধন হিতকর। হে মহীবল্লভ, এই প্রকার যন্ত্রবিধি পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক কথিত আছে। এই প্রকার বন্ধন দ্বারা বদ্ধ করিয়া পরে 'রক্ত মোক্ষণ' করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত প্রক্রিয়াদ্বারা শিরাস্বীয় স্থান হইতে উন্নত হইয়া স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞ চিকিৎসক তাদৃশ শিরা বিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহা হস্ত কিংবা পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়া পরে সমাহিতচিত্তে তাহা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবেন। শিরা অবিদ্ধ হইলে কিংবা পার্শ্বদেশে বিদ্ধ হইলে তাহা হইতে রক্তস্রাব হয় না সুতরাং দোষোপশমও হয় না, এবং অবিলম্বে স্তম্ভ শোফ দাহ উৎপন্ন হয়; এতাদৃশ অবস্থায়

যথাযথভাবে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে অতিবিদ্ধ হইলেও সমধিক পরিমাণে রক্তাদি স্রাব হইয়া থাকে এবং তাদৃশ অবস্থায় অবিলম্বে যন্ত্রাদি হইতে মোচন পূর্ব্বক তাদৃশ মাতঙ্গকে সলিলে অবগাহন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে শীতল প্রলেপ ও তাহাকে গব্য ঘৃত এবং দুগ্ধ একযোগে পান করিতে দিবে। ফলতঃ তাদৃশ অবস্থায় শীতবীর্য্য ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিতে দেওয়া একান্ত আবশ্যক; যদি তাহাতে উহাদিগের প্রতীকার না হয় তাহা হইলে উহারা অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ করে। সম্যক্‌রূপে বিদ্ধ হইলে দোষ প্রশমিত হয় বটে কিন্তু তদ্বিপর্য্যয়ে দোষ বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। হে মহারাজ, অগ্রেই মাতঙ্গগণের ষড়্‌বিধ ছবীর বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহা এক একটি করিয়া বর্ণনা করিব। তন্মধ্যে প্রথমা ছবী অর্দ্ধযব পরিমিত, দ্বিতীয়া দ্বিযব পরিমিত এবং অবশিষ্ট সকল ছবীই দ্বিযব পরিমিত স্ফীতস্থানে অর্দ্ধযব পরিমিত ছবী বিভিন্ন প্রকার বিকার লক্ষণযুক্ত লক্ষিত হয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসক, 'ব্রীহিমুখ' শস্ত্রদ্বারা প্রথমতঃ স্থিরভাবে প্রথমা ছবী ভেদ করিবেন অনন্তর 'কুশপত্র' বা 'উৎপল পত্র' নামক শস্ত্র দ্বারা স্থিরভাবে ত্রি অঙ্গুলি পরিমিত নির্ণয় পথ করিবেন। এইরূপে মাতঙ্গকে বিকার লক্ষণবিমুক্ত দেখিয়া নির্দ্দোষ বলিয়া অবগত হইতে পারা যায়। অনন্তর তাহাকে যন্ত্র হইতে মুক্ত করিয়া নির্ব্বাণার্থ অবগাহন করাইতে হইবে এবং তৎপরে গব্য ঘৃতসহ গোদুগ্ধ পান ও শীতবীর্য্য মধুর রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিতে দিলে বিজ্ঞ চিকিৎসক সফলতালাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

হে ধরণীনাথ, অতঃপর মাতঙ্গদেহে শিরা সমূহের অবস্থান বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন অবগ্রহের অধঃপ্রদেশে এবং কুম্ভের উপরিভাগে, বিন্দু ও অবগ্রহের মধ্যভাগে বিন্দু ও অক্ষিকূটদ্বয়ের মধ্যে, ঈষিকার অগ্রভাগে, ঘাটাপ্রদেশে বিন্দুমুখে, নির্য্যাণের উপরিভাগে এবং শঙ্খ প্রদেশে যে সকল শিরা বিদ্যমান আছে শিরোরোগ প্রতীকারার্থ তাহা বিদ্ধ করা যাইতে পারে। সেইরূপ যে সকল শিরা অক্ষিকূট মধ্যে স্রোতোমধ্যে, তালুর কৃষ্ণভাগের প্রান্তে, মুখমধ্যে জিহ্বান্তরে, অপাঙ্গের নিম্নে এবং কনীনিকাদ্বয়ে যে সকল শিরাবিদ্যমান নেত্ররোগ প্রতীকারার্থ তাহা বিদ্ধ করা যাইতে পারে। 'ক্ষত' স্থানের নিম্নে এবং গুহ্যভাগের উপরিপ্রদেশে যে শিরা আছে সতর্কতা সহকারে তাহা বিদ্ধ করিলে বারণগণের গলগ্রহরোগের প্রতীকার হইয়া থাকে। সেইরূপ সাগদাপ্রদেশ ওমান্যাভাগের অন্তরালে যে শিরা আছে তাহা বিদ্ধ করিলে

বারণগণের সকল প্রকার কণ্ঠরোগের প্রতীকার হইয়া থাকে। সেইরূপ স্তনের নিম্নে অষ্ট অঙ্গুলি এবং নাভীর উর্দ্ধে অষ্টাদশ অঙ্গুলি বর্জ্জন করিয়া এতদুভয়ের মধ্যভাগে যে শিরা আছে তাহা বিদ্ধ করিলে বারণগণের দ্রোণীকশোফ রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে * * * *

হে নরেশ্বর, এইরূপে উল্লিখিত শিরাসমূহ হইতে শোণিত মোক্ষণদ্বারা বাত-পিত্তাদি কিংবা রক্তমাংসাদির বিকারের সহজেই প্রতীকার হইয়া থাকে। নিপুণ চিকিৎসক, বারণগণের স্ফীতস্থান নানাবিধ দোষ লক্ষণযুক্ত দেখিয়া তাহাকে মাতঙ্গগণের বিদ্রধি বলিয়া জানিবেন। উক্ত বিদ্রধি ই দৃঢ় ও গ্রন্থিবদ্ধ বলিয়া 'গ্রন্থি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং উল্লিখিত বিধানে তাহার প্রতীকার করা অল্পায়াস সাধ্য। পক্ষান্তরে উল্লিখিত বিধানে দোষ নিঃসারণের ফলে যদি কোন ও মাতঙ্গের স্ফীত স্থান বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে তাহার ও পূর্ব্বোল্লিখিত শোফ, চিকিৎসা বিধান একান্ত কর্ত্তব্য। উক্ত শিরাসমূহের বন্ধনের নিমিত্ত মাতঙ্গদেহে অশীতি সংখ্যক শিরাকূর্চ্চ বিদ্যমান আছে। মাতঙ্গদেহে যে সকল সন্ধি বর্ত্তমান আছে উল্লিখিত শিরা কূর্চ্চসমূহ দ্বারা সংবদ্ধ এবং তাদৃশ স্থানে কখনও শস্ত্রপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। হে নরেশ্বর, মাতঙ্গদেহে সন্ধি সন্ধান ষড়বিধ এবং অস্থিসন্ধি চতুর্ব্বিধ ইহা পূর্ব্বে ই শরীর বিচয়াধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। হে অঙ্গেশ্বর রক্তক্ষীণ মাতঙ্গের ক্লেশ স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হয় এই নিমিত্ত সর্ব্বদা রক্ত মোক্ষণে পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। মাতঙ্গ দেহের যে অংশে মাংস বাহুল্য নিবন্ধন শিরাদুর্লক্ষ্য হয় তাদৃশস্থলে সমভাগ লবণ ও তৈল দ্বারা পুনঃ পুনঃ সিক্ত করিবে, কারণ তাদৃশ শিরাবেধে অত্যন্ত রক্তপাত হইয়া থাকে। যদি ভ্রমবশতঃ তাদৃশ শিরাবেধের ফলে রক্তপাত ঘটে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শীতল জলে প্রক্ষালণ পূর্ব্বক অধোলিখিত প্রলেপ প্রদান করিবে।

১। তিল ২ মাত্রা
২। ইক্ষু
৩। উৎপল (সুঁদীনাল)

এই ত্রিবিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া প্রলেপ প্রদান করা কর্ত্তব্য। অথবা

১। সমঙ্গা (বালাপাতা)
২। ধাতকী পুষ্প (ধাইফুল)
৩। চন্দন
৪। উশীর (বীরণ মূল)
৫। পদ্ম ফুল

এই পঞ্চবিধ দ্রব্য একযোগে শীতল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়।

দন্তনালী চিকিৎসা।

একদা মহাপ্রভাবশালী অঙ্গপতি মহর্ষি পালকাপ্যকে কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণতি পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, বারণগণের দন্তরোগের চিকিৎসা কি প্রকার? কি কারণে মাতঙ্গগণের দন্তরোগ জন্মে? কি নিমিত্তই বা বারণগণের দন্তমূল হইতে পূতিগন্ধযুক্ত পূয় রক্তস্রাব হইতে থাকে? 'ঔৎপাতিক' দন্তরোগ ই বা কি নিমিত্ত জন্মে? জ্ঞান-লিপ্সু অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষিপালকাপ্য বলিতে লাগিলেন হে পৃথিবীশ্বর, যথাযোগ ও যথাক্রমে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ করুন—হে নরেশ্বর, অত্যন্তরূপে নিপীড়িত হইলে বারণগণের দন্তমূল হইতে পূতিগন্ধযুক্ত পূয়রক্তস্রাব হইতে থাকে এবং দৈবাৎ তাহাতে কৃমিও জন্মিতে দেখা যায়। তাদৃশ অবস্থায় পতনের পূর্ব্বে দন্ত উন্মূলন একান্ত হিতকর পক্ষান্তরে তাদৃশ দন্তত্যাগ না করিলে যথেষ্ট অনিষ্টের সম্ভাবনা। * *

ব্যায়ামাদি নিবন্ধন ভগ্নাবশিষ্ট দন্তের কিয়দংশ যদি মূল সহ বিদ্যমান থাকে তাহা নিঃসারণ করিয়া ক্ষত চিকিৎসা বিধানক্রমে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য এবং নিঃসারণ অসাধ্য হইলে সুতরাং যাপ্য। যদি দন্তবেষ্টনের উপরিভাগে দন্তভঙ্গ ঘটে এবং তাহা হইতে পূতিগন্ধযুক্ত পূয়স্রাব হয়। তাহাহইলে তাহার নিঃসারণ করা কর্ত্তব্য নহে। মাতঙ্গগণের যে সকল দন্ত মূলে বাতাদি, প্রকোপ-জনিত নালী ক্ষত জন্মে তাহা উৎপাটনে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই কিংবা তাহা ঔৎপাতিক বা ভবিষ্যদ্ বিপদ জ্ঞাপক নহে। বারণগণ অন্তঃস্বেদ, এই নিমিত্ত উহাদিগের মাংস সচ্ছিদ্র ইহা সপ্রমাণ। উহাদিগের প্রকৃতি তৈজসী এবং প্রকোপ বা বাতাদির বিকার যথেষ্ট। বারণগণের যে দন্ত হইতে দুর্গন্ধযুক্তস্রাব নির্গত হয় তাহা নিঃসারণ করা কর্ত্তব্য এবং তাদৃশ অবস্থায় পুষ্পনেত্র বৃত্তাঙ্গ আমূল সম ও দৃঢ় 'জরঙ্গর' নামক বস্তির সাহায্যে অধোলিখিত ক্বাথদ্বারা নালীর অভ্যন্তর ভাগ উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিবে। তাদৃশব্রণে ব্যবহারের নিমিত্ত 'গণ্ডুপ দাগুা' নামক তাম্র-নির্ম্মিত সূক্ষ্ম শ্লক্ষ্ম দৃঢ় সবল এষণী প্রয়োগ করিবে। ক্বাথের ঔষধ যথা

১। ক্ষুর্জ্জক পত্র (গাবের পাতা) ৩। নিম পত্র

২। অর্ক পত্র (আকন্দের পাতা) ৪। হরিদ্রা

৫। নক্তমাল পত্র
৬। জীবক
৭। কুটজ
৮। করবীর পত্র
৯। সপ্তপর্ণ পত্র

এই নববিধ দ্রব্যের ক্বাথ (অংশ অবশিষ্ট) দ্বারা নালী প্রক্ষালন করিলে এবং ক্ষৌমবস্ত্রদ্বারা রক্ত পূয়াদি পুছিলে পূতিগন্ধ ও কণ্ডু (চুলকাণী) দূর হয়; ক্ষত বিশোধিত ও অপেক্ষাকৃত মৃদু হইয়া থাকে। অথবা

১। বর্ষাভূ (পুনর্ণবা শাক)
২। বিল্বছাল
৩। শুণ্ঠী চূর্ণ

উল্লিখিত ত্রিবিধ দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে দন্তনালী প্রক্ষালন করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। অথবা

১। সাজিনা ছাল
২। তর্কারী জয়ন্তী পত্র
৩। যূথিকা পত্র (যুইফুলের পাতা)
৪। অলর্ক (শ্বেতআকন্দ) পত্র
৫। কাকদন্তী
৬। পূতিক (পুই)
৭। এরণ্ড পত্র
৮। সুরসা (তুলসী)
৯। কুটজ ছাল

উল্লিখিত নয় প্রকার দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ ক্বাথদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিধানে দন্তনালী প্রক্ষালন করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

১। মধুশিগ্রু (লাল সজিনা) পত্র
২। ধব (ঝাউ) ছাল
৩। কুটজ ছাল
৪। পূতিকা (পুঁই ছাল)
৫। অগ্নিমন্থ (শ্যোনাল ছাল)
৬। জীবক পত্র
৭। নিম্বপত্র
৮। ছাতিয়ান ছাল
৯। নক্তমালত্বক্

উল্লিখিত নয়প্রকার দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ ক্বাথদ্বারা বস্তিশোধন বিধানে প্রক্ষালন করিলে মাতঙ্গগণের দন্তনালীর প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। জাঁতি
২। অর্ক
৩। কাকদন্তী
৪। পূতিক
৫। এরণ্ড
৬। বিড়ঙ্গ
৭। ত্রিবৃতা
৮। দন্তী
৯। চিতা
১০। পিপ্পলী
১১। গজপিপ্পলী
১২। শ্যামা লতা

১৩। লবণ

এই ত্রয়োদশবিধ সমভাগ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া ব্রণ মধ্যে (দন্তনালী মধ্যে) প্রয়োগ করিলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে। অথবা

১। বচ
২। শুণ্ঠী
৩। পাঠা (আকৃনাদী)
৪। কটকী
৫। অক্ষিপীলুক (মহানিম্ব) ছাল
৬। গণ্ডীর
৭। সুবহা (তুলসী)
৮। অতিবিষা (আতইস্)
৯। তেজোবতী (চৈ)

উল্লিখিত নয়প্রকার দ্রব্য বাটিয়া দন্তনালী মধ্যে প্রয়োগ করিলে ব্রণ শুষ্ক হইয়া থাকে। অথবা

১। সুবর্ণা (বাট্যাল বেড়েলা ভায়া)
২। ক্ষীরণী (কাঞ্চন ক্ষীরী)
৩। শুণ্ঠী
৪। সুবর্চ্চিকা
৫। কষায় (শোনা) ছাল
৬। রসুন
৭। লাঙ্গলিকা (বিষলাঙ্গলা)
৮। মধু

উল্লিখিত অষ্টবিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বারণগণের দন্তনালী রোগের প্রতীকায় হইয়া থাকে। অথবা

১। নক্তমাল
২। হরিদ্রা
৩। করবীর অঙ্কুর
৪। পূতিকা (পুঁই)
৫। জাতী
৬। কুটজ

এই ষড়বিধ দ্রব্যের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া তাহা নালী মধ্যে প্রয়োগ করিলে বারণগণের দন্তনালী রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। ধন্যাক (ধৈনা)
২। নীল
৩। মহানিম
৪। শ্রীবেষ্ট
৫। কুটজ
৬। তালীস পত্র
৭। জাতী পত্র
৮। করবীর পত্র
৯। পূতিকি পল্লব
১০। অভীরু পত্রী (শতমূলী)
১১। সুবহা (রাস্না)
১২। গুগ্গুল
১৩। কুটন্নট (কৈবর্ত্তমুথা)
১৪। করঞ্জ পল্লব
১৫। মুথা
১৬। হংসপাদী (গোধাপদী লতা)
১৭। হরেনু (ক্ষেতপাপ্ড়া

উল্লিখিত সপ্তদশ প্রকার দ্রব্যের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া তাহা প্রয়োগ করিলে বারণগণের দন্তনালী রোগের প্রতীকার হয়।

উল্লিখিত বিধানে চিকিৎসার ফলে বারণগণের দন্তনালী পূতিগন্ধ কণ্ডুদোষ ও স্রাব বিহীন এবং বিশোধিত জানিয়া অধোলিখিত প্রতিক্রিয়া অবলম্বন করিবে

১। নিম্ব ছাল
২। অশ্বথ ছাল
৩। যষ্টি মধু
৪। বট ছাল
৫। সাল ছাল
৬। যজ্ঞডুমুরের ছাল ও ফল
৭। সোমবল্ক ছাল (সোনাল ছাল)
৮। শিরীষ (ছাল)
৯। সরলকাষ্ঠ

উল্লিখিত নয় প্রকার সমভাগ দ্রব্যের (১/৪ অংশের অবশিষ্ট) কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ঈষদুষ্ণ কাথ দ্বারা প্রক্ষালন করিলে মাতঙ্গগণের দন্তনালী রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। শমীমূল
২। ইক্ষুরক (নল) মূল
৩। পাটলা মূল
৪। বিতানক (মাড় গাছ)
৫। সহা (ঘৃতকুমারী)
৬। উশীর (বীরণ মূল)
৭। কুটজ
৮। শালিতণ্ডুল
৯। ইক্কট (তৃণ বিশেষ)
১০। যষ্টিমধু
১১। লোধ
১২। তাল মস্তক (তালের মাথি)
১৩। বিদারী (ভুইকুমরা)
১৪। ঋষভক
১৫। সুবহা (রাস্না)
১৬। জীবক
১৭। কুলিঙ্গাক্ষী (পেটারী)
১৮। তাল পত্রিকা
১৯। কিরাতী (চিরতা)

উল্লিখিত সমভাগ ঊনবিংশতি প্রকার ঔষধ দ্রব্যের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বারণগণের দন্তনালী শুষ্ক হইয়া থাকে।

উল্লিখিত বিধানোক্ত চিকিৎসার কালে বারণগণের দন্ত নালী প্রতিকৃত হইতে অরাম্ভ করিয়া যদি পুনরায় বিকৃত হয় কিংবা তাহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয় তাহা হইলে অধোলিখিত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। পটোল
২। গজপিপ্পলী
৩। কুটজ ফল
৪। ইন্দ্রযব

৫। বৃশ্চিকালী (বিছুটী)
৬। বিড়ঙ্গ
৭। পৃথ্বিকা (জীরা)
৮। শ্বেত সর্ষপ
৯। কুস্তুম্বুরু (ধৈন্যা)
১০। গোমূত্র

প্রথমোক্ত নয় প্রকার ঔষধ দ্রব্য ছেচিয়া ১০ম গো-মূত্রে ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এবং সেই ঈষদুষ্ণ ক্বাথদ্বারা প্রক্ষালন করিলে তাদৃশ অবস্থায় সবিশেষ উপকার দর্শে।

১। সর্পগন্ধা (গন্ধরাস্না)
২। মোম (মৌমাছির)
৩। সর্ব্ববীজ
৪। গুগ্‌গুলু
৫। সর্ষপ

এই পঞ্চবিধ দ্রব্য দ্বারা ধূম প্রদান করিলে বারণগণের দন্ত নালীরোগে সবিশেষ উপকার দর্শে। ইহাদ্বারা দন্তনালীর প্রভাবে শিরোরোগ নেত্ররোগ প্রভৃতির ও উপকার হইয়া থাকে।

১। পৃশ্নিপর্ণী
২। অংশুমতী (শালপাণী)
৩। ছিন্নরুহা (গুড়ূচী]
৪। তাল পত্রিকা
৫। মহাসহা
৬। সমঙ্গা (বালা পাতা)
৭। করঞ্জ
৮। সুবহা (রাস্না)
৯। বলা
১০। অতিবলা
১১। বিল্বা

উল্লিখিত একাদশবিধ দ্রব্যের ক্বাথসহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের দন্তনালী রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। মঞ্জিষ্ঠা
২। প্রিয়ঙ্গু
৩। যষ্টিমধু
৪। হরিদ্রা
৫। দারু হরিদ্রা
৬। মাংসী (জটামাংসী)
৭। কালানুসারী (শৈলজ নামক গন্ধদ্রব্য)
৮। জীবক
৯। ঋষভক
১০। লোধ
১১। বচ
১২। শ্রীবেষ্টক (ধূনা)
১৩। প্রপৌণ্ডরীক

উল্লিখিত ত্রয়োদশ প্রকার ঔষধ দ্রব্য একযোগে উত্তমরূপে বাটিয়া প্রয়োগ করিলে বারণগণের দন্তনালী রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে।

ইহাতেও প্রতীকার না হইলে তিন দিবস তৈল পান, তিন দিবস নস্তদ্বারা শিরোবিরেচন করিলে দন্তনালীর প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। কাকোলী
২। মুদ্গমুপর্ণী (মুগানী) ২ মাত্রা
৩। সালপর্ণী (সালপাণী)
৪। রোহিণী (হরীতকরী)
৫। পসয়স্তা (ভুঁইকুমড়া)
৬। কুলিঙ্গাক্ষী (পেটারী)
৭। ছিন্নরুহা (গুড়ূচী
৮। তিল তৈল

প্রথমোক্ত অষ্টবিধ দ্রব্যের কল্কসহ তৈল পাক করিবে এবং রুগ্নমাতঙ্গে অগ্নিবলের অনুরূপ মাত্রায় দ্বিগুণ গো-দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এই তৈল অভ্যঙ্গ (মর্দ্দন ও নস্ত কার্য্যে সবিশেষ হিতকর।

শশক তিত্তিরি ময়ূর ও লাব প্রভৃতির মাংস রস গোলমরীচচূর্ণ, ও পিপ্পলীচূর্ণ সৈন্ধবলবণ ও শুণ্ঠীচূর্ণ ও তিল তৈলসহ পান এতাদৃশ অবস্থায় হিতকর। উক্ত মাংসরস সহ শালি ধান্যের অন্ন সুপথ্য। এইরূপে কিঞ্চিৎ প্রতীকার হইলে তিন কিংবা পাঁচ দিবস অন্তর তৈল মিশ্রিত 'প্রসন্না' মদ্য তাহাকে পান করিতে দিবে। মহানুভব অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য মাতঙ্গগণের দন্তনালী রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা এই প্রকারে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে সপ্তদশ অধ্যায়।

(ক) পুস্তকে দন্তরোগের কোন ও উল্লেখ দেখা যায় না, কেবল দন্তবর্দ্ধিত ও বক্র হইয়া অশোভন হইলে কিংবা শুণ্ড সঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্মিলে উহার অন্তঃসারবিহীন অংশ বর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল আচ্ছদ্র অংশই কর্ত্তন করিতে হইবে। অবশ্য বলা বাহুল্য যে যাহাতে সৌন্দর্য্য-ক্ষতি না হয় এইরূপভাবেই দন্তচ্ছেদন করা কর্ত্তব্য, অন্যথা দন্তমজ্জা নিঃসরণ ও রক্তস্রাবাদিদ্বারা কিংবা পরিশেষে ক্ষত হইয়া হস্তীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ও ঘটিতে পারে।

(গ) পুস্তকের মতে বার্দ্ধক্য অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে মাড়ী ফুলিয়া দন্তরোগ জন্মে। এবং অধোলিখিত ঔষধ প্রয়োগে সবিশেষ উপকার দর্শে।

১। মাজুফলচূর্ণ ২ তোলা
২। তিলতৈল ৬ তোলা
৩। ডিক্কামেলে ৫ তোলা
৪। মৌমাছির মোম ৬ তোলা

তিল তৈলে মাজুফল চূর্ণ পাক করিয়া তাহাতে ডিক্কামেলে মিশ্রিত এবং গলিয়া মিশ্রিত হইলে ন্যাকড়ায় মাখিয়া গলিত মোমে মাখিবে এবং ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিবে। নিম তৈল, আলকাতরা প্রভৃতি ও দন্তক্ষত প্রতীকারে সমর্থ। সতর্কতা সহকারে মক্ষিকা নিবৃত্তির উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অধিক দন্ত চিকিৎসা। †

হে নরনাথ, বারণগণের ষোড়শটি দন্তকে 'সগদা' বলে। এতদ্ভিন্ন অনেক সময়ে উহাদিগের আরও দুইটি অধিক দন্ত জন্মিতে দেখা যায়।

নিদান ঃ—হনু বা চিবুকের অস্থি সন্ধিস্থিত বায়ু স্বীয় প্রকোপের কারণ বশতঃ কুপিত হইয়া অস্থি ও মজ্জা বৃংহণ বা বর্দ্ধন করে এবং অতিরিক্ত দন্তদ্বয় জন্মাইয়া থাকে।

লক্ষণ ঃ—ভাগ্য বিপর্য্যয় বশতঃ বারণগণ উল্লিখিত ক্লেশকর রোগে আক্রান্ত হইলে উহারা বিবর্ণ ও উহাদের কান্তি কর্কশ হয়, তদ্ভিন্ন দন্তে তীব্র বেদনা আহারে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা ঃ—এতাদৃশ অবস্থায় উহাদিগকে সুদৃঢ় স্তম্ভে বন্ধনপূর্ব্বক 'গলগ্রহ' যন্ত্রে সুযন্ত্রিত করিয়া 'বিকাশ' যন্ত্রের সাহায্য উহাদিগের মুখ—ব্যাদান করতঃ দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুল আয়ত 'এণীপদ' নামক লৌহযন্ত্রদ্বারা দন্ত বেষ্টন পূর্ব্বক তাহা উত্তোলন করিবে। অনন্তর 'ব্রীহি মুখ' যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষত সুপরিষ্কৃত করিয়া উষ্ণজলদ্বারা প্রক্ষালণ এবং গব্যঘৃত ও মধুদ্বারা পূরণ করিবে। এতাদৃশ চিকিৎসার ফলে অধিকদন্তরোগগ্রস্ত মাতঙ্গ পুনরায় স্বাস্থ্যসুখের অধিকারী হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে অষ্টাদশ অধ্যায়।

† এই অধ্যায় মূলে অসম্পূর্ণ।

একোনবিংশ অধ্যায়।

শিরাচ্ছেদ চিকিৎসা।

একদা মহেন্দ্রসদৃশ অঙ্গপতি রোমপাদ স্বীয় সুরম্য চম্পানগরীস্থিত পুণ্য আশ্রমে গমন পূর্ব্বক ঋষিপ্রবর পালকাপ্যকে প্রণিপাত করিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, যুদ্ধক্ষেত্রে বা দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ মাতঙ্গগণের শিরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দেহস্থ বায়ুর প্রভাবে অনর্গল শোণিত স্রাব হইতে থাকিলে তাহার কি প্রতীকার হইতে পারে? মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন নরেশ্বর, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন—হে অঙ্গনাথ, কেবল শাস্ত্রজ্ঞ শস্ত্র প্রয়োগে অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মাতঙ্গদেহে শস্ত্রপ্রয়োগ করিতে গিয়া অনেক সময়ে অস্ত্রধারণে অনভিজ্ঞতাবশতঃ কিংবা তির্য্যগ্‌ভাবে ছেদন নিবন্ধন মর্ম্মস্থান বিদ্ধ শিরাস্নায়ুচ্ছেদন করিয়া ফেলেন এবং তাদৃশ ছেদনের ফলে জলযন্ত্রের ন্যায় উহাদিগের দেহ হইতে শোণিত স্রাব হইতে থাকে। আমি তাহার প্রতীকারের উপায় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—হে নরনাথ, বারণগণের অস্থি মর্ম্মগত ও সন্ধিজাত শিরা সমূহের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন বারণগণের নাভিদেশে ই পঞ্চ দশটি ধমনী জন্মিয়া তদ্দ্বারা উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ স্রোতঃ ও নানাবিধ ধাতু প্রবাহিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত প্রধান পঞ্চ দশটি ধমনী হইতে সার্দ্ধ সহস্র ধমনী নির্গত হইয়া উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করে। বারণগণের শুণ্ডে ও গাত্র প্রভৃতিতে সপ্তশত শিরা বিদ্যমান আছে। তাহাদিগের সহস্র সহস্র উপশিরা ও স্নায়ু সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। এতাদৃশ স্নায়ুর সংখ্যা রোমকূপের সংখ্যার সমান। যেমন একটি মাত্র বৃক্ষে অসংখ্য শাখা বর্ত্তমান থাকে তেমনি নাভিদেশ হইতে প্রবৃত্ত শিরা স্নায়ু সমূহ দ্বারা মাতঙ্গগণের সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত। হে মহীবল্লভ, মাতঙ্গগণের যে সকল অঙ্গে শিরাচ্ছেদ সদ্যঃপ্রাণহর তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতেছি—শ্রবণ করুন—সম্মুখ চরণদ্বয়ের নখে, প্রোহে, বিকাতে, পলিহস্তদ্বয়ে, সন্দান ভাগে জবভাগে ও বিক্ষোভে, মাতঙ্গগণের এই সকল প্রদেশে শিরাচ্ছেদ মৃত্যুর কারণ; এই নিমিত্ত উল্লিখিত দশটি শিরা 'সদ্যঃপ্রাণহর' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সেইরূপ বক্ষঃস্থলে, গ্রীবাদেশে, গুহভাগে স্কন্ধে ও মস্তকে বারণগণের দশটি শিরা এবং শুণ্ডে পাঁচটি শিরা বর্ত্তমান আছে। বির্ভাগদ্বয়ে দুইটি ধমনী, কুকটিকে টিডুই ধমণী এবং রস-বাহিনী দুইটি ধমনী ও দশটি শিরা বিদ্যমান

আছে উহারাও সন্তঃপ্রাণহর, এই নিমিত্ত তাহাদিগের ছেদন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বাত কুম্ভের দুইটি, ঈষিকাদ্বয়ের আশ্রিত, ঈষিকাও কুম্ভের মধ্যে হস্ত স্রোতোবহা একটি এবং হস্তে পাঁচটি শ্বেতশিরা বর্ত্তমান আছে, উহারাও সন্তঃপ্রাণহর এই নিমিত্ত তাহার চ্ছেদন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তদ্ভিন্ন নির্য্যাণ ভাগে পিঞ্চূষে, দন্তবেষ্টদ্বয়ে এবং কটিস্রোতো মধ্যে যে সকল শিরা বিদ্যমান আছে তাহারা ও সন্তঃপ্রাণহর, সুতরাং তাহাদিগের চ্ছেদন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় সেইরূপ মলস্থলী ও মূত্রাশয়ের মধ্যস্থিত শিরা সমূহের চ্ছেদ ও সন্তঃপ্রাণহর সুতরাং তাহার চ্ছেদ ও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

সেইরূপ অন্তর সক্থিদ্বয়ে অণ্ডকোষের পার্শ্বে যে আটটি শিরা আছে তাহার ছেদন ও সন্তঃপ্রাণহর অতএব সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। সন্দানভাগে মণ্ডূক্যে গ্রন্থি ও সকুটিকাদ্বয়ে যে সকল শিরা আছে তাহার চ্ছেদ বারণগণের মৃত্যুর কারণ তনুভাগে রন্ধ্রে, অণ্ডকোষে, স্তনদ্বয়ের অন্তরালে এবং নাভিদেশে যে সকল শিরা আছে তাহার চ্ছেদনে ও মাতঙ্গগণের মৃত্যু ঘটে। অক্ষিদ্বয়ে. কর্ণসন্ধিদ্বয়ে যে সকল শিরা বিদ্যমান আছে তাহার ছেদনেও মাতঙ্গগণের মৃত্যু ঘটে। হে অঙ্গেশ্বর, মাতঙ্গগণের শিরাচ্ছেদ নিবন্ধন সমধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব হইতে থাকিলে দেহস্থ বায়ু বিকৃত হইয়া মাতঙ্গগণের মর্ম্মস্থান সমুদয় ও হৃৎপিণ্ডপীড়ন করিতে থাকে এবং তাদৃশ পীড়নের ফলে উহাদিগের দেহে শোথ মূর্চ্ছা ও প্রবল তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। তখন উহাদিগের চিত্ত দুঃখভারাক্রান্ত বর্ণ পাণ্ডু এবং আহারে বিদ্বেষ হইয়া থাকে। এতাদৃশ লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ পাইলে মাতঙ্গের চিকিৎসা প্রায়শঃ বিফল হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন যে সকল শিরা ও ধমনী উত্তানা প্রসন্না ছবী ও রোমাশ্রিত কেবল তাহাদেরই চ্ছেদন করা বিধেয়।

হে নরনাথ, মাতঙ্গগণের শিরাচ্ছিন্ন হইয়া সমধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব হইতে থাকিলে তাহা বারণ করিবার উপায় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—

১। শ্রীপর্ণী সূক্ষ্মচূর্ণ
২। ধাইফুল চূর্ণ
৩। মদনফল সূক্ষ্ম চূর্ণ

এই ত্রিবিধ চূর্ণ পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া পরে বাঁধিয়া রাখিলে ছিন্নশিরা স্নায়ু হইতে শোণিস্রাব নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। যদি উল্লিখিত ঔষধ প্রয়োগের ফলে রক্তস্রাব নিরুদ্ধ না হয় তাহা হইলে অধোলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য—

১। ক্ষৌম বস্ত্রভস্ম
(রেশম কাপড়ের ছাই)
২। ধূনা সূক্ষ্ম চূর্ণ
৩। ধাতকী সূক্ষ্ম চূর্ণ

৪। মদন ফলের „ ৫। গাম্ভারীর „

এই পঞ্চবিধ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্রণ মধ্যে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিলে শোণিতস্রাব প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। যদি এই ঔষধ প্রয়োগেও রক্তস্রাব নিরুদ্ধ না হয় তাহা হইলে অধোলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

১। যষ্টিমধুর সূক্ষ্ম চূর্ণ ৪। ধূনার সূক্ষ্ম চূর্ণ

২। চন্দনের „ ৫। পদ্মকাষ্ঠের „

৩। লোধের „

এই পঞ্চবিধ চূর্ণ একযোগে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিলে বারণগণের শিরাস্নায়ু চ্ছেদন নিবন্ধন শোণিতস্রাব নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

১। গোধুম ৩। কদম্ব ছাল

২। লোধ ৪। গিরিমাটি

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিলে শোণিত-স্রাব নিরুদ্ধ হয়।

১। অর্জ্জুন ছাল ৩। যষ্টি মধু

২। ধব (ঝাউ) ছাল

এই ত্রিবিধ দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ প্রদান করিলে শোণিত-স্রাব নিরুদ্ধ হয়।

১। সমুদ্র ফেণ ৭। অরিমেদের গ্রন্থি

২। চৈ ৮। পলাশ নির্য্যাস

৩। গোময় রস ৯। তিনিশ নির্য্যাস

৪। শঙ্খ মধ্য ১০। ভূমি কদম্ব

৫। মধ ১১। গিরিমাটি

৬। দুগ্ধ ১২। লাক্ষা (গালা)

উল্লিখিত দ্বাদশ প্রকার দ্রব্যের মধ্যে কঠিন পদার্থগুলির সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তাহার সহিত তরল পদার্থ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে এবং পুনঃ পুনঃ ব্রণ মধ্যে প্রয়োগ করিলে ছিন্নশিরামুখ হইতে শোণিতস্রাব নিরুদ্ধ হয়। যদি ইহাতেও শোণিত স্রাব নিরুদ্ধ না হয় তাহা হইলে মাতঙ্গকে নির্ম্মল শীতল জলে অবগাহন করাইবে। যদি তাহাতেও শোণিতস্রাব নিরুদ্ধ না হয় তাহা হইলে অধোলিখিত কাথদ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্ষত প্রক্ষালন করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

১। অশ্বত্থ ছাল ২। যজ্ঞডুমুর ছাল

৩। ন্যগ্রোধ (বট) ছাল ৪। কাকজম্বূক

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য ছেচিয়া তাহার ক্বাথ করিবে এবং তাহা শীতল হইলে তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্ষত প্রক্ষালন করিলে ছিন্নশিরা হইতে শোণিতস্রাব নিরুদ্ধ হয়।

যদি তাহাতেও শোণিতস্রাব নিরুদ্ধ না হয় তাহা হইলে যথাবিধি অগ্নিপ্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ ক্ষত মধ্যে গব্যঘৃত ঢালিয়া দিয়া 'অগ্নিকর্ম্ম' বিধান অনুসারে অগ্নিকর্ম্ম করিবে এবং ব্রণ সম্যক্ দগ্ধ জানিয়া দগ্ধস্থান নির্ব্বাপণের জন্য গব্যঘৃতদ্বারা সিক্ত করিবে। শস্ত্র ও অগ্নিপ্রণিধানোক্ত বিধানে নির্ব্বাপণ করিয়া গব্যঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিবে। অপরিহার্য্য প্রয়োজন বোধ করিলে বিজ্ঞচিকিৎসক শস্ত্রোপচারে প্রবৃত্ত হইবেন ;- শুচি ও সমাহিতচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক পূর্ব্বাধিবাসিত যন্ত্রদ্বারা মাতঙ্গকে সুসংযত করিয়া মনশ্চক্ষুঃ সমাধান পূর্ব্বক করতল পরামর্ষদ্বারা শস্ত্রপাতের স্থান নির্ণয় করিয়া পূর্ব্বাধিবাসিত শস্ত্রপ্রয়োগ করিবেন।

হে নরেশ্বর, যে সকল গ্রন্থি (স্ফীতস্থান) বিদারণ যোগ্য তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন ;—যে সকল গ্রন্থি মেদোযুক্তস্থানে উৎপন্ন হওয়ায় দৃঢ় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যে সকল গ্রন্থি মর্ম্মস্থানে জন্মে এবং এই প্রকার শস্ত্রপাতাযোগ্য স্থানজাত সকল গ্রন্থিতে 'অভ্যঙ্গ' 'প্রলেপ' প্রভৃতিদ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিবে। একান্তপক্ষে তাহাতে প্রতীকার না হইলে ঔষধ প্রয়োগে গ্রন্থি বিদারণ করা কর্ত্তব্য। তাহাতেও বিদীর্ণ না হইলে দোষ-বলাবল ও শোণিত পরীক্ষা পূর্ব্বক সাবধানে একদেশে শোণিতস্রাব করিবে। শোণিতস্রাবের পরে তাহাকে অম্ললবণযুক্ত সুরা পান করিতে দিবে। তাহাতে শোণিত ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কেবল শাস্ত্রজ্ঞ শস্ত্রোপচারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কখনও এতাদৃশ দায়িত্বপূর্ণ শস্ত্রোপচারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। বহু অদৃষ্টকর্ম্মা ও শাস্ত্রজ্ঞান হীন অথচ বিজ্ঞম্মন্য চিকিৎসক কর্ম্ম দর্শন করিয়া অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্মবিহীন শাস্ত্রজ্ঞ কিংবা শাস্ত্রবিহীন কর্ম্মজ্ঞ এই দ্বিবিধ চিকিৎসকই মহর্ষি পালকাপ্যের মতে নিন্দনীয় ; পক্ষান্তরে যে চিকিৎসক শাস্ত্রে ও শস্ত্রে অভিজ্ঞ তিনি মাতঙ্গস্বামী নরপতির নিরন্তর আদর পাইবার যোগ্য।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে ১৯শ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

মর্ম্মপ্রমাণ বিধি।

একদা অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি মহর্ষি পালকাপ্যের নিকটে গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ভগবন, বারণগণ, নানা বিধ অসমতল দুর্গম প্রদেশে গমন, পর্ব্বতশিখরে আরোহণ, গিরিকন্দরে অবতরণ প্রভৃতি দুঃসাধ্য কার্য্য করিতে সমর্থ, এই নিমিত্ত সংগ্রামে উহাদিগের উপযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সন্দেহ নাই ; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শরশক্তি ঋষ্টি তোমর পরশু ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের আঘাতে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইলে উহাদিগের মর্ম্মস্থান কি প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারা যায় ? মাতঙ্গদেহে মর্ম্মস্থান ই বা কতগুলি ? মর্ম্ম প্রমাণ ই বা কি ? তাহার চিকিৎসা ই বা কি ? এবং কোন শাস্ত্রানুসারেই বা বারণদেহস্থ মর্ম্মস্থান সমূহের জ্ঞানলাভ হয় ? কারণ মর্ম্মস্থান না জানিয়া শস্ত্রাদি প্রয়োগ করা সম্ভবপর নহে। হে মহানুভব, আমি উল্লিখিত বারণগণের হিতকর বিষয় সমূহ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন ; - হে নরনাথ, একটি মাতঙ্গ দেহে একশত সাতটি মর্ম্মস্থান বিদ্যমান আছে ইহা অগ্রেই 'শরীর বিচয়াধ্যায়ে' মর্ম্মসংগ্রহে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি। এইক্ষণে যাহাতে মাতঙ্গদেহস্থ মর্ম্মসমূহের বিশেষ তথ্য সমুদয়ে সবিশেষ জ্ঞান হইতে পারে তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন;—হে অঙ্গেশ্বর, মাতঙ্গগণের অবগ্রহ হৃদয় অণ্ডকোষ, বাতকুম্ভ বিম্ব পনব-নাভি, নিক্কোশ, মুষ্ক, মৃদুকুক্ষি প্রভৃতিস্থানে ই মর্ম্মসমূহ বিদ্যমান আছে ; সুতরাং উক্তস্থান সমূহে আঘাত বারণগণের সদ্যঃপ্রাণহর হইয়া থাকে।

অনন্তর মর্ম্ম পরিমাণ বর্ণিত হইতেছে ; হে অঙ্গনাথ, মাতঙ্গগণের মলদ্বার মধ্যে যে মর্ম্ম বিদ্যমান আছে তাহার পরিমাণ ছয় অঙ্গুলি, হৃদয় মধ্যে মর্ম্ম অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ, অণ্ডকোষ মধ্যে নাভি মধ্যে নিক্কোশমধ্যে মুষ্ক মধ্যে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুলি পরিমাণ। মৃদুকুক্ষি মধ্যে মর্ম্ম চতুরঙ্গুলি পরিমাণ। সেইরূপ স্তন মধ্যে ও বিক্কা মধ্যে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুল পরিমাণ। তন্মমধ্যে মর্ম্ম অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ, মস্তভাগে তালু মধ্যে ও মেহন মধ্যে মর্ম্ম চতুরঙ্গুলি পরিমাণ। কক্ষাভাগে মর্ম্ম নয় অঙ্গুলি পরিমাণ, বঙ্ক্ষণ মধ্যে মর্ম্ম দশ অঙ্গুলি পরিমাণ, জিহ্বামূলে মর্ম্ম তিন অঙ্গুলি পরিমাণ বর্ত্তমান আছে। ইহার একতম স্থানে দৃঢ়বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে।

অনন্তর মাতঙ্গগণের কালান্তক প্রাণহর মর্ম্ম সমূহের বিষয় বর্ণনা করিতেছি; বারণগণের সকুটিকা মধ্যে ও তল সন্ধি মধ্যে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুল প্রমাণ, তাহাতে গাঢ়বিদ্ধ হইলে তিন মাস মধ্যে মাতঙ্গগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। কূর্ম্ম মধ্যে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুল প্রমাণ, উহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে ছয়মাস মধ্যে মাতঙ্গগণ মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়া থাকে। প্রোহসন্ধি মধ্যে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে দুই মাস মধ্যে ই বারণগণ প্রাণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। 'ষত' স্থানে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে দুইমাস মধ্যে বারণগণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। বিক্ষোভমধ্যে মর্ম্ম সপ্তাঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে ছয়মাস মধ্যে মাতঙ্গগণ প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে। প্রতিমান মধ্যে পলিহস্ত মধ্যে, ও ত্র্যস্থি মধ্যে মর্ম্ম সপ্তাঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ তিন মাস মধ্যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। বাহিথ মধ্যে মর্ম্ম সপ্তাঙ্গুল প্রমাণ, তাহাতে বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ বন্মাষ অভ্যন্তরে বিনষ্ট হয়। শম্বূক মধ্যে মর্ম্ম অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ তিনমাস মধ্যে ই মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়। বক্ষঃ সন্ধি মধ্যে এবং কুক্ষি মধ্যে মর্ম্ম অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ মাসদ্বয় মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। সন্ধান মধ্যে মর্ম্ম অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে বারণগণ ছয় মাস মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে। এই পঞ্চবিংশতি মর্ম্মই কালান্তরে প্রাণহর।

অনন্তর বৈগুণ্যকর (যে সকল মর্ম্মে আঘাত পাইলে মাতঙ্গ বিকলাঙ্গ হয়) মর্ম্মসমূহের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—হে নরেশ্বর, মাতঙ্গগণের কট, কর্ণ, মুখ, তালু, নেত্রদ্বয়, স্তনাগ্র, মলদ্বার, জননেন্দ্রিয়, শুণ্ড ও স্রোতঃ প্রভৃতি পঞ্চদশটি অঙ্গে চতুরঙ্গুলি পরিমিত মর্ম্ম বিদ্যমান আছে তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ বিকলাঙ্গ হইয়া অতি ক্লেশে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ অষ্ঠীব্যদ্বয়ের মধ্যে মর্ম্ম চতুরঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে বারণগণ সরলভাবে অঙ্গ সঞ্চালনে অসমর্থ হয়। কর্ণ বিবর মধ্যে কর্ণাশ্রিত মর্ম্ম চতুরঙ্গুলি পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ স্তব্ধগাত্র হইয়া থাকে। প্রত্যংশ-মধ্যে মর্ম্ম পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ স্তব্ধকর্ণ হইয়া থাকে। অন্তর্বাহু মধ্যে মর্ম্ম পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ হৃদ্‌রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। গ্রীবা মধ্যে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুল পরিমাণ তাহাতে গাঢ়বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণের মন্যাস্তম্ভ রোগ হইয়া থাকে। বিলাগ্র মধ্যে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ়বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণের দৃষ্টি বিকল হয়। অপস্কার

মধ্যে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুল পরিমাণ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে উহারা অঙ্গস্তম্ভরোগে অভিভূত হয়। অন্ত্র মধ্যে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুল পরিমাণ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ "আনাহ" রোগে অভিভূত হয়। চুচুকদ্বয়ের মধ্যে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুল পরিমাণ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে বারণগণ 'উরঃসঙ্গ' রোগে অভিভূত হয়। কর মধ্যে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে বারণগণ 'উৎকর্ণক' রোগে পীড়িত হইয়া থাকে। প্রতীকাস মধ্যে মর্ম্ম ষড়ঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে বারণগণ 'পাকল' (জ্বর) রোগে পীড়িত হইয়া থাকে। অংস মধ্যে মর্ম্ম ষড় অঙ্গুলি পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে বারণগণ 'গাত্রভঙ্গ' রোগে অভিভূত হয়। ক্ষয়ভাগে মর্ম্ম সপ্তাঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে বিদ্ধ হইলে বারণগণের সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়া থাকে। কলাভাগ মধ্যে মর্ম্ম সপ্তাঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে বারণগণ অতীসার রোগে পীড়িত হয়। 'অন্তরাপর' মধ্যে মর্ম্ম সপ্তাঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে বারণগণ 'মূত্রসঙ্গ' রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। উদর মধ্যে মর্ম্ম সপ্তাঙ্গুল পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে বারণগণ 'মেঢ্রশোষ' রোগে অভিভূত হয়। পৃষ্ঠ মধ্যে মর্ম্ম বিংশতি অঙ্গুলি পরিমাণ, তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইলে মাতঙ্গগণ 'অপররোগী' হয়। এই চতুস্ত্রিংশৎটি মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে বৈগুণ্য কারণ হইয়া থাকে। এবিষযে শ্লোক কথিত আছে;—হে নরেশ্বর, এই বারণ-দেহে একশত সাতটি মর্ম্ম রক্ষা করিয়া শস্ত্র প্রয়োগ করিবেন। যে চিকিৎসক মর্ম্মসমূহের পৃথক পৃথক স্থান সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন, তাঁহার কদাপি বারণদেহে শস্ত্রোপচার করা কর্ত্তব্য নহে। মাতঙ্গ প্রভু নরপতি তাদৃশ চিকিৎসককে রাজ্যের সীমার বহির্ভাগে বর্জ্জন করিবেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

কুক্কুর দংশন চিকিৎসা।

একদা মহানুভব অঙ্গেশ্বর, স্বীয় সুরম্য চম্পানগরে আশ্রমস্থ মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন; ভগবন, এরণ্ডকগণের উৎপত্তি কিপ্রকার? তাহাদিগের লক্ষণই বা কিপ্রকার? কি নিমিত্তই বা উহারা অগ্রে নির্ব্বিষ হইয়াও পরে সবিষ হয়? কেন ই বা এরণ্ডক দংশন জনিত বিষ সপ্তরাত্রিমধ্যে কুপিত হয়? কথনও বা সপ্তমাস কথনও সংবৎসর পরে ই বা কুপিত হয় কেন? এরণ্ডকগণের দেহবর্ণ কিরূপ? কোন প্রকার এরণ্ড নির্ব্বিষ? এবং কি উপায়ে ই বা এরণ্ড দংশন বিষ বিহীন হইতে পারে? মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে মহারাজ, শ্রবণ করুন—আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর যথাযথ ভাবে প্রদান করিতেছি শ্বা (শ্বন্) সকল সাধারণতঃ 'ভৌম' ও 'আন্তরীক্ষ' এই দুই প্রকার এবং ভৌমশ্বা ও "গ্রাম্য" ও 'আরণ্য' ভেদে দুই প্রকার। উহাদিগের ঋতুবিপর্য্যয় ও আহার রস বিপর্য্যয় নিবন্ধন প্রভৃতির আহার রস হইতে গর্ভ সম্ভব হয়? উহারা যথন মণ্ডূক মাংস, কাকমাংস, সর্প মাংস, বৃশ্চিক মাংস, নর মাংস কিংবা কুকুর মাংস ভোজন করে, তথনই উহারা পূর্ণ মাত্রায় বিষধর হয় এবং ভক্ষ্য মাংস প্রভেদে বিষের ও তারতম্য হইয়া থাকে। প্রাণিগণের গর্ভস্থ অবস্থাতে ই বাতপিত্ত এবং শ্লেষ্ম জন্মে। উল্লিখিত বাত পিত্তাদির সাম্য রক্ষিত হইলে প্রাণিগণ স্বস্থ এবং তাহার বৈপরীত্যে অস্বস্থ হইয়া থাকে। দেহ মধ্যে সঞ্চিত বিষ দেহের উপাদান স্বরূপ বাত পিত্তাদিকে কুপিত করিয়া উহাদিগকে উন্মত্ত করে। তাদৃশ অবস্থাতে উহারা কোপনস্বভাব হয়, অত্যন্ত ভ্রমণ করিতে থাকে, মস্তক আনত করে এবং উহাদিগের মুখ হইতে সর্ব্বদা লালাস্রাব হইতে থাকে। তথন উহাদিগের লাঙ্গুল ও চরণ চতুষ্টয় শিথিল হয় এবং সর্ব্ববিধ মদ-চেষ্টা প্রকাশ পায়। তাদৃশ উন্মত্ত অবস্থায় উহারা যাহা ভক্ষণ করে তাহা ও বিষে পরিণত হয়। সচরাচর উহাদিগের সবিষ দংশন দ্বিবিধ ও নির্ব্বিষ দংশন চতুর্ব্বিধ দৃষ্ট হয়। তীক্ষ্ণাগ্রদন্ত চতুষ্টয় দ্বারা উহারা যে দংশন করে তাহা সাতিশয় ক্লেশকর * *

ইহাই দ্বিবিধ সবিষ দংশন কথিত হইল অতঃপর চতুর্ব্বিধ নির্ব্বিষ দংশনের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। উহা সাধারণতঃ বিস্ফোটিত, বিলিখিত, স্নিগ্ধ-শোণিত-স্রাবী-গ্রথিত এবং ব্যবকৃষ্ট এই চতুর্ব্বিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে নরেশ্বর, উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ দংশন ই জাতিভেদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চতুর্ব্বিধ এবং উহা যথাক্রমে শুক্ল রক্ত ধূম্র ও কৃষ্ণবর্ণ লক্ষিত হয়। উক্ত চতুর্ব্বিধ দংশনের গন্ধ ও যথাক্রমে ভূমি, মৎস্য, চন্দন ও গব্যঘৃতের অনুরূপ। শ্লেষ্ম-প্রাবল্য নিবন্ধন দংশন শ্বেতবর্ণ, পিত্তাধিক্য বশতঃ রক্তবর্ণ, বাতাতিশয্য নিবন্ধন কৃষ্ণবর্ণ এবং ত্রিবিধ দোষ বিকার বশতঃ মিশ্র বা ধূম্রবর্ণ লক্ষিত হয় এবং তত্তদ্বর্ণ বিভাগ দ্বারাই তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যাবৎ কালের মধ্যে মাতঙ্গগণের শ্বদংশন জনিত বিষ প্রকোপ সম্ভবপর তাবৎকালের মধ্যে ই উহা পুনঃ পুনঃ কুপিত হইয়া থাকে এবং তাদৃশ প্রকোপের বহুবিধ কারণ সমুদয় সচরাচর দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ প্রকাশ ও বজ্রপাত, পূর্ব্বভুক্ত দ্রব্যের অজীর্ণ অবস্থায় পুনরায় আহার গ্রহণ, অতিমাত্রায় ভোজন, জলমধ্যে অবস্থানকালে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন ই প্রধান। মাতঙ্গগণের শ্বদংশন জনিত বিষবেগ প্রায়শঃ সপ্তম দিনে সপ্তম পক্ষে সপ্তম মাসে ও সপ্তম সংবৎসরে ই বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত দংশন মাত্র ই তাহার প্রতীকার একান্ত আবশ্যক,। বিষ যেমন ত্রিবিধ বিষের বেগ এবং প্রতীকারও তেমন ত্রিবিধ। প্রথম বিষবেগে মাতঙ্গগণ মস্তক আনত করে এবং উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে থাকে, দ্বিতীয় বিষবেগে উহারা পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ করে (হাই তোলে) ও উর্দ্ধমুখে শব্দ করিতে থাকে। তৃতীয় বিষবেগে উহারা অত্যন্ত জৃম্ভণ করে, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে ও বৃংহণ করিতে থাকে। তখন উহাদিগের লাঙ্গুল চরণ চতুষ্টয় কর্ণযুগল ও গ্রীবা দেশ শিথিল হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় উহারা কখনও মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত কখনও বা ক্ষিপ্ত হইয়া পরিশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে অঙ্গেশ্বর, ইহাই ত্রিবিধ বিষবেগের লক্ষণাদি কথিত হইল। যে সকল দংশনের উল্লিখিত লক্ষণাবলী অলক্ষিত বা প্রচ্ছন্ন থাকে তাহা অসাধ্য মধ্যে গণনীয়, এবং তাহাকে ত্রিবেগাক্ষিপ্তক বলিয়া জানিতে হইবে। বজ্রবর্ণ সদৃশ দংশন যাপ্য ও অবশিষ্ট সকল প্রকার দংশন ই সাধ্য বা চিকিৎসাদ্বারা প্রতীকার যোগ্য। অধোলিখিত ধূপ অঞ্জনও ঔষধ সেবন প্রভৃতি দ্বারা তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। কুঙ্কুম (জাফরান)
২। তগর পাদুকা
৩। কুষ্ঠ (কুড়)
৪। শ্বেত সর্ষপ
৫। বচ

উল্লিখিত পঞ্চবিধ সমভাগ ঔষধ দ্রব্য একযোগে অঞ্জন পান ও ধূপন স্বরূপে প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের শ্ব-দংশন জনিত বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

১। শ্বেত সর্ষপ	৩। গোলমরিচ
২। পিপ্পলী	৪। ইক্ষুগুড়

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য সমভাগে একযোগে বাটিয়া ছায়ায় শুকাইবে এবং তাহা বারণগণের শ্ব-দংশন জনিত বিষ প্রতীকারে প্রশস্ত পান অঞ্জন ও ধূপ।

১। কুষ্ঠ (কুড়)	৭। ত্রিফলা
২। ধ্যামক (গন্ধ খড়)	৮। অতিবিষা (আতইষ)
৩। বার্ত্তাকী বীজ	৯। কুষ্ঠ (কুড়)
৪। দেবদারু	১০। পাষাণ ভেদক (পাথরচুনা)
৫। গব্য ঘৃত	১১। গোমুত্র
৬। আসন পুষ্প (সাল গাছের ফুল)	১২। মধু

প্রথমোক্ত দশবিধ ঔষধ দ্রব্য একাদশ গো-মুত্রে বাটিয়া দ্বাদশ মধু সহ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে এবং তাহা পানীয় সহ কিংবা অঞ্জন স্বরূপে ব্যবহার করিতে দিলে বারণগণের শ্ব-দংশন জনিত বিষ সম্পুর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

১। পুরাণ * *	৬। হিঙ্গু
২। * *	৭। জীরক
৩। * *	৮। শুণ্ঠী
৪। রাজ সিদ্ধার্থক	৯। গব্য ঘৃত
৫। বচ	১০। ইক্ষুগুড়

উল্লিখিত ঔষধ দ্রব্য সমুদয় প্রয়োগে শ্ব-দুষ্ট মাতঙ্গগণের বিষ প্রতীকারে সবিশেষ উপকার দর্শে।

১। পিপ্পলী	৩। মধু
২। ইক্ষু গুড়	৪। গব্য ঘৃত

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য পান ও অঞ্জনস্বরূপে ব্যবহার করিতে দিলে এরণ্ড দষ্ট মাতঙ্গগণের বিষ দোষ বিনষ্ট হয়।

১। আর্দ্রক (আদা)	৩। কুষ্ঠ (কুড়)
২। ইক্ষু গুড়	৪। গব্য ঘৃত

এই চতুর্ব্বিধ ঔষধ দ্রব্য এক যোগে বাটিয়া দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিতে দিলে মাতঙ্গগণের শ্ব-দংশন জনিত বিষ বিনষ্ট হয়।

১। হরিদ্রা	৩। মঞ্জিষ্ঠা
২। হরিতাল	৪। মনঃশিলা

৫। শ্বেত সিদ্ধার্থক (সাদা সর্ষপ) ৮। তগর (তগর পাদুকা)
৬। কুষ্ঠ (কুড়) ৯। গোরোচনা
৭। কপিথ (কদবেল) ১০। সুনাপিত্ত ?

সমভাগ উল্লিখিত ঔষধ দ্রব্য সমুদয় একযোগে বাটিয়া অভ্যঞ্জন পান ও আলেপন স্বরূপ ব্যবহার করিলে মাতঙ্গগণের শ্ব-দংশন জনিত বিষের উপশম হয়।

গব্যঘৃত গো-দুগ্ধ ও ইক্ষুরস সহযোগে শলিধান্য ও মুগের খিচুরী এতাদৃশ অবস্থায় উত্তম পথ্য। গব্যঘৃত প্রোক্ষিত মৃদু ঘাসও সুপথ্য। 'কর্ম্মাতি নীত' মাতঙ্গের যাদৃশ শুশ্রূষা বিহিত হইয়াছে শ্ব-দষ্ট মাতঙ্গের শুশ্রূষা তদনুরূপ।

অন্তরীক্ষগত শ্ব-গণ স্বেচ্ছানুরূপ গতিশীল ও খেচর। উহাদিগের মলমূত্র ও লালা সাতিশয় বিষাক্ত, তাহা ভোজনে মাতঙ্গগণের শ্ব-দংশন জনিত লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ পায়, মহা প্রভাবশালী অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষিপালকাপ্য ইহা বলিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রী মহর্ষিপালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহা প্রবচনে শল্যস্থানে এক বিংশতিতম অধ্যায়।

(ক) পুস্তকে লিখিত আছে যে হস্তীর পদ ও শুড় প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্তের দাগ দেখিলে তৎক্ষণাৎ সতর্ক অনুসন্ধানের ফলে ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুরাদির দংশন লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তাদৃশ দংশনের তিন সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় হস্তী ক্ষেপিয়া উঠে এবং অচিকিৎস্য অবস্থায় উপনীত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে।

(১)

চিকিৎসা ;—ঈদৃশ অবস্থায় উহাদিগের

১। হাটের খোলা (চাড়া) ৩। ক্ষুদিমণি বা টাকিমণির পাতা
২। বারুণের শলা (৩টা) ভস্ম

এই তিন প্রকার ঔষধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া রাখিবে। উহা বিষ নষ্ট হইলে নিজেই পড়িয়া যাইয়া থাকে।

(২)

১। বনের শিকড় (দেশ বিশেষে ইকড় বা মধুয়া বলে) ২। আদার রস একযোগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

(৩)

১। রক্ত দ্রোণ ফুলের পাতা বাটিয়া তাহার ½ তোলা ইক্ষুচিনি সহ সেব্য।

(৪)

১। ধুতরার পাতার রস ⁄০ এক ছটাক ও ইক্ষুচিনি ⁄০ একযোগে সেব্য ও নস্য রূপে প্রযোজ্য।

(৫)

১। ক্ষতস্থানে আকন্দের আটা লাগাইয়া শিমুল তুলা দ্বারা দৃঢ় বন্ধনে উপকার উহা দিবসে ২ | ২ বার প্রয়োজ্য।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মর্ম্মজ্ঞান বিধি।

একদা বিজিতেন্দ্রিয় দেবরাজ সদৃশকান্তি মহাপ্রভাবশালী অঙ্গেশ্বর স্বীয় সুরম্য চম্পানগরে উপস্থিত তপঃসম্পন্ন মহানুভব পালকাপ্যকে প্রণতি পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ মাতঙ্গদেহে বল দৃষ্টির অবিষয়ীভূত কতগুলি মর্ম্মস্থান বিদ্যমান আছে? অনুকম্পাপূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া আমার কৌতুহল পরিতৃপ্ত করুন। মহাপ্রভাবশালী অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পাল কাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে নরনাথ, শ্রবণ করুন—আমি মাতঙ্গগণের মর্ম্মাধিষ্ঠিত স্থান সমূহ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—হে মনুজধিপ, মাতঙ্গগণের কুম্ভদ্বয়ের মধ্যভাগে একটি মর্ম্ম বিদ্যমান আছে, উহা 'প্রবেপণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং উহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণ তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। শ্রবণ দ্বয়ের অভ্যন্তরে দুইটি মর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। উহাতে তীব্র আঘাত বারণগণের সদ্যঃ-প্রাণহর হইয়া থাকে। নেত্রদ্বয়ের উপরিভাগে ঈষিকা বিদ্যমান, তাহাতে যে মর্ম্ম আছে তাহা বিদ্ধ হইলে বারণগণ তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। সেইরূপ নির্য্যাণ মধ্যে ও যে স্থানে লোমাবলী লক্ষিত হয়, মাতঙ্গগণের সেই স্থানে একটি মর্ম্ম বিদ্যমান আছে। তাহা বিদ্ধ হইলে উহারা তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে। অবগ্রহের মধ্যে কপালদেশে 'সীবনী' নামে এক মর্ম্ম বর্ত্তমান আছে তাহাতে আহত হইলে মাতঙ্গগণ তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে। কুম্ভদ্বয়ের মধ্যে যে মর্ম্ম আছে তাহা বিদ্ধ হইলে বরণগণ তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। মাতঙ্গগণের পিঞ্চূষদ্বয়ের উপরিভাগে কর্ণ সন্ধিপর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ মর্ম্মদ্বয় বিদ্যমান আছে, তাহাতে আহত হইলে বারণগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেইরূপ দন্তদ্বয়ের নিম্নেও প্রতিমানের উপরিভাগে যে সন্ধি আছে তাহা 'ফেৎকার' নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে আঘাতের ফলে মাতঙ্গগণ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। বাতকুম্ভের নিম্নে ও প্রতিমানের উপরিভাগে 'তালুস্রোতোবহ' নামে যে মর্ম্ম আছে তাহা সদ্যঃপ্রাণ হর। গ্রীবাদেশের উপরিভাগে কর্ণ-সন্ধি সমাশ্রিত 'বায়সতুণ্ড' নামে যে মর্ম্ম আছে তাহা বিদ্ধ হইলে বারণগণ তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। কুম্ভদ্বয়ের সমসূত্রে গ্রীবা সন্ধির সন্নিকটে 'পণবক' নামে যে সন্ধি আছে তাহা বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ বারণগণের প্রাণ বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। মাতঙ্গগণের

গুহ্যভাগে সন্ধি সমাশ্রিত যে মর্ম্ম আছে তাহা ধমন্যাধ্মাপন নামে অভিহিত হইয়া থাকে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণ তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। বারণগণের গুহ্যভাগে যতস্থান সমাশ্রিত অপর আরও একটি মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে বারণগণ অবিলম্বে 'পাকল' (জ্বর) রোগে প্রাণত্যাগ করে। সেইরূপ গুহ্যভাগের মধ্যে মন্যা-সন্ধি সমাশ্রিত যে মর্ম্ম আছে তাহাতে তীব্র আঘাত প্রাপ্ত হইলে মাতঙ্গগণের গ্রীবাদেশ স্তব্ধ হয়।

হে নরেশ্বর, সেইরূপ মাতঙ্গগণের শঙ্খসন্ধিগত উপবাহি সমাশ্রিত যে মর্ম্ম আছে তাহতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণের তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। মন্যাদ্বয়ের মধ্য হইতে গলসন্ধি সমাশ্রিত 'নির্গল' নামে বারণগণের যে মর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে মাতঙ্গগণ তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। সেইরূপ বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে এবং মন্যা ও গলভাগের অধোভাগে দ্বিক্কা নামে মর্ম্ম আছে, তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণ তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। মাতঙ্গগণের উরোমণি সমাশ্রিত সন্ধিমধ্যে যে মর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে উহাদিগের 'বাতস্কন্দ' রোগ জন্মে এবং তাহার ফলে উহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নরনাথ, সেইরূপ উরোমণির মধ্যভাগে 'মণি' নামে যে মর্ম্ম অবস্থিত আছে; তাহা অতিদারুণ এবং তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণের আকস্মিক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মাতঙ্গদেহের মধ্যভাগে যে স্থানে চতুষ্কোণ আবর্ত্ত দৃষ্ট হয় সেইস্থানে 'আবর্ত্ত' নামে মর্ম্ম বিদ্যমান আছে তাহা আহত হইলে মাতঙ্গগণের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। বারণগণের আসন ভাগের পার্শ্বে পৃষ্ঠবংশানুগত 'উৎকর্ণক' নামে যে মর্ম্ম আছে, তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে উহাদিগের প্রাণবিয়োগ ঘটে। পেচকের (হস্তিপুচ্ছের) অধোভাগে এবং মল-দ্বারের উপরিভাগে যে মর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত পাইলে বারণগণের মূত্রাসঙ্গ রোগে মৃত্যু ঘটে।

হে অঙ্গেশ্বর, মাতঙ্গগণের মুষ্কমধ্যে একটি মর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণের তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ ঘটে বলিয়া কথিত আছে। সেইরূপ অণ্ডকোশের পার্শ্বে পণ্ডকা সমাশ্রিত যে মর্ম্ম আছে তাহা আহত হইলে মাতঙ্গগণের তৎক্ষণাৎ প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। মাতঙ্গগণের উভয় পার্শ্বে এক একটি মর্ম্মের অস্তিত্ব কথিত আছে; তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে উহাদিগের 'বাতানাহ' রোগ জন্মে। সেইরূপ মাতঙ্গগণের কক্ষাভাগাশ্রিত যে মর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে উহারা পাকল (জ্বর) রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তনুভাগের

:অধঃপ্রদেশে রন্ধ্র সমাশ্রিত যে মর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে মাতঙ্গগণের 'উৎকর্ণক' নামক ব্যাধি জন্মে। হে মহীবল্লভ, কক্ষাভাগের মধ্যে কক্ষ ভাগাশ্রিত যে মর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণের প্রাণবিয়োগ ঘটে জানিবেন।

হে নরেশ্বর, বারণগণের দেহের উপরিভাগে যে সকল মর্ম্ম আছে তাহা আপনার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম উহাদিগের গাত্রোপরি বিদ্যমান মর্ম্ম সমূহের বিষয় বিভাগক্রমে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। বারণগণের আসনভাগের পার্শ্বে এক মর্ম্ম বর্ত্তমান বলিয়া কথিত আছে, তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে উহারা 'গাত্রশোফ' রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহার ফলে উহাদিগের মৃত্যু ঘটে। অপস্কারের অধঃপ্রদেশে এবং বৈশাখ প্রদেশের মধ্যভাগে যে মর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে মাতঙ্গগণ সর্ব্বদা 'গাত্রস্তম্ভ' রোগে অভিভূত হইয়া থাকে। দেহের পূর্ব্বভাগে এবং জব ভাগের পার্শ্বদেশে যে মর্ম্ম বিদ্যমান আছে তাহা বারণগণের সদ্যঃপ্রাণ হর। সেইরূপ বিষ্কাদ্বয়ের পশ্চাদ্‌ভাগে 'বালয়' নামে যে মর্ম্ম দৃষ্ট হয় তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণের তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ ঘটে। বিশেষদ্বয়ের পশ্চাদ্‌ভাগে এবং পলিহস্তের মধ্যপ্রদেশে যে মর্ম্ম বর্ত্তমান আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ মাতঙ্গগণের প্রাণবিয়োগ ঘটে। হে পৃথিবীশ্বর নেত্রমণ্ডল মধ্যে 'আলিঙ্গিত' নামে এক মর্ম্ম বর্ত্তমান আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলেও বারণগণের প্রাণবিয়োগ ঘটে। উহাদিগের প্রোহমধ্যে এক মর্ম্ম বিদ্যমান আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে মাতঙ্গগণের প্রাণবিয়োগ ঘটে। পারুষ্যের পশ্চাদ্‌ভাগে এবং কূর্ম্মের উপরিভাগে পলিপাদে যে মর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণের প্রাণবিয়োগ ঘটে। সম্মুখবর্ত্তি নখের পার্শ্বদেশে এবং নখস্রোতের মধ্যভাগে যে মর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণের গাত্রশোফ রোগ জন্মে এবং তাহার পরিণামে উহাদিগের প্রাণবিয়োগ ঘটে। বারণগণের স্তনাগ্রদ্বয়ের পার্শ্বদেশে যে মর্ম্ম বিদ্যমান আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে মাতঙ্গগণের তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ ঘটে। সেইরূপ বঙ্ক্ষণ পার্শ্বে রক্ত স্রোতোবহ নামক এক মর্ম্ম বর্ত্তমান বলিয়া কথিত আছে, উহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে ও বারণগণের প্রাণ বিয়োগ অনিবার্য্য। বঙ্ক্ষণ প্রদেশের অধোভাগে এক মর্ম্ম বিদ্যমান আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে মাতঙ্গগণ অবিলম্বে 'শোফ' রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। হে নরেশ্বর, সেইরূপ অষ্ঠীব্য প্রদেশাশ্রিত এক মর্ম্ম বর্ত্তমান আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণের

পশ্চাদ্ভাগ শুষ্ক হইতে থাকে। সেইরূপ মণ্ডুকী প্রদেশেও এক মর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে মাতঙ্গগণ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়। মাতঙ্গগণের সকটিকা প্রদেশে এক মর্ম্ম বর্ত্তমান আছে, তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণের তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিয়োগ ঘটে। পশ্চাৎপদ তলদ্বয়ের মধ্যপ্রদেশে যে মর্ম্ম আছে তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণের তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিয়োগ ঘটে। হে নরনাথ, আমি মাতঙ্গগণের হিত কামনায় উহাদিগের মর্ম্ম বিভাগ যথাযথভাবে বর্ণনা করিলাম বারণগণের হিতৈষিগণ উল্লিখিত মর্ম্ম সমূহে কখনও শস্ত্রোপচার করিবেন না; যত্ন পূর্ব্বক ঐ সকল মর্ম্মস্থান রক্ষাই করিবেন। তদ্ভিন্ন শস্ত্র প্রয়োগকালে বারণগণের শিরা ও স্নায়ুমণ্ডলী বর্জ্জন পূর্ব্বক বিজ্ঞ চিকিৎসক, মাতঙ্গগণের সমস্ত অঙ্গ সন্ধিতে মর্ম্ম বিদ্যমান জানিয়া কখনও তাহাতে তির্য্যগ (বক্র) ভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করিবেন না; পক্ষান্তরে অনুলোমভাবে শস্ত্রোপচার করিয়া যথেষ্ট সফলতা লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। বারণগণের মর্ম্ম স্থানের অবস্থান বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনুষ্য ও অশ্বাদি প্রাণিগণের স্থায় মাতঙ্গ দেহেও বিভিন্না-কৃতি বিবিধ প্রকার শস্ত্র প্রয়োগ করিবেন।

হে নরেশ্বর, বারণগণের আসন প্রদেশে কলাভাগে কণ্ঠে মেরুদণ্ডে ও গণ্ডদ্বয়ে সুতীক্ষ্ণ 'বৃদ্ধিপত্র' নামক শস্ত্রদ্বারা কিংবা মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদ্বারা বৃত্ত (গোলাকৃতি) ছেদন করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ বারণগণের ছেদের (ছিন্নস্থানের) দৈর্ঘ্য পঞ্চাঙ্গুল সপ্তাঙ্গুল কিংবা নবাঙ্গুল হওয়া কর্ত্তব্য। উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ে সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বিজ্ঞচিকিৎসক পূর্ব্বাধিবাসিত শস্ত্রদ্বারা বারণগণের ব্রণচ্ছেদন করিবেন। 'ব্রীহিমুখ' নামক শস্ত্রদ্বারা ব্রণবিদ্ধ করিতে হয় এবং 'মণ্ডলাগ্র' শস্ত্রদ্বারা লেখন করা বিধেয়। সেইরূপ কুঠার কিংবা 'বৎসদন্ত' নামক শস্ত্রদ্বারা বারণগণের ব্রণ বিস্রাবণ (পূয়াদি দূষিত পদার্থ নিঃসারণ) করা উচিত। মাতঙ্গ-গণের ব্রণসীবন (সেলাই) 'গুণবৎ' ও 'গ্রন্থিমৎ' ভেদে দুইপ্রকার। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ যে সকল অঙ্গ দৃঢ় তাহাতে 'গ্রন্থি' সীবন কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন এবং যে সকল অঙ্গ মাংসল তাহাতে 'গুণ' সীবন বিধেয় মনে করেন। বারণ-গণের ব্রণ সীবন কার্য্যোপযোগী সূচি সূক্ষ্ম অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ ও গজদন্তাকৃতি হওয়া আবশ্যক মাতঙ্গগণের সদ্যঃক্ষতে সীবন একান্ত বিধেয়। পক্ষান্তরে পূয়াদি স্রাবযুক্ত পক্কক্ষতে সীবন নিষিদ্ধ। হে অঙ্গনাথ, এইরূপে মাতঙ্গদেহের উল্লিখিত বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একশত সাতটি মর্ম্মস্থান বিদ্যমান আছে। শস্ত্র-প্রয়োগের পূর্ব্বে কিংবা পরে মাতঙ্গদিগের মস্তকাদিতে তৈল মর্দ্দন, স্নেহপান ও

স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন প্রশংসনীয়। হে নরেশ্বর, শাস্ত্র ও শস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন দেশকালজ্ঞ পরীক্ষ্যকারী সাহসী জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় সাবধান দক্ষ ও যশোলিপ্সু চিকিৎসকই শস্ত্রপ্রয়োগে মোহপ্রাপ্ত হন না। হে পৃথিবীশ্বর, ইহাই বারণগণের মর্ম্মস্থান নির্ণয় আপনার নিকটে যথাযথ ভাবে বর্ণিত হইল। অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষিপালকাপ্য ইহা বলিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষিপালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মর্ম্মবিদ্ধ-চিকিৎসা।

একদা মহানুভব অঙ্গপতি স্বীয় চম্পানগরে মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, জিগীষু নরপতিগণ বারণগণের সাহায্যেই দুর্জ্জয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বিবিধাকৃতি অস্ত্র শাস্ত্রদ্বারা মাতঙ্গগণের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়। তদ্ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের আঘাতে কিংবা শস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা ও মাতঙ্গদেহে বিবিধ প্রকার ব্রণ হইতে দেখা যায়। উল্লিখিত ব্রণ সমূহের মধ্যে কতিবিধ ব্রণ তৎক্ষণাৎ প্রাণান্তকর, কতিবিধ ব্রণই বা কালান্তরে প্রাণহর? তাহা যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন। মহামতি অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন হে নরনাথ, স্বভাবতঃ সকল প্রাণীর প্রাণই দেহাশ্রিত; পক্ষান্তরে দেহ ও প্রাণের অনুগত। তদ্ভিন্ন প্রাণ মর্ম্মাশ্রিত ও বটে; কারণ তেজঃ ও বায়ুরগুণের সহিত অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সংবদ্ধ। এই নিমিত্ত মর্ম্মদেশজাত ব্রণ প্রাণিগণের প্রাণ নাশক হইয়া থাকে। হে অঙ্গেশ্বর, মর্ম্ম ও সদ্যঃপ্রাণহর, কালান্তর-প্রাণহর সশল্য-প্রাণ ও বৈগুণ্যকর ভেদে চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে আগ্নেয়গুণ যুক্ত মর্ম্ম সমূহ সদ্যঃপ্রাণহর, সৌম্যাগ্নেয়গুণ যুক্ত কালান্তর প্রাণহর, কেবল বাতিগুণ যুক্ত মর্ম্ম সশল্যপ্রাণ এবং কেবল সোমগুণ যুক্ত মর্ম্ম বৈগুণ্যকারণ বা বিকলাঙ্গতাদির হেতু। হে পৃথিবীশ্বর, উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ মর্ম্মেরমধ্যে প্রথমতঃ সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্মের বিষয়ই বর্ণনা করিতেছি শ্রবণকরুন গুদ অণ্ডকোষ, হৃদয় মেঢ্র, পণবক, মন্যাভাগ, গলদেশ, নাভি, মৃদুকুক্ষী নিষ্কোশ, কক্ষাভাগদ্বয়, পদতল, বঙ্ক্ষণ মুষ্ক, তালু জিহ্বা, স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ, রন্ধ্রদ্বয় কুম্ভ বক্ষঃ কণ্ঠ উদর অন্ত্র এবং করীষাস্রাব এই চতুস্ত্রিংশৎ মর্ম্ম বারণগণের সদ্যঃপ্রাণহর বলিয়া মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অবধারিত হইয়াছে। অগ্নি জীবের আশ্রয় এবং জীব ও অগ্নির আশ্রিত এই নিমিত্ত অনলাত্মক মর্ম্ম আহত হইলে মাতঙ্গগণ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হে নরেশ্বর, অনন্তর কালান্তর প্রাণহর মর্ম্ম সমূহের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন; প্রোহ সকুটিকা গ্রন্থি সন্ধান পদতল সন্ধি, বিক্ষোভ কুর্ম্মভাগদ্বয় উরঃসন্ধি উরঃস্থল, পলিহস্তদ্বয় যতস্থান অন্তর্বাহুদ্বয় এবং যাপ্য ভাগদ্বয়, নির্ব্বাণ-কুম্ভ, শুণ্ড ও শুণ্ডাগ্র এই পঞ্চবিংশতি মর্ম্মকালান্তর প্রাণহর কারণ উহা সৌমাগ্নেয়

গুণ বহুল। উল্লিখিত মর্ম্ম সমূহে আঘাত প্রাপ্তির ফলে বারণগণ ক্রমে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়; এই নিমিত্ত উহা 'কালান্তর প্রাণহর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত আঘাত বশতঃ যে সকল উপদ্রপ লক্ষিত হয় তাহা প্রথমতঃ দেহস্থ লোমাবলীতেই সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। অতঃপর যে সকল মর্ম্মে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণ সশল্যপ্রাণ হইয়া জীবিত থাকে তাহার বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি শ্রবন করুন;—নির্গাণ, কুক্ষিদ্বয়, কর্ণরন্ধ্রদ্বয়, কুম্ভ* পুরস্কারা† স্তনাগ্রদ্বয়, অক্ষিগোলকদ্বয় ও বিত্রুল এই চতুর্দ্দশটি মর্ম্মে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বারণগণ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত না হইলেও সশল্যপ্রাণ হইয়া জীবিত থাকে। যতক্ষণ শল্য নিরুদ্ধ বায়ু মাতঙ্গগণের মর্ম্মস্থান সমূহে নিবদ্ধ থাকে তাবৎকাল তাহারা সশল্যপ্রাণ হইয়া জীবনধারণ করে এবং তদ্বৈপরীত্যে উহাদিগের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। অনন্তর বৈগুণ্যকর মর্ম্ম সমূহের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন;—অপস্কার গুহাভাগদ্বয় ক্ষয়ভাগ করস্রোতোদ্বয় প্রতিমান গ্রন্থিচতুষ্টয়, শুণ্ড প্রত্যাগংস প্রতীকাসদ্বয়, নেত্রদ্বয়, গ্রীবা অন্তর সুনা, বাহিত্থ, পেচক এবং বিতানদ্বয় এই চতুস্ত্রিংশৎ মর্ম্মস্থান আহত হইলে বারণগণ বিকলাঙ্গ হইয়া জীবন ধারণ করে। উল্লিখিত মর্ম্মসমূহ দৃঢ় ও সোমগুণবহুল বলিয়া মৃত্যুজনক নহে বরং মৃত্যু অপেক্ষা সমধিক ক্লেশপ্রদ। হে নরেশ্বর, ইহাই বারণ দেহস্থ একশত সাতটি মর্ম্ম আপনার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। ধৈর্য্য বল সত্ত্ব এবং পৌরুষ গুণাবলী বারণগণের উল্লিখিত মর্ম্ম সমূহেই প্রতিষ্ঠিত আছে; এই নিমিত্তই উল্লিখিত মর্ম্মসমূহ ক্ষত হইলে মাতঙ্গগণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। 'মর্ম্ম' শব্দের যোগার্থ বা নিরুক্তি বিষয়ে শাস্ত্রে 'মারে বলিয়াই মর্ম্ম' এইরূপ লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ উল্লিখিত মর্ম্মসমূহকে শিরামর্ম্ম অস্থিমর্ম্ম ধমনীমর্ম্ম স্নায়ুমর্ম্ম কোষ্ঠমর্ম্ম সন্ধিমর্ম্ম স্রোতোমর্ম্ম এই আট প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। মাতঙ্গগণের শিরামর্ম্ম আহত হইলে সমধিক রক্তস্রাব নিবন্ধন তাহারা অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এই নিমিত্ত তাহা সযত্নে রক্ষণ করিবে। অস্থিমর্ম্ম আহত হইলে সমধিক পরিমাণে শুক্র ও মজ্জাক্ষরণ ও অস্থি ক্ষয় নিবন্ধন বারণগণ প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। সেইরূপ ধমনী মর্ম্ম আহত হইলে বারণগণ অসৃগ-নিস্রাব নিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। সেইরূপ স্নায়ুমর্ম্ম আহত হইলে

---

* কুম্ভ প্রভৃতি বহু মর্ম্ম। † পুরস্কারোহথ চূচুকে মূল

সত্যঃ প্রাণহর, কালান্তর প্রাণহর ও বিকলাঙ্গকর এই তিন ভাগেই মূলে দৃষ্ট হয়। তাহা দুর্ব্বোধ অথবা আঘাতের আধিক্যাদিভেদে মীমাংস্য।

মাতঙ্গগণের সন্ধিবিশ্লিষ্ট বা শিথিল হয়; কারণ স্নায়ুমণ্ডলী প্রাণিদেহের বন্ধন স্বরূপ। কোষ্ঠমর্ম্ম আহত হইলে বারণগণ করীষস্রাব-পীড়িত হইয়া মহাক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয় এবং প্রাণত্যাগ করে। সন্ধিমর্ম্ম আহত হইলে মাতঙ্গগণ বিকলাঙ্গ ও বাতপীড়িত হইয়া অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্রোতোমর্ম্ম আহত হইলে বারণগণ স্রোতঃসমূহের স্বাভাবিক গুণ বিরহিত হইয়া প্রাণত্যাগ কিংবা বিকলেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণধারণ করে। দোষাশয় (বাতপিত্তাদির আধার) আহত হইলে বারণগণের বাতপিত্ত কফ প্রভৃতি দৈহিক উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে উহাদিগের প্রাণবিয়োগ ঘটে। এই নিমিত্ত শস্ত্রপ্রয়োগ বিধানজ্ঞ চিকিৎসকগণ উল্লিখিত মর্ম্মসমূহকে রক্ষা করিয়াই শস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। শস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ চিকিৎসকগণ অল্পসিদ্ধি কিংবা অসিদ্ধিকে ও প্রশস্ততর মনেকরেন তথাপি মর্ম্মস্থান রক্ষা না করিয়া শস্ত্রপ্রয়োগ করেন না। যে সকল শিরা ও অস্থি স্নায়ু পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত, সকল দিকে মাংস পেশীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এবং যে শিরা মর্ম্মগত কিংবা সন্ধিগত তাহা কখন ও ছেদন করা কর্ত্তব্য নহে। স্নায়ুজালাভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ, কদাপি স্নায়ুজালে শস্ত্রো-প্রচার করেন না। ত্বকভাগে অনুলোম ও ঋজুগতি শস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। পক্ক স্ফীতস্থানেই শস্ত্রপ্রয়োগ করা বিধেয়, তাহাতে বাতপিত্তাদির প্রাবল্য থাকিলেও মাতঙ্গ মৃত্যুমুখে পতিত হয় না।

যথাবিধি শস্ত্রোপচার সম্পন্ন হইলে মাতঙ্গকে গব্য ঘৃত মিশ্রিত পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন গব্য ঘৃত পান ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন তাদৃশ অবস্থায় একান্ত হিতকর। শস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে যাগযজ্ঞাদি স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। দুষ্ট দগ্ধ অবরুক্ত প্রভৃতি ব্রণের বহু প্রকৃতি আছে। যে সকল চিকিৎসক ব্রণের বিবিধ প্রকার প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞ, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ শস্ত্রপ্রয়োগ কুশল ক্ষিপ্রহস্ত জিতেন্দ্রিয়, পরীক্ষ্যকারী সাহসী বলশালী যশস্বী, অলুব্ধ, জিতক্রোধ ও অক্লান্ত-কর্ম্মা, মাতঙ্গ-প্রভু নরপতি তাদৃশ বৈদ্যকেই মাতঙ্গদেহে শস্ত্রপ্রয়োগে নিযুক্ত করিবেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

দোষ বিচয়বিধি।

একদা কুবের তুল্য অতুল ঐশ্বর্য্যশালী মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গপতি হস্তিশালায় সুখোপবিষ্ট মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ;--ভগবন্, আপনি যে রোগজ্ঞান ও তাহার লক্ষণ পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে আপনি অনুকম্পা প্রকাশে তাহা অপনয়ন করুন। আপনি বলিয়াছেন শুদ্ধপাকল প্রভৃতি রোগ শুদ্ধ শ্লেষ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বারণগণের উল্লিখিত রোগ হইলে উহাদিগের দেহের পূর্ব্ব ভাগ উষ্ণ হইয়া পশ্চাদ্‌ভাগ কি নিমিত্ত শীতল হয় ? হে ঋষিপ্রবর আপনি বলিয়াছেন মাতঙ্গের কোন কোন জ্বর হইলে দেহে সন্তাপ প্রকাশ হয় না কেবল লক্ষণ দ্বারা তাহা বুঝিতে হয়। আপনি আরও বলিয়াছেন বালপাকল ও কূট পাকল এক প্রকার নিদান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ পক্কলপাকল ও পুণ্ডরীক পাকল এতদুভয়ই বাত-পিত্ত বিকারসম্ভূত, অথচ কি নিমিত্ত উহার লক্ষণ ও চিকিৎসা দুই ই পৃথক ? কি নিমিত্ত মৃদুগ্রহ পাকলাক্রান্ত মাতঙ্গ ধীরেধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ? এবং কি কারণেই বা কুক্কুট পাকল ভুতসংসৃষ্ট দৃষ্ট হয় ? হে মুনি শ্রেষ্ঠ, একাঙ্গগ্রহ পাকল রোগকে কেহ দৈবকৃত কেহ বা বাত পিত্তাদির বিকারসম্ভূত বলিয়া থাকেন ; বস্তুতঃ উহা ভুত-সংসৃষ্টই দৃষ্ট হয় ; প্রায়শঃ বাত পিত্তাদির বিকারসম্ভূত লক্ষিত হয় না। কি কারণেই বা বারণগণের স্বভাবতীক্ষ্ণ জাঠরানল মন্দীভূত হইয়া থাকে ? কি নিমিত্তই বা শ্লেষ্ম-সঞ্চয় হইতে শারদরোগ প্রসুপ্ত পাকল ও মহাপাকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ? হে ঋষিপ্রবর, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশে উল্লিখিত প্রশ্ন সমূহের নিদান ও নিরুক্তি প্রতীকার সহ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন মহারাজ শ্রবণ করুন ;—নাভিমণ্ডলের উপরিভাগে হৃদয়দেশের নিম্নে পিত্তেরস্থান, নাভির পশ্চাদ্‌-ভাগে বায়ুর স্থান, আমাশয়, পর্ব্ব সমূহ বক্ষঃস্থল কণ্ঠ ও মস্তক ইহাই শ্লেষ্মার স্থান। মাতঙ্গগণের শুদ্ধপাকল রোগের পূর্ব্বে স্বীয় প্রকোপের কারণ বশতঃ অন্যতম দৈহিক উপাদান পিত্ত স্বয়ং দূষিত হইয়া বায়ুর সহযোগে শ্লেষ্মকে পশ্চাদভাগে আনয়ন করে এবং বাত ও শ্লেষ্মের প্রভাবে মাতঙ্গদেহের পশ্চাদভাগ

শীতল ও পিত্ত-প্রভাবে প্রাগ্‌ভাগ উষ্ণ হইয়া থাকে। হে অঙ্গনাথ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে দেবগণের শাপে বারণগণের দেহের বহির্ভাগে কখনও স্বেদ বা সন্তাপ প্রকাশিত হয় না। কখন কখনও বিকৃত বায়ুর প্রভাবে বালপাকল রোগগ্রস্ত মাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে তাপ লক্ষিত হয়, তাদৃশ অবস্থায় (প্রথম অবস্থায়) ঔষধ প্রয়োগ করিলে উহার প্রতীকার হইতে দেখা যায়।

অনন্তর কূট পাকল রোগের নিদান বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন;—স্বীয় প্রকোপের কারণ বশতঃ দেহের অন্যতম উপাদান বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া যখন সর্ব্বাঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারণগণের হৃদয় প্রদেশ আক্রমণ করে তখনই উহাদিগকে কূট পাকল রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় এবং হৃদয় আক্রমণ নিবন্ধনই উহা সম্পূর্ণরূপে অচিকিৎস্য হইয়া থাকে। হে নরেশ্বর, যখন ব্যান ও উদান বায়ু কুপিত হইয়া পিত্তকে দূষিত ও বিচলিত করে, তখনই বারণগণের পকল পাকল রোগ হইতে দেখা যায় এবং এই রোগে গুরুস্থানোপরোধ নিবন্ধন বারণগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া থাকে। পুণ্ডরীক পাকল রোগের নিদান এই যে যখন স্বীয় প্রকোপের কারণ বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া মাতঙ্গদেহস্থ পিত্ত ও রক্তকে কুপিত করে এবং তাহার ফলে দেহচর্ম্ম দূষিত হয় এবং তাদৃশ অবস্থায় বিকার সমধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়, তখনই পুণ্ডরীক পাকল জানিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ বশতঃ যখন দেহের অন্যতম উপাদান বায়ু কুপিত হইয়া বারণগণের মাংস মেদ রস রক্ত মজ্জা ও শুক্র ক্রমে ক্ষয় করিতে আরম্ভকরে। তখনই মাতঙ্গগণ মৃত্যুগ্রহ পাকল রোগে আক্রান্ত হইতেছে জানা যায় এবং উহাদিগের দেহ শনৈঃ শনৈঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। যে সকল মাতঙ্গ শ্লেষ্মাভিভূত হইয়া শ্লেষ্মবর্দ্ধক বা শ্লেষ্ম বিকারক দ্রব্য সমূহ সেবা করিতে থাকে তাহাদিগের প্রথমতঃ সমান বায়ু কুপিত হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুকে দূষিত করে এবং অনন্তর ব্যান ও উদান বায়ুকে বৰ্দ্ধিত ও বিকৃত করিয়া বারণগণের কুক্কুট পাকল রোগ জন্মায়। এই রোগের আক্রমণের ফলে বারণ দেহের উপাদান স্বরূপ ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ভূতাহভিভূতের ন্যায় উন্মত্তপ্রায় লক্ষিত হয়। তদ্ভিন্ন 'একাঙ্গগ্রহ পাকল' সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে প্রথমতঃ বরুণ দেবের পাশস্পর্শে বারণগণের দেহস্থ বাত ও শ্লেষ্মাকুপিত হইয়া একাঙ্গগ্রহ পাকল রোগ উৎপাদন করে; সুতরাং উহার আরম্ভ দৈবিক বটে কিন্তু পরে দোষজ হইয়া থাকে। সেইরূপ পিত্ত বিকৃত হইয়া উহাদিগের জঠরানল সাতিশয়

প্রদীপ্ত করে এবং তাহার ফলে মাতঙ্গগণ শারদ রোগে অভিভূত হয়। তাদৃশ অবস্থাতে বারণগণ দ্বারা শারীরিক পরিশ্রমকর কার্য্য করাইলে উহাদিগের সমান বায়ু কুপিত হইয়া পশ্চাৎ প্রাণবায়ুকে দূষিত করে; এই নিমিত্ত মাতঙ্গগণ ক্ষীণ হইতে থাকে। স্বীয় প্রকোপের কারণ বশতঃ মাতঙ্গদেহস্থ বাত কুপিত হইয়া যখন শ্লেষ্মকে ও কুপিত করে এবং উভয়ে উহাদিগের হৃৎপিণ্ড পীড়ন পূর্ব্বক মহতী পীড়া বা সাতিশয় ক্লেশ জন্মাইতে থাকে তখনই উহারা মহা-পাকল রোগে অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। বাত-বিকারই উল্লিখিত মহাপাকল রোগের নিদান বলিয়া তাহার প্রতীকার ই উক্ত রোগের একমাত্র চিকিৎসা। এই রোগে হস্তী একবার পতিত হইলে যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে। রোগে এবং ভয়ে এই উভয় পক্ষেই মহত্ত্ব আছে বলিয়া উহা মহাপাকল' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অগ্নিদাহ-চিকিৎসা।

একদা মহানুভব অঙ্গপতি স্বীয় চম্পানগরে উপস্থিত মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্, আমি লক্ষ্য করিয়াছি অগ্নিদগ্ধ বারণগণের বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নানাকৃতি ও নানাবর্ণব্রণ সমুদয় জন্মে। আপনি অনুকম্পা প্রকাশে তাদৃশ ব্রণ সমূহের স্বরূপ ও চিকিৎসা যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন। মহাপ্রভাবশালী অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন;—হে নরেশ্বর, বারণগণের অগ্নিদগ্ধক্ষত সাধারণতঃ ত্বগ্‌গত ও স্ফোট এই দ্বিবিধ। উত্তপ্ত দ্রবদ্রব্য ও কঠিন দ্রব্য এতদুভয় হইতেই উল্লিখিত দ্বিবিধ দাহ ঘটিতে পারে। উত্তপ্ত লাক্ষা মোম গুড় প্রভৃতি এবং জলদঙ্গার বজ্র প্রভৃতি বহুবিধ দাহযোনি, আমি পূর্ব্বেই আপনার নিকটে বর্ণনা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন পরম্পরাভাবে আদিত্য এবং অগ্নিদ্বারা ও মাতঙ্গগণের দাহ সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা;—দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ বারণগণ অতি দগ্ধ হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া যথাশাস্ত্র চিকিৎসা করিবেন। তাদৃশ অবস্থাতে যথাক্রমে পরিষেক, প্রলেপ, চূর্ণ তৈল ঘৃত ও বসা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অতিদাহে মাতঙ্গ অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তখন তাহাকে ইক্ষুরস দুগ্ধ, যষ্টিমধু ও শর্করা মিশ্রিত পানীয় পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। সেইরূপ তণ্ডুলোদক ও নানাবিধ মন্ত পান করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। চিকিৎসক নিকটবর্ত্তী হইয়া উল্লিখিত দ্রব্য সমূহ দ্বারা সেক ও করিবেন। উক্ত সেকের ফলে দাহ রোগ ও বেদনা উপশমিত হইয়া থাকে। অনন্তর অধোলিখিত প্রলেপ দিলে মাতঙ্গগণের দাহদোষ প্রশমিত হয়।

১। মধু পর্ণী	৪। মঞ্জিষ্ঠা
২। শতাবরী	৫। তিল
৩। তালীসপত্র	৬। যষ্টিমধু

উল্লিখিত ছয় প্রকার দ্রব্য একযোগে বাটিয়া মাতঙ্গগণের দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে দাহদোষ প্রশমিত হইয়া থাকে। তাহাতে সুফল না দর্শিলে অধোলিখিত প্রলেপ প্রদান করা বিধেয়।

১। অশ্বত্থ ছাল
২। যজ্ঞডুমুর ছাল
৩। প্লক্ষ ছাল
৪। যষ্টিমধু
৫। কাকজম্বুক
৬। এলাচ
৭। মধুরসা
৮। গব্য ঘৃত

প্রথমোক্ত সপ্তবিধ দ্রব্য উত্তমরূপে বাটিয়া অষ্টম গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং তদ্দ্বারা পুনঃ২ প্রলেপ দিলে বারণগণের দাহদোষ প্রশমিত ও বেদনা নিবৃত্ত হয়। তাহার ফলে দগ্ধ মাতঙ্গের মন প্রসন্ন ও আহারে রুচি হইতেও দেখা যায়।

১। লোধ
২। মাষপর্ণী
৩। হরিদ্রা
৪। দারুহরিদ্রা
৫। ক্ষীরিকা বা খেজুর দুগ্ধ
৬। শতাবরী দুগ্ধ
৭। গব্য ঘৃত

প্রথমোক্ত ছয় প্রকার দ্রব্যের সহিত সপ্তম গব্য ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া তাহা মাতঙ্গগণের দাহ জনিত ক্ষত স্থানে মাখিলে শনৈঃ শনৈঃ তাহা নূতন মাংসে পূর্ণ হইয়া উঠে। অথবা অধোলিখিত তৈল পাক করিয়া তাহা ক্ষত মধ্যে পুনঃপুনঃ লেপন করিলে অচিরে মাতঙ্গগণের অগ্নিদাহ জনিত দোষ প্রশমিত হয়।

১। মাংসী (জটামাংসী)
২। সমঙ্গা
৩। অমৃতা (গুড়ূচী)
৪। মাষপর্ণী
৫। যষ্টিমধু
৬। মঞ্জিষ্ঠা
৭। কুশ মূল
৮। গোদুগ্ধ
৯। তিল তৈল

প্রথমোক্ত সপ্তবিধ দ্রব্য জল সহ উত্তমরূপে বাটিয়া অষ্টম গো দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে এবং নবম তিলতৈলসহ যথাবিধি পাক করিয়া শীতল হইলে উহা প্রতিদিন মাতঙ্গগণের অগ্নিদাহ জনিত ক্ষতমধ্যে লেপন করিলে ক্ষত শুষ্ক ও পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতেও প্রতিকৃত না হইলে অধোলিখিত রোপণ চূর্ণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

১। পদ্মকাষ্ঠ
২। সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা)
৩। ভৃগর পাদুকা
৪। জীবক
৫। ঋষভক
৬। যষ্টিমধু

৭। ধাতকী (ধাইফুল) ১০। বলা
৮। লোধ ১১। অতিবিষা
৯। ধুনা

উল্লিখিত একাদশবিধ দ্রব্যের একযোগে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ ক্ষতমধ্যে প্রযোগ করিলে ক্ষতশুষ্ক হয়।

অথবা

১। কৃষ্ণতিল ৩। মধু
২। গব্যঘৃত

প্রথমোক্ত তিলের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত দ্বিতীয় ঘৃত ও তৃতীয় মধু উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে এবং তাহা পুনঃ পুনঃ ক্ষত মধ্যে লেপন করিলে ক্ষতশুষ্ক হইয়া থাকে।

যথাশাস্ত্র চিকিৎসার ফলে যখন মাতঙ্গগণের ব্রণশুষ্ক এবং ক্ষতস্থানের চর্ম্ম ও লোমাবলী প্রসন্ন হইবে তখন দাহদোষ প্রশমনার্থ গব্যঘৃত মিশ্রিত অন্নাদি উহাদিগকে ভোজন করিতে দিবে। মহানুভব অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বারণগণের অগ্নিদাহের উল্লিখিত চিকিৎসা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

লূতা চিকিৎসা।

একদা মহানুভব অঙ্গপতি চম্পানগরে উপস্থিত ঋষিপ্রবর পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন; মাতঙ্গগণ কি কারণে লুতাদ্বারা আক্রান্ত হয়। অঙ্গনাথের ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন ;—হে নরনাথ, শ্রবণ করুন—লূতা বস্তুতঃ বিশ্বপ্রকাশক ভগবান ভাস্কর দেবের অনুচর। উহাদিগের লালা পৃথিবীতে পতিত হয় এবং নানাদ্রব্যযোগে নানাভাবে বারণদেহে প্রবেশ লাভ করিয়া বারণগণের ধ্বংস সাধন করে।

লক্ষণ ;—ভাগ্য বিপর্য্যয় বশতঃ মাতঙ্গগণ লুতাদ্বারা আক্রান্ত হইলে উহাদিগের মোহ, দাহ, ভ্রম, বমন ও তৃষ্ণা প্রভৃতি বিষ-বিকার প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন মস্তক, ঈষিকা, স্তন, গণ্ড, কট, অক্ষিযুগল, স্তনদ্বয়ের অন্তরাল, অণ্ডকোষ, ও বাহুমূলে ধূম্রবর্ণ, ভ্রমরবৎ কৃষ্ণবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, অভ্রবর্ণ, কিংবা পক্কযজ্ঞডুর সদৃশ যে সকল লুতাবিষজনিত পাড়কা (স্ফোট) জন্মে চিকিৎসাদ্বারা তাহার কথনও প্রতীকার হয় না। পক্ষান্তরে কপোতবর্ণ কিংবা কর্ণিকার কুসুমবর্ণ পীড়কা সমুদয়ের চিকিৎসাদ্বারা প্রতীকার হইয়া থাকে।

চিকিৎসা ;—এতাদৃশ অবস্থায় মণ্ডলাগ্র অস্ত্রদ্বারা উল্লিখিত পীড়কা সমুদয় চ্ছেদন বড়িশা অস্ত্রদ্বারা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক অগ্নিদ্বারা যথাবিধি দগ্ধ করিবে এবং দাহের অব্যবহিত পরে পূর্ব্বসংগৃহীত অধোলিখিত প্রলেপ প্রদান করিবে।

১। হরিদ্রা
২। দারু হরিদ্রা
৩। মঞ্জিষ্ঠা
৪। প্রাপুন্নাটফল (চক্রমর্দ্দফল)
৫। হিঙ্গুল
৬। গৃহধূম (রান্নাঘরের ঝুল)
৭। সৈন্ধব লবণ
৮। প্রপৌণ্ডরীক (পুণ্ডরিয়া গাছ)
৯। লোধ ছাল
১০। অনন্ত মূল
১১। উৎপল-কন্দ
১২। নবনীত (ননী)
১৩। গো-দুগ্ধ

প্রথমোক্ত একাদশবিধ দ্রব্য ত্রয়োদশ কাচাদুধে বাটিয়া তাহার সহিত দ্বাদশ নবনীত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে এবং কাচা দুগ্ধ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ব্রণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক ক্ষতস্থানে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

শীতল জলে অবগাহন স্নান, গোদুগ্ধ ও গব্যঘৃত পান এবং মাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দম লেপন এতাদৃশ অবস্থার একান্ত হিতকর।*

ইতি শ্রীমহর্ষিপালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে ষড়বিংশ অধ্যায়।

---

* গজায়ুর্ব্বেদ মূলে লূতাক্রান্ত মাতঙ্গকে ঝাড়িবার এক অদ্ভুত মন্ত্র লিখিত আছে। তাহা পাদটীকায় সন্নিবেশিত হইল ;—

"ইরিলি মিরিলি দ্রমিড়ি দ্রামিড়ি গুল্ম গুল্মা শিরোবেষ্টানি অঙ্গানামঙ্গ নাটানি অঙ্গানাং দংশানাশয়ো যক্ষ রাক্ষস পিশাচ মিরিলি স্বাহা।" মূল অবিকল।

সপ্ত-বিংশ অধ্যায়।

বিষকীট-চিকিৎসা।

একদা অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি তপঃপ্রভাব সম্পন্ন মহর্ষিপালকাপ্যকে প্রণতি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ভগবন, বারণগণের বিষকীট-চিকিৎসা সবিস্তর বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন। মহানুভব অঙ্গ-পতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষিপালকাপ্য বলিতে লাগিলেন নরেশ্বর, শ্রবণ করুন ;—হে অঙ্গনাথ, এই অসীম বায়ু মণ্ডল মধ্যে অসংখ্য বিষকীট নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের দংশন এমন কি মল মূত্র স্বেদ পর্য্যন্ত এতাদৃশ বিষাক্ত যে যেকোনও প্রকারে তাহা মাতঙ্গদেহ স্পর্শ করিলে তত্তৎস্থানে স্ফোট সমূহ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে তীব্রবেদনা বিদ্যমান থাকে। উক্ত স্ফোটের অভ্যন্তর প্রদেশে অগ্নিদাহের তুল্য ভীষণ দাহ অনুভূত হয়। তাদৃশ অবস্থায় মাতঙ্গ স্বীয় শুণ্ডদ্বারা উক্ত স্থানের পুনঃ পুনঃ গন্ধ গ্রহণ করে এবং উহাদিগের মুখ বিবর হইতে নিরন্তর লালাস্রাব হইতে থাকে। তাদৃশ অবস্থায় উহারা কোনও প্রকার শান্তিলাভ করিতে পার না ; উহাদিগের আহারে অরুচি জন্মে। তখন উহাদিগকে নিরন্তর প্রস্রাব ত্যাগ, দীর্ঘশ্বাস ও পুনঃ পুনঃ বিকটস্বরে চীৎকার করিতে দেখা যায়। অজ্ঞ লোকেরা তাদৃশ অবস্থা দর্শনে উহাদিগের বিসর্প রোগ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে।

১। খদির ছাল
২। অশ্বকর্ণ ছাল
৩। ধব (ঝাউ) ছাল
৪। শৈলজ
৫। যজ্ঞডুমুর ছাল
৬। অশ্বত্থ ছাল
৭। সিন্ধুবার ছাল
৮। উশীর (বেণার মূল)
৯। নলদা (শ্বেতবেণার মূল)
১০। বর্ণ্যার কচি পল্লব বা করঞ্জের কচি পল্লব
১১। অশ্মমারক (শ্বেতকরবী)
১২। নির্গুণ্ডী ("শেফালিকা")
১৩। যষ্টিমধু " "
১৪। তগর পাদুকা
১৫। শ্বেতাকর্ণীহি
১৬। শ্যামালতা
১৭। কালা (কালকেসুর)

উল্লিখিত সপ্তদশ প্রকার ঔষধ দ্রব্য শীতল জলে উত্তমরূপে বাটিয়া শীতল পাত্রে কৃষ্ণবর্ণ কর্দ্দম ও গব্যঘৃত সহ সম্যক্ মিশ্রিত করিয়া মাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে গাঢ় প্রলেপ প্রদান করিলে সে পুনরায় স্বাস্থ্য সুখের অধিকারী হয়। অতঃপর

অধোলিখিত বিধানে পরিষেক করিলে বারণগণে বিষকীট দংশনাদি জনিত বিষদোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

১। ক্ষীরবৃক্ষ (বট-অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর) ছাল ৩। অম্লকুচাই
২। মহুয়া

এই সকল ছাল উত্তমরূপে বাটিয়া তাহা শীতল জলে মিশ্রিত করত: অভিনব মৃণ্ময় কুম্ভে এবং তাদ্দারা মাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ প্রক্ষালন করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

সর্ব্বাঙ্গে শতধৌত ঘৃত মর্দ্দন ও ঈদৃশ অবস্থায় হিতকর।

১। অঙ্কোট
২। বরুণ (বরুণ ছাল)
৩। শেলুর (চাল্‌তের) বিজল
৪। দ্বিবিধ পুনর্ণবা
৫। শ্বেতা (অনন্ত মূল)
৬। শ্যামা (শ্যামালতা)
৭। রোহিষ (গন্ধতৃণ)
৮। জল দুই দ্রোণ

এই সপ্তবিধ দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উক্ত ক্বাথ এবং অধোলিখিত কল্ক সহ ঘৃত পাক করিবে।

৯। দন্তী মূল ১ পল
১০। ত্রিবৃতা (তেউড়ী) মূল ১ পল
১১। চিতা ১ পল
১২। শুকনাশা ১ ”
১৩। ক্ষুদ্র পত্র তুলসী ১ পল
১৪। বিড়ঙ্গ ১ পল
১৫। পিপ্পলী ”
১৬। আদা ”
১৭। আকনাদী ”
১৮। গজ পিপ্পলীর বীজপূর ফল ১ পল

এবং এই সকলের সমষ্টির সমান গব্যঘৃত একযোগে মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে এবং উক্ত ঘৃত মাতঙ্গকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে অগ্নিবলের অনুরূপ মাত্রায় পান করিতে দিলে বিষকীট দষ্ট মাতঙ্গগণ পুনরায় স্বাস্থ্য সুখের অধিকারী হইয়া থাকে। অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষিপালকাপ্য বলিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষিপালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে সপ্তবিংশ অধ্যায়।

বিষকীটের অস্তিত্ব এবং প্রকার সম্বন্ধে (ক) ও (খ) পুস্তক সম্পূর্ণ নীরব কেবল (গ) পুস্তকে অধোলিখিত বিবরণ দৃষ্ট হয়। ২৬০খৃঃ অব্দে যখন পারস্যরাজ সাফর ‘নিসিবাস’ নগর অবরোধ করেন তখন তাঁহারা যুদ্ধ মাতঙ্গ সমূহ ও ভারবাহী উষ্ট্র অশ্বতর প্রভৃতি বিষকীট দ্বারা এরূপ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল যে

পরিশেষে তিনি উক্ত নগর অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; থিওডোরাইট ইতিহাস ২য় ভাগ ৩০ পৃঃ।

ডাক্তার ষ্টীল সাহেব বলেন—আফ্রিকা প্রদেশে এক প্রকার বিষকীট আছে যাহা মাতঙ্গগণের প্রবল শত্রু বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তাহাদের বিষ সাতিশয় তীব্র এবং উক্ত বিষের ক্রিয়ায় মাতঙ্গগণের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। মিঃ হাণ্টারের আফ্রিকা ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠেও এতাদৃশ বিষকীটের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের বর্ম্মা প্রদেশেও গ্রীষ্মাবসানে কিংবা বর্ষাঋতুর বৃষ্টি বিরামে হয়—মক্ষিকা, মহিষ ডাশ প্রভৃতি চার পাচ প্রকার বিষকীটের উপদ্রব লক্ষিত হয়।

বন্য মহিষ ও আরণ্য মাতঙ্গগণ কর্দ্দম মধ্যে লুঠিত হইয়া স্বীয় অঙ্গে ঘণ কর্দ্দম লেপনদ্বারা তাদৃশ বিষকীটের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু গৃহপালিত পশুদিগের পক্ষে অগ্নি ও ধূমের সাহায্যে তাদৃশ বিষকীটের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভবপর হইতে পারে।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

ব্যাল দংশন চিকিৎসা।

একদা মহর্ষি পালকাপ্য শিষ্যভাবাপন্ন অঙ্গপতিকে সস্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ, শ্রবণ করুন - আমি মাতঙ্গগণের ব্যালদংশন চিকিৎসা বর্ণনা করিতেছি,—হে নরেশ্বর, ব্যালদষ্ট মাতঙ্গের লক্ষণ 'বাতমূর্চ্ছা' রোগাক্রান্ত মাতঙ্গের অনুরূপ। ব্যালদষ্ট মাতঙ্গ সর্ব্বদা ব্যালবৎ ক্রুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে এবং জলাশয় দর্শনে একান্ত ভীত হয়। কখন বিভ্রান্ত চিত্তে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, কখনও বা সর্ব্বাঙ্গে একান্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে।

চিকিৎসা ঃ—এতাদৃশ অবস্থায় প্রথমতঃ দগ্ধশলাকা কিংবা জ্বলদগ্নিদ্বারা দংশন স্থান দগ্ধ করা কর্ত্তব্য অথবা অবস্থাবিচার পূর্ব্বক দংশন স্থানের চতুর্দ্দিক্ হইতে শোণিতস্রাব করা বিধেয়। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনওপ্রকার চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে 'রাত্রিক্ষিপ্ত' মাতঙ্গের যে সকল চিকিৎসার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাই করিতে হইবে। তাহাতেও প্রতীকার না দর্শিলে 'বাতগতি' রোগের প্রতীকারার্থ যে সকল বিধান করা হইয়াছে, তাহা করা কর্ত্তব্য। ধূপন, অঞ্জন অভ্যঙ্গ ও রক্ষোঘ্ন মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি এতাদৃশ অবস্থায় হিতকর।

কাশ্যপঋষির মতে ব্যালদষ্ট মাতঙ্গকে

১। ঘণীভূত ইক্ষুরস
২। তিলতৈল
৩। অর্কক্ষার

সমভাগ এই ত্রিবিধ দ্রব্য একযোগে পান করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সম্ভবতঃ গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঋষি বিষধর সর্পকে 'সর্প' এবং অল্প বিষযুক্ত সর্পকে 'ব্যাল' এই আখ্যা প্রদান করিয়া 'সর্পদংশন চিকিৎসা' ও 'ব্যালদংশন চিকিৎসা' পৃথক দুই অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু (ক) পুস্তকে এই দুইটীকে এক করিয়া একস্থানে লিখিত হইয়াছে। উক্ত (ক) পুস্তকে সর্পদষ্ট মাতঙ্গের স্ফূর্ত্তিহীনতা, ভূতলে শয়ন, মল মূত্রোপরোধ, কর্ণদ্বয়ের শিথিলতা, শুণ্ড সঙ্কোচন মুখে ও শুণ্ডে ফেণোদ্গম এবং অপ্রসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা ঃ—ঈদৃশ অবস্থায় উহাদিগকে—

(১)

১। কাচা জয়পাল গোটার বীজের শাস চন্দনবৎ বাটিয়া অঞ্জনরূপে ২।৩ বার প্রয়োগ করিলে দষ্ট হস্তী নিরাময় হইয়া থাকে। এই ঔষধ অত্যুৎকৃষ্ট ও পরীক্ষিত।

(২)

'শিব শক্তি' নামক গাছের (এই গাছ পার্ব্বত্য প্রদেশে কিংবা জঙ্গলময় স্থানে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়) ফলের মধ্যস্থিত শাস বাটিয়া হস্তীকে খাওয়াইবে এবং দংশন স্থানে লাগাইবে। ইহাতে সকলপ্রকার সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

(৩)

এক তোলা পরিমিত শ্বেত চিতার মূল ও অর্দ্ধখান পিপুল একযোগে বাটিয়া শীতল জল সহ সেবন করিতে দিবে এবং ক্ষত মধ্যে প্রলেপ দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। বিষধর সর্প দংশনে ইহা সবিশেষ উপকারী।

(৪)

সজিনার বীজ শিরীষের রসে বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে হস্তী নিরাময় হয়।

(৫)

বেড়েলার ৩।৪ খানি শিকড় পানের সহিত চিবাইয়া তাহা দষ্টস্থানে লাগাইয়া দিবে। ইহাতে বিষ নষ্ট হয় এবং যে চিবায় তাহারও কোন অপকার হয় না।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

প্রদেশ জ্ঞান বিধি।

একদা মহর্ষি পালকাপ্য শিষ্য ভাবাপন্ন মহাপ্রভাবশালী অঙ্গেশ্বরকে সস্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে নরনাথ, আমি, মাতঙ্গগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচয় প্রদান করিতেছি শ্রবণ করুন—এই বিশ্বে শরীরই মূল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা প্রদেশ সকল তাহারই অধীন ইহা লোক প্রসিদ্ধ।

হে নরেশ্বর, মাতঙ্গদেহে পঞ্চদশটী প্রত্যঙ্গ বা প্রদেশ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ অঙ্গুলি। অঙ্গুলির অভ্যন্তরে বর্ম্মভাগ। তন্মধ্যে স্রোতোভাগ এই উভয়ের মধ্যে স্রোতোন্তর। তৎপরে পুষ্কর। পুষ্করে রাজি। তাহার উপরি ভাগে গণ্ডুষ। তাহার অগ্রভাগে অগ্রহস্ত। গণ্ডুষপার্শ্বে শ্রী। এতদ্দ্বয়ের অভ্যন্তরে গণ্ডুষা। তাহার উপরিভাগে বহিষ্কর্ষ, দক্ষিণপার্শ্বে আকর্ষ, বামপার্শ্বে পরিকর্ষ, পৃষ্ঠে উপকর্ষ এবং তাহার অভ্যন্তরে উৎকর্ষ। বারণগণের অগ্রহস্তে বা শুণ্ডাগ্রে এই কয়টী প্রদেশই বিদ্যমান আছে।

বহিষ্কর্ষের উপরিভাগে এবং শুণ্ডের মধ্যে সম্ভোগ। তাহার উভয়পার্শ্বে হস্তবাহুদ্বয়, তাহাদের অভ্যন্তরে সম্ভোগান্তর। সম্ভোগের উপরিভাগে ত্রিরাজি। ত্রিরাজির উপরিভাগে পর্ব্ব তাহার উপরে স্থূলহস্ত এবং তাহার অভ্যন্তরভাগে পলিহস্ত। পলিহস্তের ঊর্দ্ধে পৃথুহস্ত। পৃথুহস্তের অভ্যন্তরে অতিহস্ত এবং তাহার অভ্যন্তরভাগে রাজিসমূহ। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই বলিসমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে। এবিষয়ে শ্লোক কথিত আছে বারণগণের হস্তে যথাক্রমে অঙ্গুলি প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি প্রদেশ বিদ্যমান আছে।

মুখে প্রথমতঃ কৃষ্ণান্তর (কৃষ্ণবর্ণ অভ্যন্তর) তাহার পরে তালু তালুমধ্যে স্রোতোদ্বয় নাসারন্ধ্রদ্বয় অতঃপর তালুবংশ তাহার পরে জিহ্বা এবং তদভ্যন্তরে ভক্ষণার্থ দন্ত ঊর্দ্ধপংক্তিতে ষোলটি এবং নিম্নপংক্তিতে ষোলটি; তন্মধ্যে চারিটি দংষ্ট্রা। তৎপর ওষ্ঠ এবং প্রস্রাব এবং শুষ্ঠাভ্যান্তরে বর্ম্মদ্বয়। ওষ্ঠদ্বয়ের উভয় পার্শ্বে ওষ্ঠপ্রস্রার এবং তাহার নিম্নে ওষ্ঠবান্তদ্বয় বা ওষ্ঠসন্ধিদ্বয়। তৎপর সৃক্কণীদ্বয়। ওষ্ঠের নিম্নে লোমকূর্চ্চ। এবিষয়ে শ্লোক কথিত আছে মাতঙ্গগণের বদন মণ্ডলে যথাক্রমে কৃষ্ণান্তরাদি ত্রিংশৎটী প্রদেশ বর্ত্তমান আছে।

দন্তদ্বয়ের অগ্র মধ্য ও মূলপ্রদেশ। দন্তদ্বয়ের উপরিভাগে দন্তবেষ্টদ্বয় এবং

তাহাদের উপরে প্রবষ্টদ্বয়। এবিষয়ে শ্লোক কথিত আছে মাতঙ্গতত্বজ্ঞ ঋষিগণ গজদন্তে দ্বাদশ প্রদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

মুখের বহির্ভাগে দন্তদ্বয়ের অন্তরালে প্রতিমান প্রদেশ এবং উহার উভয় পার্শ্বে শম্বুক প্রদেশ। প্রতিমান প্রদেশের সমান্তরাল নিম্নে বাহিত্থ প্রদেশ এবং বাহিত্থের উভয় পার্শ্বে বিলাগ প্রদেশ। উক্ত প্রদেশের উপরিভাগে এবং গণ্ডদ্বয়ের মধ্যভাগে কটস্রোতো দ্বয়, উহাদের নিম্নে কটপ্রস্রাবদ্বয় এবং তাহাদিগেরও নিম্নে গণ্ডদ্বয়। গণ্ডদ্বয়ের নিম্নে কপোলদ্বয়, উহাদিগের মধ্যভাগে লোম-কূর্চ্চ এবং তাহার নিম্নে হনুদ্বয়। হনুর নিম্নে সগদা প্রদেশ, তাহাদের সন্ধি সকল সগদা-সন্ধি এবং তাহার অন্তরাল প্রদেশকে সগদান্তর নামে খ্যাত; তাহার উভয় পার্শ্বে ঘাট তাহার উপরিভাগে কটসন্ধি এবং কূটসন্ধি আশ্রিত কর্ণদ্বয়। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে হে অঙ্গেশ্বর, গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মাতঙ্গগণের মুখমণ্ডলকে প্রতিমান প্রভৃতি তেত্রিশটী প্রদেশের উল্লেখ করা হইয়াছে।

মাতঙ্গগণের নেত্রদ্বয় মধ্য অক্ষি গুহা, তাহার উপরি ভাগে অক্ষিকূটদ্বয় এবং নিম্নে অক্ষিস্রাবদ্বয়। নেত্রদ্বয়ের প্রাগ্‌ভাগে অক্ষিকনীনিকাদ্বয় এবং পশ্চাদ্ ভালদ্বয়ে অপাঙ্গদ্বয়। নেত্র মধ্যে পক্ষ্ম মণ্ডল, বর্ত্ম মণ্ডল, শুক্লমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল, দৃষ্টিমণ্ডল, পক্ষ্মবর্ত্ম-সন্ধি, বর্ত্মশুক্ল-সন্ধি, শুক্লকৃষ্ণ সন্ধি, কৃষ্ণদৃষ্টি সন্ধি এবং কনীনিকাসন্ধি বিদ্যমান আছে। এবিষয়ে শ্লোক কথিক আছে—মাতঙ্গগণের নেত্রদ্বয়ে বত্রিশটী প্রদেশ বর্ত্তমান আছে এবং তন্মধ্যে দ্বাদশটী প্রদেশ সন্ধিজাত।

মস্তকে বাহিত্থ, তাহার উপরিভাগে কুম্ভদ্বয় এবং তাহার অন্তরালে কুম্ভান্তর কুম্ভান্তরের অগ্রেকুম্ভের উরিভাগে বিম্বকদ্বয় বিম্বকের পার্শ্বদ্বয়ে পাকলদ্বয়। অক্ষিকূট দ্বয়ের উপরিভাগে ঈশিকাদ্বয় এবং ঈষিকাদ্বয়ের অন্তরালে ঊর্দ্ধভাগে ঈশিকাগ্রদ্বয়; বহিঃপার্শ্বে নির্য্যাণ প্রদেশ। পার্শ্বদ্বয়ের নিম্নে নির্য্যান সন্ধি। নির্য্যান সন্ধিদ্বয়ের উর্দ্ধে এবং বিম্বকের উপরিভাবে ঈষিকাগ্রদ্বয়ের মধ্য ভাগে অবস্থিত বিস্তীর্ণ ঈষদ্ বক্রভাবাপন্ন অবগ্রহ। অবগ্রহের উপরিভাগে পুরস্কার এবং পুরস্কারের উপরিভাগে নির্য্যান প্রদেশ। উহাদিগের অন্তরালে উন্নত এবং তির্য্যগায়ত অবগ্রহবর্ত্তি। তাহার উপরিভাগে মস্তক এবং তন্মধ্যে বিন্দুদ্বয়। মস্তকের বহিঃপার্শ্বে বিতানদ্বয় এবং নির্য্যানের পশ্চাৎ পার্শ্বদ্বয়ে কূর্ম্মমস্তক সন্ধিদ্বয় এবং কেশসমূহ বর্ত্তমান আছে। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—গজায়ুর্ব্বেদে মাতঙ্গগণের মস্তকস্থিত চতুর্বিংশতি প্রদেশ বর্ণিত হইল।

কর্ণদ্বয়ে কর্ণাগ্র এবং কর্ণপর্ব্বতদ্বয়। তাহার নিম্নে প্রাক্‌কর্ণ ও কর্ণ মধ্য

তাহার প্রান্তভাগ মধ্যকর্ণ। কর্ণদ্বয়ের নিম্নে কর্ণপালীদ্বয়। কর্ণদ্বয়ের বাহিরে বহিষ্কর্ণ এবং তাহার নিম্নে কর্ণসন্ধি। তৎপরে শ্রোত্র এবং শ্রোত্রের পার্শ্বে বাতালক, কর্ণচূলিকা, কর্ণপিপ্পলী উদ্গানবতী এবং উদ্ঘাত। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—মাতঙ্গগণের কর্ণদ্বয়ে ত্রিংশৎ প্রদেশ এই গ্রন্থে যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রীবাতে গ্রীবাপৃষ্ঠ এবং তাহার নিম্নে গলা। তৎপরে কণ্ঠদ্বয়ের পার্শ্বে দুইটি ধমনী। গলপার্শ্বে দুর্দ্দুর এবং তাহার উপরিভাগে মন্যাদ্বয়। মন্যার উপরিভাগে গুহাদ্বয় এবং তন্নিম্নে সমুদ্গ। তাহাদের পার্শ্বদ্বয়ে পিণ্ডিকাদ্বয় তাহার উপরে গুহাভাগ তৎপরে যতস্থান ও পার্ষ্ণিঘাতদ্বয় এবং উপরিভাগে উৎসঙ্গদ্বয়। তদুপরি স্কন্ধ এবং স্কন্ধ মধ্যে পণবক প্রদেশ। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—মাতঙ্গগণের স্কন্ধদেশে ত্রয়োবিংশতি প্রদেশ বিদ্যমান আছে ইহাই গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মত।

বক্ষঃস্থলে গ্রীবাসন্ধি এবং তন্মধ্যে অন্তর্মণি। অন্তর্মণির নিম্নে উরোমণি। উরোমণির উভয়পার্শ্বে গাত্র সন্ধ্যাশ্রিত বিক্ষোভ। বিক্ষোভের মধ্যে আবর্ত্তমণি এবং আবর্ত্তমণি হইতে করিয়া হৃদয়। তৎপরে উরঃস্থল। তৎপরে উরঃসন্ধি এবং উরোগাত্র মধ্যে চতুরক্ষান্তর। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে - হে নৃপশ্রেষ্ঠ, বারণগণের উরঃস্থলে সপ্তপ্রদেশ বর্ণিত হইল, অনন্তর হৃদয়স্থ প্রদেশ সমূহ বর্ণিত হইবে।

হৃদয়ে স্তনদ্বয় এবং তাহার অগ্রভাগে চুচুকদ্বয় মধ্যে ক্ষীরকা × ×) এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—বারণগণের হৃদয়স্থান ও জঠরস্থানে দশটি প্রদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মাতঙ্গদেহে আসন প্রদেশের পার্শ্বদ্বয়ে প্রতীকাসদ্বয় প্রতীকাসের নিম্নে অংসদ্বয়। অংসের নিম্নে প্রত্যংস। প্রত্যংসের নিম্নে বাহুদ্বয়। বাহুমধ্যদ্বয়ের উপরিভাগে প্রত্যংস ফলকদ্বয়। প্রত্যংস ফলকদ্বয়ের নিম্নে গাত্রসন্ধি সমূহ। সন্ধিদ্বয়ের নিম্নে ক্ষয়ভাগ এবং তৎপশ্চাতে পৃষ্ঠদেশের বস্তিভাগ; তাহার নিম্নে পুরোভাগে পিণ্ডিকাদ্বয় এবং তাহার নিম্নে বৈশাখদ্বয়। তাহার নিম্নে যবভাগদ্বয়। তাহার নিম্নে বিশেষদ্বয়। তাহার নিম্নে উৎসঙ্গদ্বয়। উৎসঙ্গের নিম্নে প্রোৎসাঙ্গ এবং তাহার নিম্নে পর্ব্বদ্বয়। তাহার নিম্নে সন্দানভাগ। তাহাদের নিম্নে পাণিপাদ। তাহার নিম্নে কূর্ম্মদ্বয়। তৎপরে দশনখ এবং তৎপরে নখাগ্র বা নখশিখা এবং তৎপরে রাজি। অনন্তর পশ্চাৎপাদের দশ নখ, তাহাদের দুইটি পুরোনখসহ, এবং পুরোনখদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেকের বহিঃপার্শ্বে দুইটী সনখ এবং অন্তঃপার্শ্বে দুইটী নখস্রাব উক্ত চরণ চতুষ্টয়ের পার্শ্বে চারিটী পার্শ্বনখ। পার্শ্বনখের উপরিভাগে বহিঃপার্শ্বে অপরাজি সমূহ এবং অন্তঃপার্শ্বে নখের উপরিভাগে তল

প্রোহদ্বয়। তাহার উপরিভাগে বিক্ষ এবং তাহার উপরিভাগে পলিহস্তদ্বয়। তাহার অভ্যন্তরে নিবাহুদ্বয়। পলিহস্তের নিম্নে প্রাক্‌কর্ণদ্বয় এবং পলিহস্তদ্বয়ের উপরিভাগে অপস্কারদ্বয় এবং তাহার উপরিভাগে পাস্ত এবং তাহার নিম্নে গাত্রগ্রহ। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে হে নরনাথ, বারণগণের গাত্রপ্রদেশে উল্লিখিত আসন প্রভৃতি ছিয়ানব্বইটি প্রদেশ বিদ্যমান আছে। শরীরে প্রথমতঃ আসন প্রদেশ। আসনের পরে বংশ এবং তাহার পার্শ্বে তল্‌পল। বংশের উপরিভাগে কুবংশ এবং তাহার মধ্যে পশ্চিমাসন। পশ্চিমাসনের পরে ত্রাস্থি তাহার উভয়পার্শ্বে উৎকুষ্টদ্বয়। অস্থির পরে লাঙ্গূলবংশ বা মতান্তরে পশ্চিমবংশ কিংবা অপর বংশ। লাঙ্গুল বংশের নিম্নে লাঙ্গুলসন্ধি তাহার নিম্নে পেচকপ্রদেশ এবং পেচকের নিম্নে মলদ্বার বা পায়ু প্রদেশ এবং তাহার নিম্নে মলস্রাব স্থান।

দেহের মধ্যস্থলের উভয়পার্শ্বে কক্ষাভাগদ্বয়। কক্ষাভাগের পার্শ্বদ্বয়ে করণদ্বয় এবং তাহার নিকটে চরণদ্বয় যাহাতে পর্য্যুকর বাঁধা হইয়া থাকে। পক্ষদ্বয়ের উপরিভাগে অবতারপক্ষের পশ্চাদ্‌ভাগে কুক্ষিদ্বয় এবং পক্ষমধ্যে নিষ্কোস। তৎপরে সংকোস এবং তাহার উপরিভাগে মৃদুকুক্ষী। পৃষ্ঠবংশের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত পক্ষসন্ধি এবং পক্ষদ্বয়ের নিম্নে আয়াম-কাণ্ডদ্বয় বিদ্যমান। তাহার পশ্চাতে অপর সন্ধি এবং তাহার নিম্নে অনুসারদ্বয়। হৃদয় পর্য্যন্ত জঠরপ্রদেশ জঠর মধ্যে কোশ এবং কোশের অগ্রভাগে নাভি। সেইস্থান হইতে হৃদয়ের কিঞ্চিৎ নিম্নে স্তনদ্বয় এবং তন্নিম্নে উৎকৃষ্ট সন্ধিদ্বয়। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে মাতঙ্গদেহের মধ্যভাগে পয়তাল্লিশটী সন্ধি বর্ত্তমান আছে।

দেহের পশ্চাদ্‌ভাগে জঘন প্রদেশ। জঘন দ্বয়ের নিম্নে এবং পার্শ্বদ্বয়ের পশ্চাতে মলস্রাবস্থান এবং কলাভাগদ্বয়। কলাভাগ দ্বয়ের নিম্নে বহিঃপার্শ্বে এবং জঘনের পশ্চাৎ ভাগে পিণ্ডিকাদ্বয় এবং তাহার নিম্নে মণ্ডুকীদ্বয়। তাহার নিম্নে সন্দান-ভাগ দ্বয়। তাহার নিম্নে সকুটিকাদ্বয় এবং সন্ধিপার্শ্বে চারিটী গ্রন্থি। সকুটিকার নিম্নে পার্ষ্ণিদ্বয়। পার্ষ্ণিদ্বয়ের নিম্নে তলপ্রোহ এবং তাহার অভ্যন্তর পার্শ্বে কেশ-রাজি এবং বহিঃপার্শ্বে রাজি। তলপ্রোহের নিম্নে তলকর্ণদ্বয়। তৎপরে তলদ্বয় এবং তাহার চতুর্দ্দিকে তলসন্ধি। সন্ধির উপরিভাগে অষ্টীব্যদ্বয়। অষ্টীব্যের নিম্নে বক্রসকৃথি। অনন্তর বক্রসকৃথির নিম্নে অপরান্তরে সন্দানভাগদ্বয়ের নীচে কূর্ম্মপ্রদেশদ্বয় এবং তাহার নীচে দশনকূর্ম্ম, দশনখকূর্ম্ম, দশনখশিখা এবং তাহাদের সম্মুখে নখাদি বিভাগ গাত্রনখ সদৃশ জ্ঞাতব্য। নখান্তর আটটী। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—হে নরেশ্বর, বারণগণের জঘনদেশ হইতে তল-প্রদেশ পর্য্যন্ত চুয়াত্তরটি প্রদেশ বর্ত্তমান আছে।

মেঢ্রের করীষপ্রস্রাবের নীচে অণ্ডকোষ এবং অণ্ডকোষের উভয় পার্শ্বে বঙ্ক্ষণ দ্বয়। বঙ্ক্ষণ পার্শ্বে মুষ্কদ্বয়। অণ্ডকোষের উপরিভাগে কোশসন্ধি, 'মেহনতল' এবং সেই সন্ধির নির্গমের পর হইতেই প্রত্যুহ। প্রত্যুহের অগ্রে ককুদ এবং ককুদের পরে মেঢ্রাগ্র এবং তন্মধ্যে স্রোতঃসমূহ বিদ্যমান। এবিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—হে নরনাথ, মাতঙ্গগণের মেঢ্রপ্রদেশে যথাক্রমে একাদশটী প্রদেশের নাম গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

লাঙ্গুলের সর্ব্বত্র গ্রন্থিসমূহ। লাঙ্গুলমধ্যে বর্ত্তক, তাহার অভ্যন্তরে কিলিদ্বয় এবং তাহার বাহিরে সংবর্ত্তকসমূহ। তাহার নীচে কিল্ক এবং সংবাল। তাহার নীচে পুষ্কর এবং তাহার নীচে বালপুষ্কর। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—হে অঙ্গেশ্বর, মাতঙ্গগণের লাঙ্গুলে সাতটি প্রদেশ বিদ্যমান আছে। এইরূপে বারণ দেহে শুণ্ড মুখ দন্ত বদন চক্ষু মস্তক কর্ণ গ্রীবা বক্ষঃস্থল হৃদয় গাত্র অঙ্গ অপর মেঢ্র লাঙ্গুল এই পঞ্চদশ প্রদেশ মাতঙ্গগণের অঙ্গ এবং এই পঞ্চদশ অঙ্গে একশত চতুঃষষ্টিটি প্রদেশ বর্ত্তমান আছে; ইহাই গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। শরীরই চিকিৎস্য এবং প্রদেশজ্ঞান না থাকিলে শস্ত্র প্রয়োগাদি চিকিৎসা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, পক্ষান্তরে অনভিজ্ঞ চিকিৎসক বারণগণের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ সংহিতা মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

শস্ত্র-নির্ম্মাণ বিধি।

একদা মহর্ষি পালকাপ্য আসনে উপবেশন করিলে মহানুভব অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন;—ভগবন্, এই গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আপনি মাতঙ্গ দেহস্থ ব্রণের ছেদন, বিদারণ লেখন, বিস্রাবণ, এষণ ও সীবন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার বিধান করিয়াছেন; কিন্তু কোন ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত কীদৃশ শস্ত্র দ্বারা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য তাহা বর্ণনা করিয়া আমার অজ্ঞতা অপনয়ন করুন। শিষ্যভাবাপন্ন অঙ্গেশ্বরের ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলিতে লাগিলেন;—নরনাথ, বারণগণের ব্রণ সমুদয় সাধারণতঃ আগন্তুক ও ত্রিদোষ জনিত এই দ্বিবিধ। উল্লিখিত সকল প্রকার ব্রণেরই দোষ শান্তির নিমিত্ত শস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন; এই নিমিত্ত নির্ম্মাণযোগ্য শস্ত্রের আকৃতি প্রকৃতি ও পরিমাণ বর্ণনা করিব।

হে নরেশ্বর, যে সকল শস্ত্র কুণ্ঠ, খরধার, বক্র, হ্রস্ব, অনতিস্থূল, দীর্ঘ, আনত ও খণ্ড তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। পক্ষান্তরে উহার বিপরীত গুণযুক্ত অনতিশাণিত অস্ত্র বারণগণের ব্রণচ্ছেদে ব্যবহার্য্য। নিপুণ কর্ম্মকার দ্বারা যথাবিধি সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শস্ত্র নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। শস্ত্র নির্ম্মাণ কার্য্যে যতদূর সম্ভব যত্ন লওয়া আবশ্যক।

মাতঙ্গদেহস্থ ব্রণে প্রয়োগোপযোগী শস্ত্র দশবিধ এবং তাহার নাম ও দশপ্রকার যথা;—বৃদ্ধি পত্র, কুশ-পত্র, মণ্ডলাগ্র, ব্রীহিমুখ, কুঠারাকৃতি, বৎসদন্ত উৎপল-দণ্ড শলাকা, সূচী ও রম্যক। এতদ্ভিন্ন ফাল, জাম্বূকাষ্ঠ নির্ম্মিত তাপিকা ও দর্ব্ব্যাকৃতি শস্ত্র অগ্নিকর্ম্মে ব্যবহৃত হয়। এবং যথাযোগ সিংহদংষ্ট্র, গোধামুখ, কঙ্কমুখ কুলিশ-মুখ, এই চতুর্ব্বিধ শস্ত্র শল্যোদ্ধরণ কার্য্যে আবশ্যক হইয়া থাকে। এষণী তিন প্রকার। সুতরাং সর্ব্বসমেত একবিংশতি প্রকার লৌহময় শস্ত্র বারণগণের ব্রণ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাদের পৃথক পৃথক আকৃতি, পরিমাণ ও কার্য্য বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। 'বৃদ্ধিপত্র' নামক শস্ত্র দশ অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ, তন্মধ্যে ষড়ঙ্গুল বৃন্ত ও চতুরঙ্গুল পত্র এবং পত্রভাগ তিন অঙ্গুলি প্রশস্ত (চওড়া)। ব্রণ বিদারণ ও ছেদন কার্য্যে এই অস্ত্র ব্যবহার্য্য। 'মণ্ডলাগ্র' নামক' অস্ত্রের দৈর্ঘ্য ষড়ঙ্গুল, তাহার আমূল বৃন্ত অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রশস্ত অগ্রভাগ পূর্ণ চন্দ্রাকৃতি। নেত্রদ্বয়ের অভ্যন্তরে প্রয়োগের নিমিত্ত 'ব্রীহিমুখ' অস্ত্র ব্যবহৃত

হইয়া থাকে এবং নাম দ্বারাই উহার আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। উৎপল পত্র' নামক অস্ত্র অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলের কিঞ্চিদধিক বিস্তৃত এবং উভয় পার্শ্বে ধারযুক্ত। 'কুশপত্র' নামক অস্ত্র নবাঙ্গুল পরিমাণ তাহার বৃত্তভাগ পঞ্চাঙ্গুল এবং পত্রভাগ চতুরঙ্গুল, পত্রভাগের বিস্তার বা প্রশস্ততা অর্দ্ধাঙ্গুলের কিঞ্চিদধিক ও উভয়পার্শ্বে ধারযুক্ত; ইহা পক্ক গভীর ব্রণ বিদারণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'কুঠারাকৃতি' নামক শস্ত্র অন্বর্থনামা এবং অন্ত্রচ্ছেদনাদি কার্য্যেই প্রধানতঃ উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'বৎস দন্ত' নামক অস্ত্র বৎস-দন্তাকৃতি বিশিষ্ট, তাহার পরিমাণ দশাঙ্গুল এবং মুখ অর্দ্ধাঙ্গুলের অধিক। সীবন বা শেলাই কার্য্যের জন্য 'সূচী' অস্ত্রের প্রয়োজন, উহার আকৃতি হস্তিদন্তের অনুরূপ, উহা ত্রাস্র বা চতুরস্র (তিনশির বা চৌশির), উহার দৈর্ঘ্য অষ্টাঙ্গুল, উহা দৃঢ় ও সমাহিত। 'রম্যক' নামক অস্ত্রের দৈর্ঘ্য ত্রয়োদশাঙ্গুল, উহার বৃত্তভাগ দশাঙ্গুল পরিমাণ ও মুখভাগ তিন অঙ্গুলি পরিমাণ পাদ শোধন ও নখ ছেদন কার্য্যে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'এষণী' ত্রিবিধ—দশাঙ্গুল, বিংশত্যঙ্গুল ও ত্রিংশদঙ্গুল পরিমিত, উহাদের আকৃতি অঞ্জন শলাকার তুল্য, মুখ শ্লক্ষ্ণ ও সম। তদ্ভিন্ন 'বড়িশ' নামক অস্ত্র 'কোরণ্ট' ‡ পুষ্পাকৃতি ষোড়শাঙ্গুল পরিমিত কৃষ্ণলোহ নির্ম্মিত হইবে, ব্রণ প্রক্ষালন ও নেত্র মধ্যস্থিত পটলাদি উদ্ধরণ কার্য্যে সাহায্যার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে;—বিজ্ঞ চিকিৎসক যথোক্ত বিধানে উল্লিখিত শস্ত্র সমুদয় নির্ম্মাণ করাইয়া মাতঙ্গগণের ব্রণ বিদারণ করিবেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে ত্রিংশ অধ্যায়।

‡ অজ্ঞেয়, অভিধানে নাই

একত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষার বিধি।

একদা শিষ্যভাবাপন্ন মহানুভব অঙ্গপতিকে সম্বোধন করিয়া মহর্ষি পাল-কাপ্য বলিতে লাগিলেন ;—হে অঙ্গনাথ, যে ক্ষার প্রয়োগদ্বারা বারণগণের বিবিধ ক্ষতের প্রতীকার হইয়া থাকে, আমি সেই ক্ষার-প্রয়োগের বিষয় বর্ণনা করিব শ্রবণ করুন—প্রশস্ত দেশজাত মধ্যম বয়স্ক ঘণ্টা পাটলী বৃক্ষ (সংস্কৃত: পারুল গাছ) তিলনাল পরিমিত খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে হইবে ; পরে অশুষ্ক অবস্থাতেই উহা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম নির্বাত মৃৎকুম্ভাদি মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার মুখ আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে গো-মূত্র, গজমূত্র, অশ্বমূত্র ও গর্দ্দভমূত্রে উহা যথাবিধি আলোড়িত করিয়া সাতবার পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ বস্ত্র পরিস্রুত করিবে। উক্ত পরিস্রুত ক্ষার লৌহময় পাত্রে পাক করিবে এবং পাক হইতে হইতে যখন ⅙ ভাগ অবশিষ্ট থাকিবে তখন (পাককালেই) অধোলিখিত চূর্ণ সমুদয় তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে ;—

১। সুবর্চ্চিকা (সাচ লবণ) চূর্ণ
২। চূর্ণ (পাথর চূর্ণ)
৩। যবক্ষার চূর্ণ
৪। বিট লবণ
৫। হীরাকস চূর্ণ
৬। শঙ্খ চূর্ণ
৭। সৌরাষ্ট্রীকা চূর্ণ

উল্লিখিত চূর্ণ সমুদয় প্রক্ষেপ স্বরূপে প্রদান করিয়া দর্ব্বীদ্বারা এরূপভাবে আলোড়ন করিতে হইবে যেন উহা সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত ও ঘনীভূত হইয়া প্রলেপাকৃতি ধারণ করে। তখন তাহা অবতারণপূর্ব্বক আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। অনন্তর চিকিৎসক, উক্ত ক্ষার প্রয়োগ করিবেন। যে সকল ব্রণ অল্প ব্রণ অথচ দোষযুক্ত, যে সকল ব্রণে দূষিত মাংস বিদ্যমান, যে সকল নাড়ী হইতে অত্যন্ত স্রাব নির্গত হয়, যে সকল ব্রণের অভ্যন্তরে কীট কণ্ডু কিংবা দূষিত কেশ জন্মে; তাদৃশ ব্রণ বাত বিকার জনিতই হউক, কফবিকার জনিতই হউক অথবা পিত্ত বিকারভূতই হউক উল্লিখিত ক্ষার প্রয়োগ করিলে তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে। 'সৌবীরক' সুরা দ্বারা ব্রণ প্রক্ষালন একান্ত হিতকর। এই প্রকার ক্ষার প্রয়োগের বিষয় মহর্ষি পালকাপ্য বর্ণনাক রিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে একত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

অস্থিভঙ্গোপদেশ।

একদা মহামুভব অঙ্গপতি স্বীয় সুরম্য চম্পানগরে উপস্থিত মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, মাতঙ্গণের কতিবিধ ভগ্ন অস্থি দর্শন করিয়াছেন তাহা সবিশেষ বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন। অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন;—হে অঙ্গেশ্বর, আমি, ইতঃপূর্ব্বে মাতঙ্গদেহে যে সকল অস্থির বর্ণনা করিয়াছি এইক্ষণে উল্লিখিত অস্থি সমূহের ভঙ্গের কারণ বর্ণনা করিব শ্রবণ করুন। পতন, অবপাত, যুদ্ধক্ষেত্রে তীব্র আঘাত, স্খলন, ভ্রংশন, আবেধ, প্রতিদ্বন্দ্বি-মাতঙ্গের ভীষণ আঘাত প্রভৃতি কারণে বারণগণের অস্থিভঙ্গ হইয়া থাকে। হে নরেশ্বর, আমি তাহাদের পৃথক পৃথক নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন—নিষ্পিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, প্রক্ষিপ্ত, তির্য্যক্ক্ষিপ্ত, অতিক্ষিপ্ত, মুক্তকাণ্ড, স্ফালিত, জর্জ্জরীভূত, চূর্ণিত, মথিত, চ্যুত, মজ্জানুজাত, এবং ভগ্ন এই ত্রয়োদশবিধ অস্থিভঙ্গ সচরাচর মাতঙ্গগণের দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহর্ষি পালকাপ্যের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গপতি পুনরায় বলিতে লাগিলেন;—ভগবন, কিরূপে ছিন্ন ভিন্ন, স্ফোটিত, মোটিত, ত্বক্ মাংসের স্থান ভ্রংশন জানা যায়? তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ পালকাপ্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন;—যে সন্ধি স্থানে ঈষৎ স্ফীতভাব জন্য বেদনা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে তাহাকে 'নিষ্পিষ্ট' বলিয়া জানিতে হইবে। যে সন্ধিস্থানে বেদনাযুক্ত স্ফীত-ভাব বর্ত্তমান থাকে তাহাকে 'বিশ্লিষ্ট' বলিয়া জানিতে হইবে। যে সকল অঙ্গ-সন্ধি স্বাভাবিক বৈষম্য অতিক্রম করে এবং তাহাতে বেদনা ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে 'উৎক্ষিপ্ত' বলিয়া বুঝিতে হইবে। মাতঙ্গগণের পার্শ্বদেশে বেদনা-যুক্ত স্ফীতভাব লক্ষিত হইলে 'তির্য্যক্ ক্ষিপ্ত' বলিয়া জানিতে হইবে। এবং যখন সন্ধি অতিক্রান্ত হয় তখন তাহাকে 'নিক্ষিপ্ত' বলিয়া জানা যায়। সেইরূপ বেদনাযুক্ত স্ফীতভাব দ্বারা 'বিচ্যুত' বলিয়া অবগত হইতে পারা যায়। অত্যন্ত স্ফীতভাব কেবল 'মথিত' জ্ঞাপক এবং 'চূর্ণিতে' তীব্র বেদনা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। অস্থি স্ফুটিত হইলে তাহাকে 'স্ফালিত' এবং জর্জ্জরী-ভূত হইলে, তাহাকে 'জর্জ্জরিত' আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। জর্জ্জরিতে অত্যন্ত বেদনা ও শোথ বিদ্যমান থাকে এবং সর্ব্বদা স্ফীত স্থান শল্যযুক্তের

ন্যায় অনুভূত হয়। বারণগণের যে স্থানে স্পর্শ সহ্য হয় না এবং অভ্যন্তরে একপ্রকার শব্দ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে 'বিস্পষ্ট' বলিয়া জানিতে হয়। বারণগণের যে অঙ্গে ভীষণ বেদনা এমনভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে যে মাতঙ্গ কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পায় না, সেই স্থানকে ভগ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোল্লিখিতকেই অস্থির অভ্যন্তরবর্ত্তী হইলে 'মজ্জানুগত' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে।

হে নরনাথ, অনন্তর চতুর্বিধ অস্থিভঙ্গের লক্ষণ বর্ণনা করিব শ্রবণ করুন;—হে অঙ্গেশ্বর, মাতঙ্গগণের কপালাস্থি সমূহ ভেদপ্রাপ্ত হয়, নালিকা সমূহ ভগ্ন হয়, তরুনাস্থি সকল নমিত হয় এবং 'রুচক' বা স্থূল অস্থি সমূহ স্ফুটিত হইয়া থাকে তীব্র অভিঘাতের ফলে মাতঙ্গগণের অস্থি নমিত কিংবা চূর্ণিত হইয়া থাকে। ইহাই অস্থি ভঙ্গের লক্ষণ কথিত হইল অতঃপর তাহার চিকিৎসা কথিত হইতেছে;—যে সকল মাতঙ্গের অস্থিভগ্নাদি সংঘটিত হয়, তাহাদিগকে স্থানে (থানে) সুসংগত কিংবা অবস্থা বিশেষে যন্ত্রবদ্ধ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল জলে সিক্ত করিলে উহারা তাদৃশ অবস্থায় কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া থাকে। * * * * * *

পর্ব্ব ভিন্ন অন্য কোন স্থান ভগ্ন হইলে তাহা অসাধ্য বা চিকিৎসার অযোগ্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এবং সংবৎসর কালের অধিক যে কোন ভগ্নস্থান যাপ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে নরেশ্বর, চ্যুত, ম্লান, বিশ্লিষ্ট ও ব্যাধিজ প্রভৃতি সকল প্রকার ভঙ্গের চিকিৎসা সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। হে অঙ্গনাথ, বারণগণের হিতাভিলাষী চিকিৎসক উল্লিখিত বিধানে মাতঙ্গগণের অস্থিভঙ্গের চিকিৎসা করিবেন। ইহাই বারণগণের অস্থিভঙ্গের চিকিৎসা আপনার নিকটে কীর্ত্তিত হইল।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মৃত গর্ভাপনয়ন-চিকিৎসা।

একদা মহানুভব অঙ্গপতি, বেদ বেদাঙ্গ পারগ মাতঙ্গ চিকিৎসা তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা ঋষিপ্রবর পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক সুবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,— ভগবন্, কি নিমিত্ত করিণীগণের গর্ভস্থ শিশু বিনষ্ট হয়? মৃতগর্ভা করিণীর লক্ষণ এবং উহা গর্ভাশয় হইতে নিঃসারণের উপায় আমার নিকটে বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন। অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন -

নিদান ঃ—অসম শয্যায় শয়ন, কদর্য্য আহার গ্রহণ, ভীষণ ব্যাধি কিংবা ক্ষুধা পীড়ন দূরপথ গমন, গুরুভার বহন, পর্ব্বতাদি লঙ্ঘন কিংবা জলাদি সন্তরণ, বাত মূত্র পুরীষাদি ধারণ, তীব্র অভিঘাত, উপদ্রব ও মনস্তাপ প্রভৃতি কারণে মাতঙ্গগণের কুক্ষিস্থ গর্ভ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষণ ঃ—ভাগ্য বিপর্য্যয় বশতঃ করিণীগণের গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হইলে চারিমাস পর্য্যন্ত কেবল রক্তস্রাব মাত্র হইয়া থাকে; কিন্তু চারিমাসের পরে সপ্তম মাস পর্য্যন্ত মাংসপিণ্ড ও ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ শিশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থাতে উহাদিগের নিশ্বাস ও মলমূত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিদ্যমান থাকে। তখন উহাদিগের দেহের ক্ষীণতা প্রকাশ পায়, দূষিত (পচা) মৎস্যগন্ধ দ্বারা করিণীকে মৃতগর্ভা বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে।

চিকিৎসা ঃ—তাদৃশ অবস্থায় বিজ্ঞ চিকিৎসক, করিণী প্রভুর অনুমত্যানুসারে স্বীয় দক্ষিণ কর শাল্মলী ও ধন্বন বৃক্ষের কল্ক মিশ্রিত গব্যঘৃত দ্বারা উত্তমরূপে মাখিয়া গর্ভাশয়ে হস্ত প্রবেশপূর্ব্বক সরলভাবে ক্ষিপ্রতা সহকারে মৃত গর্ভস্থ সন্তান নিঃসারণ করিতে চেষ্টা করিবেন। অবশ্য বলাবাহুল্য যে প্রথমতঃ করিণীর বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাকে যন্ত্রে বন্ধন করিয়াই এইরূপ করিতে হইবে। যদি সরলভাবে মৃত সন্তান নির্গত না হয় তাহা হইলে যন্ত্রের সাহায্যে, তাহাতেও সম্ভবপর না হইলে শস্ত্র দ্বারা গর্ভাশয় মধ্যেই খণ্ড খণ্ড করিয়া পরে নিঃসারণ করা কর্ত্তব্য। এতাদৃশ কার্য্যোব্রতী চিকিৎসককে কাতর এবং কোমল হৃদয় হইলে চলিবে না। তিনি সংযতচিত্তে এবং ক্ষিপ্রহস্তে নিঃশেষরূপে গর্ভস্থ সন্তান নিঃসারণ করিবেন। তাহাতেই

প্রসূতির রক্ষা হইবে। + যদি জরায়ু কিংবা গর্ভাশয় বিশল্য বলিয়া অনুমিত না হয় তাহা হইলে অধোলিখিত ঔষধ পান করিতে দিবে—

১। লাঙ্গলকী কন্দ (বিষ লাঙ্গলা)
২। মোটা এলাচ
৩। ইক্ষুগুড়
৪। শীতল জল

প্রথমোক্ত ত্রিবিধ দ্রব্য উত্তমরূপে বাটিয়া শীতল জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে এবং তাহা পান করিতে দিবে।

ইহাতেও যদি গর্ভাশয় বিশল্য না হয় তাহা হইলে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে হস্তদ্বারাই নিঃসারণ করিতে হইবে। অনন্তর সূতিকা বিধান অনুসারে চিকিৎসা করিলে করিণী পুনরায় পূর্ব্ব স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে শল্যস্থানে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

+ বর্ত্তমান সময়ে "ফর্শ্ সেপ" প্রভৃতি উত্তম।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

দন্তোদ্ধরণ বিধি।

হে নরেশ্বর, এইক্ষণে অপর আর একপ্রকার শল্য-ভূত দন্তের উত্তোলন বিধান কথিত হইতেছে শ্রবণ করুন। বিজ্ঞ চিকিৎসক, প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রে করণ ও মুহূর্ত্তে সামান্য যজ্ঞ সমাপনান্তে দন্তোদ্ধার করিবেন। জলাশয়ের একান্ত নিকটে সুশীতল স্থানে শালা নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। উক্ত শালা বিরল-বায়ু প্রচারযুক্ত এবং নানাবিধ উপাচার দ্বারা সুসজ্জিত ও কুসুমাকীর্ণ হওয়া আবশ্যক। তাদৃশ সুসজ্জিত সুশীতল ছায়াযুক্ত গৃহে রুগ্ন মাতঙ্গকে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বাঙ্গে সুশীতল বারিধারা প্রদান করিবে এবং তাহার মস্তকে ও মুখমণ্ডলে শত ধৌত ঘৃত মর্দ্দনপূর্ব্বক উহা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিবে। দধি মিশ্রিত সদ্য শালি ধান্যের অন্ন এতাদৃশ অবস্থায় উত্তম পথ্য। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধানে মাতঙ্গকে সুসংবদ্ধ করিয়া দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুলি পরিমিত জলৌকা পৃষ্ঠ সদৃশ লৌহসূচি (অস্ত্র) দ্বারা নিপুণ চিকিৎসক দন্তবেষ্টনের অবস্থানুসারে যাহাতে তালুস্রোতঃ, করস্রোতঃ এবং নেত্র নিবন্ধন আহত না হয় সেইরূপ ভাবে সূচি প্রবেশ করাইবে। এইরূপে তিনদিন পরে পরে দুই দুই অঙ্গুলি পরিমিত দন্তবেষ্টন দন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। শলাকা প্রয়োগের পূর্ব্বে তাহার অগ্রভাগে ক্ষার মাখিয়া লইলে অভ্যন্তরবর্ত্তী মাংস দূষিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। বিংশতি হইতে ত্রিংশত অঙ্গুলি পর্য্যন্ত দন্তবেষ্ট বিদ্ধ হইলে প্রায় দন্তমূল শিথিল হইয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলির পরে প্রায়শঃ অস্থি সন্নিবেশ দেখা যায়। বিজ্ঞ চিকিৎসক স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা মুখের পরিমাণ বিভাগ করিবেন। যখন দন্তটি মাংসবিমুক্ত এবং বন্ধনমূল হইতে উচ্চলিত হইবে তখন যন্ত্রাধ্যায়ে উল্লিখিত বন্ধনে রুগ্ন মাতঙ্গকে দৃঢ় সংযত করিয়া মূলের দিকে ⅓ অংশ মাত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সূত্র নির্ম্মিত নূতন দৃঢ় রজ্জু বন্ধন করিবে। অনন্তর অপর আর একগাছি তাদৃশ পূর্ব্বোক্ত রজ্জুর কিঞ্চিত উপরিভাগে বন্ধনপূর্ব্বক যন্ত্রের (কফিকলের) সাহায্যে আস্তে আস্তে দন্ত উন্মূলন করিবে। অবশ্য বলাবাহুল্য যে শলাকা প্রবেশের পূর্ব্বেই মুখব্যাদানক যন্ত্র দ্বারা রুগ্ন মাতঙ্গের মুখ ব্যাদান করিয়া লইতে হইবে। দন্ত উন্মূলনের পরে মধু ও ঘৃতদ্বারা ক্ষতস্থান পূর্ণ করিবে। কিয়ৎকাল পরে মাতঙ্গকে শীতলজলে অবগাহন করাইয়া তাহাকে গব্যঘৃত মিশ্রিত গো-দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

ঘৃতযুক্ত শালি ধান্যের অন্ন ভোজন করিতে দিবে এবং তৎপরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত বিধানে চিকিৎসা করিতে হইবে। যাহার দন্ত অসাধ্য দন্তনালী জন্মে তাহাকে গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে "দন্তস্রাবী" আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। অধোলিখিত বিধানে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত বিধানে দন্তমূল বিদ্ধ করিয়া তন্মূলস্থিত করীরিকা ও দূষিত রক্ত নিঃসারণ ও মাংস অপসারণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধানে চিকিৎসা ও পথ্য প্রদান করিবে। পক্ষান্তরে যাহার দন্ত ভঙ্গ হয় কিংবা করীরিকা সহ দন্তের পতন হয় চিকিৎসা না করিয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে বনে বিচরণ করিতে দিবে।

হে নরেশ্বর, শস্ত্র প্রয়োগকালে সূচি বিপথগামী হইলে যে যে দোষ ঘটে তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—তাদৃশ সূচিবেধের ফলে কূর্ম্মস্থানে শোফ জন্মে এবং মাংস দূষিত হইলে মাংসধাবন তুল্য স্রাব নিঃসৃত হয়; স্রোতঃস্থান দূষিত হইলে তাহা হইতে অত্যন্তরূপে স্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং নেত্রবন্ধন দূষিত হইলে নানাপ্রকার নেত্ররোগ জন্মিতে থাকে পক্ষান্তরে স্নায়ুচ্ছেদ ঘটিলে অত্যন্ত বেদনা ও গদ্‌গদ ভাব লক্ষিত হয় এবং যবনিষ্কাথ তুল্য স্রাব নির্গত হইতে থাকে; শিরাচ্ছেদ ঘটিলে শুণ্ডকর্ণ ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, মঞ্জিষ্ঠাতুল্য স্রাব কিংবা রক্তস্রাব হইতে থাকে এবং তাহার ফলে বিকলতা বা মৃত্যু পর্য্যন্তও অসম্ভব নহে। এই নিমিত্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসক যথাযথ ভাবে শস্ত্রপ্রয়োগ করিবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতায় বা অসাবধানতার ফলে যদি শস্ত্রপ্রয়োগে বিপত্তি ঘটে তবে সদ্যঃক্ষত বিধানানুসারে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য এবং তাদৃশ চিকিৎসার ফলে ফুলা তাপ ও বেদনার হ্রাস হইলে পরে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত বিধানে দন্ত উদ্ধৃত করিতে চেষ্টা করিবে। শলাকা দ্বারা দন্তমূল পরিমাণাতিরিক্ত বিদ্ধ করিলে উহারা বিবিধ ক্লেশ ভোগ করে। অতিমাত্র শলাকা প্রয়োগের কিংবা আকর্ষণের ফলে দন্তভঙ্গ ঘটিলে পূর্ব্বোক্ত বিধানে (অর্থাৎ যাহাতে উপসর্গের সৃষ্টি না হয় সেইরূপভাবে) শলাকা প্রয়োগ করিতে হইবে। ‡ * * * *

অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন হে নরেশ্বর, বারণগণের দন্তের বহুবিধ ভেদ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে যষ্টিদন্ত, শলাকা দন্ত, রাজি দন্ত, গ্রন্থি দন্ত, পর্ব্ব দন্ত, বল্লীদন্ত, বক্র দন্ত, দ্বিপুট দন্ত, ত্রিপুটদন্ত, অতিদীর্ঘ দন্ত, হ্রস্ব দন্ত, অতি স্থূল দন্ত, কৃশ দন্ত, দুর্ভগ দন্ত ও বিষম দন্তই

‡ এইস্থানে কিয়দংশ মূল চিরবিলুপ্ত

প্রসিদ্ধ। উল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার দন্তই পুনরায় অন্তর্মুখ, অধোমুখ অধোগত ও পার্শ্বগত এই চারি প্রধানভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধমুখ দন্তদ্বয়কে 'করাল' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে * * * * সম্মুখের দিকে প্রসারিত দন্তদ্বয়কে 'সঙ্কট' এবং অস্থি সম্মিত দন্তদ্বয়কে বিশাল আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। হে অঙ্গেশ্বর, যে মাতঙ্গের একটি মাত্র দন্ত এক-পার্শ্বগত তাহা উত্তম মাতঙ্গ মধ্যে গণনীয় ইহাই উত্তম দন্তের লক্ষণ কথিত হইল। অতঃপর দুর্লক্ষণযুক্ত গজদন্তের প্রতীকার কথিত হইতেছে শ্রবণ করুণ—তাদৃশ দন্ত শস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক উন্মূলিত করিয়া সেই স্থানে কাষ্ঠময় কিংবা মহিষ শৃঙ্গ নির্ম্মিত দন্ত মূলে লৌহপাত নিবদ্ধ করিয়া নিপুণ শিল্পীদ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিবে।

হে নরেশ্বর, অতঃপর বারণগণের দন্তোৎপত্তির বিষয় কথিত হইতেছে বাতকুম্ভের নিম্নে বৃত্তি স্থান সমুদয় অবস্থিত। সেইস্থানে বায়ুর বিকৃতি সম্ভূত করীরিকা (পাথরী) সমুদয় উৎপন্ন হয়। যখন বায়ুদ্বারা একটি মাত্র দন্তবেষ্ট দুষিত হয় তখন মাতঙ্গের একটি মাত্র দন্ত জন্মে এবং এই প্রকারেই পিশাচ অসুর প্রভৃতি নানা জাতীয় দুর্লক্ষণযুক্ত মাতঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ বায়ুর বিকৃতি বশতঃই বারণগণের অঙ্গবৈকল্য ও ঘটিয়া থাকে এবং তাদৃশ দুর্লক্ষণযুক্ত মাতঙ্গ অগ্রাহ্য ¶ গৃহীত হইলে ও শত্রুরাজ্যে পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত। মহানুভব অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষিপালকাপ্য ইহা বলিয়া গিয়াছেন।

ইতি—শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহা প্রবচনে শল্যস্থানে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শল্যস্থান সমাপ্ত।

¶ অবশ্য বলাবাহুল্য যে বিজ্ঞান সম্মত বর্ত্তমান প্রণালীই দন্তোন্মূলনে প্রয়োজ্য।

ময়মনসিংহ প্যালেস হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩|১|১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স—কলিকাতা ও ময়মনসিংহ
মডেল লাইব্রেরী—ঢাকা ও ময়মনসিংহ